রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম্, এ,

লেক্‌চারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রেস

১৯৩৩

রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা

১

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কলপতরু॥
যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িহ কখন মোরে॥
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কিরূপ হব॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা॥

ব্যাখ্যা

সাহিত্যপরিষদের পদাবলীতে এই পদটি রামীর উক্তির পরে ৭৭৩ নং পদরূপে স্থাপিত হইয়াছে; ইহাতে প্রথমতঃ মনে হয় যে চণ্ডীদাস এই কথাগুলি মীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু আলোচ্য পদটির ১১শ পঙ্‌ক্তিতে দেখা যায় যে বাশুলী চণ্ডীদাসের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন; অতএব ১ম-১০ম

পংক্তি পর্য্যন্ত বাশুলীর প্রতি চণ্ডীদাসের উক্তি, তৎপরে বাশুলীর উত্তর এই ভাবেই পদটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাশুলীদেবী চণ্ডীদাস ও রামীকে সহজ ভজন সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ১ম-৮ম সংখ্যক পদে আলোচিত হইয়াছে। এই উপদেশের জন্য চণ্ডীদাস এখন বাশুলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা বলাই পদকর্ত্তার উদ্দেশ্য।

পং ৯ম-১৪শ। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের পরে চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব?" প্রেমের জন্য এই যে মরা, ইহার সম্বন্ধে ৫ম পদের ব্যাখ্যায় (৬৮-৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, তথাপি প্রয়োজন-বোধে এখানে আরও কিছু বলা হইল। সহজ সাধনার নিয়ম এই যে ইহাতে পুরুষ মরিয়া প্রকৃতিস্বরূপ হইবে। অনেক সহজিয়া গ্রন্থেই এই রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।

রসসার।

এইভাবে পুরুষ যখন প্রকৃতি হয়, আর প্রকৃতি যখন রতি পরিত্যাগ ক[illegible], তখনই "দোঁহার" মরণ হয়। এই কথাই আলোচ্য পদমধ্যে বলা হইয়াছে। এই অবস্থা না হইলে রাগ জন্মিতে পারে না—

স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগরতি।

অমৃতরত্নাবলী।

এবং

প্রকৃতি আশ্রয় বিনে প্রেম নাহি হয়।

রত্নসার।

অতএব সহজিয়া সাধক—

আপনি প্রকৃতি হবে আনুকূল্য করি।

রত্নসার।

এবং

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সেবন।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

পুরুষের এই যে প্রকৃতিভাব, ইহা সহজিয়াদের মনগড়া কথা নহে; কবি, দার্শনিক সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "পূর্ণতা" শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
উঠেছ আমার শোকযজ্ঞ-হুতাশনে
নবীন নির্ম্মলমূর্ত্তি,—আজি তুমি, সতি,
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,—
নাহি তাহে শোক, দাহ, নাহি মলিনিমা—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা—
নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোর চিত্ত সনে।
তাই আজি অনুভব করি সর্ব্বমনে—
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়াছে—বিস্তারি'
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী।

আবার প্রেমক্ষেত্রে দেখিলেও দেখা যায়—

শুধু একা পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি বিশ্রাম রূপিণী।

চিত্রাঙ্গদা।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে মানুষের "দেহাভিমান", "প্রমত্ততা" বা "ত্রিগুণ-বশীভূত অবস্থাই" পুরুষ-ভাব। এই সকল পরিত্যাগ না করিলে ধর্ম্মজগতে উন্নতি লাভ করা যায় না। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

গীতা, ২।৫২।

অর্থাৎ যখন তোমার বুদ্ধি দেহাভিমান-জনিত মোহ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ভাগবতেও (৫।১১।৪) আছে—যাবৎ পুরুষের মন সত্ব, রজঃ বা তমোগুণের বশীভূত থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহা নিরঙ্কুশ হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা পুরুষের ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম বিস্তার করে, কিন্তু নির্গুণ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। অতএব মনকে গুণাতীত করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃতি-ভাব। ভরতের উপাখ্যানে "স্বাং প্রকৃতিং ভজিষ্যসীতি" উক্তির ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং অপ্রমত্ততাম্" (ভাগবতের ৫।১০।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অতএব প্রমত্ততাই পুরুষভাব, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এজন্য সাধনার প্রয়োজন হয়, কারণ পুরুষদিগের আপনা হইতে জ্ঞান, ভক্তি বা বৈরাগ্য কিছুই হইতে পারে না। (ভাগবত, ৩।৭।৩৯)। আবার ইহাও ঠিক যে পুরুষের যাহা কিছু পুরুষত্ব আছে তৎসমুদায়ই কৃষ্ণানুকম্পিত (ভাগবত, ১০।৮৯।৩৩)। এই ধারণা যাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাঁহার অহঙ্কার করিবার কিছুই থাকে না, তাঁহার পুরুষ-ভাব চলিয়া যায়। এই জন্যই চরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

মধ্যের অষ্টমে।

প্রেম ও দর্শনের দিক্ দিয়া প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচিত হইল। এই সকল তত্ত্বই সহজিয়ারা নানাভাবে প্রচার করিয়াছেন, যথা—

লোভ, মোহ, দম্ভ আদি ত্যাগ করিবে।
গোপী সঙ্গে গোপী হৈলে কিশোরী পাইবে॥

রাগসিন্ধুকারিকা।

নির্ব্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে॥

অমৃতরসাবলী।

নির্ব্বিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়।

অমৃতরত্নাবলী।

পঞ্চভূত আত্মাসহ পশিতে না পারে।
তমোগুণ হাথি সেই করয়ে সংহারে ॥

দেহনির্ণয়গ্রন্থ।

তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে। ইত্যাদি। চণ্ডীদাস, পদ নং ৭৯৬।

ঘোর তান্ত্রিক সাধনায় এই প্রকৃতি-ভাবেরও একটা বিশেষ অর্থ আছে। সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ৭০ পৃষ্ঠায় এবং ৮ম পদ-ব্যাখ্যায় ("ব্যভিচারীর" ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য সহজিয়া পদেও এই রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীতি
দেহরতি নাহি রয়।
প্রকৃতি প্রভাবে স্বভাব রাখিবে
এ কথা কহিতে ভয় ॥
পুরুষের রতি শূন্য দিয়া তথি
প্রকৃতি রসের অঙ্গ।
প্রকৃতি হইয়া পুরুষ আচরে
করিবে নারীর সঙ্গ ॥
চণ্ডীদাসের পদাবলী, পরিশিষ্ট, পদ নং ২।

নিষ্কামী হইয়া রাধা রতি লঞা
একান্ত করিয়া রবে।
তবে সে জানিবে দেহ রতি শূন্য
প্রকৃতি জানিতে পাবে ॥
ঐ, পদ নং ৩।

ভাবার্থ :—চণ্ডীদাসের প্রশ্ন ছিল এই যে, তাঁহারা উভয়ে (অর্থাৎ চণ্ডীদাস এবং রামী) মরিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। তদুত্তরে বাশুলী দেবী একমাত্র চণ্ডীদাসকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমি মরিয়া রজক-কন্যার রূপত্ব প্রাপ্ত হইবে।" তৎপরে ইহা আরও স্পষ্ট-রূপে ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন,—"তুমি পুরুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি-ভাব গ্রহণ

করিবে। তখন তোমাতে আর রামীতে কোনই প্রভেদ থাকিবে না, এবং এইরূপে উভয়ে একরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিত্যাখ্য পরম ধামে গমন করিবে।" এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চণ্ডীদাস ও রামীর নাম ব্যবহার করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "চণ্ডীদাস মরিয়া রজক-ঝি হইবে" অর্থাৎ "পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হইবে," ইহা বাশুলীরই উক্তি। অতএব চণ্ডীদাস এবং রজক-ঝি বা রামী এখানে উদ্দেশ্য-সাধক সংজ্ঞা মাত্র; ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় এই সংজ্ঞাদ্বয় প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে ইহাদের প্রয়োগ-মূলক আর কোন সার্থকতা নাই।

একদেহ ইত্যাদি :—৫২শ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিত্য :—১ম পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পীরিতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা ?
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই।
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাস কহে রসের রতি॥

ব্যাখ্যা

পং ১—২। ইহার ব্যাখ্যা ৮ম পদের টীকায় বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজভাবের উপাসনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, সহজিয়ারাও তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় ব্রজ, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণব সম্পর্কই ধরা পড়ে।

পং ৩—৪। সহজ সাধনায় পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই সমপর্য্যায়ের রসিক হইবে, নতুবা তাহাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না। প্রেম-বিলাস গ্রন্থে আছে—

> উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে।
> সাধারণী হৈলে ইথে যায় রসাতলে॥

অন্যত্র

> দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে॥
> দোঁহার মন ঐক্য ভাবে ডুবি এক হয়।
> তবে সে সহজ সিদ্ধ জানিহ নিশ্চয়॥
>
> প্রেমানন্দলহরী।

পং ৫—৬। সহজিয়া মতে প্রকৃত রাগ বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে অণুমাত্রও শারীরিক সম্বন্ধ নাই, এখানে ইহাই বলা হইল। ইতিপূর্ব্বে ৮ম পদের ব্যাখ্যায় ("ব্যভিচারী হৈলে" ইত্যাদির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। চোখে চোখে, মনে মনে ভালবাসা সহজিয়াদের প্রেম সাধনার প্রকৃষ্ট রীতি। আনন্দ-ভৈরবে আছে—

> সাক্ষাতে দেখিবে অন্তরে ভাবিবে গুণ।

অন্যত্র

> মনেতে করহ রতি শ্রীরূপ পরম পতি
> শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর সার।
>
> অমৃতরত্নাবলী।

পং ৭—১৪। রাগের উদয় কি ভাবে হয়, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। কবিরা নায়িকাকে নায়কের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সময়ে নানাভাবে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর নায়ক যখন নায়িকার প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যই প্রধানতঃ তাঁহার মনকে মোহিত করিয়া থাকে। রাগের উদয়ের ইহাই প্রাথমিক কারণ। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় এই সাধারণ মনস্তত্ব সহজিয়ারা উপেক্ষা করেন নাই। যাহা মানবের সহজ বা স্বভাবসিদ্ধ, যে সত্যের উপর পার্থিব প্রেমতত্ব প্রতিষ্ঠিত, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। মদন, মাদন প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা এই তত্বই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জাতীয় উক্তি অন্যান্য সহজিয়া গ্রন্থেও পাওয়া যায়, যথা—

মদন, মাদন, আর শোষণ, স্তম্ভন।
সম্মোহন আদি করি রসিক-করণ॥
মদন, মাদন দুই-নেত্রে অবস্থিতি। ইত্যাদি।

রত্নসার।

রস-বিশ্লেষণের জন্য এই প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে।

১১

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পদ্মমণি।
কীটের স্বভাব-দোষে তাহে নহে ধনী॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হৈলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশিযোগে শুকসারী এই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায়॥

ব্যাখ্যা

পং ১—২। এখানে পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। লোচন-দাসের রসকল্পলতিকা গ্রন্থে আছে—

এক বস্তু দুই কাম মদন যার নাম।
কামের বিষয় মদনের প্রেম দান॥

এবং

এই মদন-তত্ত্ব রাধা চন্দ্রমুখী।
কৃষ্ণতত্ত্ব কন্দর্প, রাধাতত্ত্ব মদন॥

আবার

পুরুষ প্রকৃতি দুই কাম আর মদন।
নায়ক-নায়িকা-তত্ত্ব রসের কারণ ॥

অতএব কামরূপে কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে, আর মদনরূপে রাধাকে বুঝাইতেছে। কৃষ্ণকে কাম বলে কেন, তাহারও ব্যাখ্যা রত্নসার নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়—

যেই হেতু সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করে।
স্থাবর জঙ্গম আদি সর্ব্বচিত্ত হরে ॥
সকলের মন যেই কামে হরি লয়।
অতএব কামরূপে কৃষ্ণ নিশ্চয় ॥

এবং

কামরূপী কৃষ্ণ কহেন, "শুন ভক্তগণ।
স্বসুখ ছাড়িয়া কর আমারে ভজন ॥"

আবার

এইত আপনি কৃষ্ণ কাম-কলেবর।
কামরূপে নানামূর্ত্তি ধরে নিরন্তর ॥

এই সম্বন্ধে ১ম পদের ব্যাখ্যায় (১২-১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

তাহার পিতার পিতা ইত্যাদি। এখানে প্রথমতঃ একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে কাম ও মদনের কথা বলা হইয়াছে, অথচ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে তাহাদের পরিবর্ত্তে "তাহার" এই একবচনান্ত সর্ব্বনাম পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পদকর্ত্তার অসাবধানতাবশতঃ হয় নাই, বরং সুসঙ্গতই হইয়াছে। কাম ও মদনের পূর্ব্বপুরুষের খোঁজ করিতে গেলে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী গ্রন্থে আছে—

পরমপুরুষ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি।
ইচ্ছা হৈলে তিঁহো চান মায়া প্রতি।
গোলোক বৈকুণ্ঠ হৈতে করেন ঈক্ষণ।
তেজোরূপী পরমাত্মা প্রবেশ তখন ॥

এবং

দেহে আসি পরমাত্মা হৈল অবতীর্ণ।

পরমেশ্বরই যে পরমাত্মা রূপে দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হন ইহা বেদান্তের শিক্ষা। উপনিষদের সোঽহমস্মি, তত্ত্বমসি, প্রভৃতি ঋষিবাক্য এই সত্যই প্রচার করিতেছে। আর ঐ "ঈক্ষণ" করিবার কথাও উপনিষদ্ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্; তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" (ছান্দো°—৬।২।১); "স ঐক্ষত —লোকান্ নু সৃজা ইতি" (ঐত°—১।১।২); "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" (প্রশ্ন°—৬।৩-৪) ইত্যাদি উপনিষদ্-বাক্য। পুরাণাদিতে ইহাই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে এখানে বৃহন্নারদীয় পুরাণের বাক্যই উদ্ধৃত হইল:—

যেনেদমখিলং জাতং ব্রহ্মরূপধরেণ বৈ।
তস্মাৎ পরতরো দেবো নিত্য ইত্যভিধীয়তে॥ ঐ, ৩।১৮।

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মারূপে অখিল জগতের সৃষ্টিকর্তা, তদপেক্ষা পরমদেব "নিত্য" নাম আখ্যাত। এই নিত্যদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—"তুমি পরমেশ্বর, পরস্বরূপ, পর হইতে পর, এবং পরম হইতে পরম, তুমি অপারের পার, পরমাত্মার সৃষ্টিকর্তা, ও অন্য হইতে পরম পবিত্রকারী, তোমাকে নমস্কার" (ঐ, ৪।৮৪)। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিত্যদেব হইতে ব্রহ্মা বা পরমাত্মার উদ্ভব হইয়াছে, আর এই পরমাত্মাই তেজোরূপে দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হন। এখন, এই দেহমধ্যে পরমাত্মা কি ভাবে অবস্থান করেন, সহজিয়া মতে তাহার ধারণা কি, তাহাই দেখা যাউক। উক্ত নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতেই আছে—

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে স্থিতি।
দেহ-নিরূপণ তরে কহেন নিশ্চিতি॥

অন্যত্র

এক প্রভু দুই হৈলা রস আস্বাদিতে।
দুয়ে এক হৈয়া পূর্ব্বে আছিলা নিশ্চিতে॥
এখন দুয়েতে দেখ রহে এক হৈয়া।
দেহ মধ্যে দুই জন দেখ বিচারিয়া॥

বাম অঙ্গে প্রকৃতি পুরুষ দক্ষিণে।
দুই দেহে দোঁহে আছে ভাবি দেখ মনে ॥

এবং

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে জোড়া।
দুই তনু এক আত্মা কভু নহে ছাড়া ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে পরমাত্মা পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই পুরুষ ও প্রকৃতিই যে কাম ও মদন আখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব দাঁড়াইল এই—কাম ও মদন একীভূত হইয়া জীবাত্মা রূপে দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই জীবাত্মার (একবচনান্ত সর্ব্বনাম "তাহার" দ্বারা যাহাকে বুঝাইতেছে) উদ্ভব হইয়াছে পরমাত্মা হইতে, আর পরমাত্মার উৎপত্তি হইয়াছে নিত্যদেব হইতে। কাজেই নিত্যদেব হইলেন কাম ও মদনের পিতার পিতা, তিনিই সহজ মানুষ। বিবর্ত্ত-বিলাসে এই পদটি উদ্ধৃত করিয়া লেখা হইয়াছে—

কাম মদন যে, দুইয়ের পিতা যেহ।
তার পিতা যারে কহি, সহজ মানুষ সেহ ॥

এই জন্যই নিত্যদেবের আদেশে বাশুলী সহজধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, এবং তিনি নিত্যেতে থাকেন, ইত্যাদি তত্ত্ব সহজিয়ারা প্রচার করিয়াছেন। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সহজিয়ারা বৈদান্তিক মত অনুসরণ করেন, উপনিষদের ব্রহ্মকেই তাঁহারা নিত্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। কৃষ্ণকেও তাঁহারা নিত্যদেবের নিম্নে আসন প্রদান করিয়াছেন, যথা—

নরবপু দেহ এই মানুষ আকার।
সে মানুষ অনেক দূর এ মানুষের পার ॥
জন্মমৃত্যু নাহি তার নহে সে ঈশ্বর।
গোলোকের পতি যারে ভাবে নিরন্তর ॥
সেই মানুষ হৈতে বহু কৈল পরিশ্রম।
ব্রজপুরে নন্দঘরে লভিল জনম ॥
সহজবস্তু সহজপ্রেম সহজ মানুষ হ'য়া।
লীলা করে গোপীসঙ্গে মায়া আচ্ছাদিয়া ॥ অমৃতরসাবলী।

অন্যত্র

কত শত জন কৈল বহুশ্রম
কেহত যাইতে নারে।
শিব হলধর সে নহে গোচর
গোলোকনাথ ভাবে যারে॥

অমৃতরসাবলী।

কৃষ্ণও অন্যকে চিন্তা করেন এইরূপ কথা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও লিখিত আছে। নারদ বদরিকাশ্রমে নারায়ণকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি যাইয়া দেখেন যে নারায়ণ নিজেই ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে নারায়ণ তাঁহার মুখ্যা প্রকৃতির ধ্যান করিতেছেন। কৃষ্ণেরও উপাস্য আছে, ইহা সহজিয়াদের উদ্ভট পরিকল্পনা নহে।

পং ৩-৪। এক জাতীয় উপাসনায় পরমাত্মাকে পুরুষাকারে কল্পনা করিয়া দেহমধ্যে স্থাপন করা হয়। এই বিষয়ক আলোচনা ব্রহ্মসূত্রের ১।২।৩০-৩১ সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১।২।৩২ সূত্রে বলা হইয়াছে যে "সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি," অর্থাৎ "সম্পৎ (একের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া অপরকে তদ্রূপে উপাসনা করা) উপাসনার জন্য এইরূপ করা হইয়া থাকে, ইহা জৈমিনি আচার্য্যও মনে করেন।" ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।১।১ সূত্রেও আছে—"অথ যদি-দমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, ইত্যাদি;" অর্থাৎ "এই যে ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে।" এই সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে "পুরত্বেনোপাসকশরীরং নির্দ্দিশ্য ইত্যাদি," অর্থাৎ "উপাসক-শরীরকে ব্রহ্মপুর শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" এই দেহমধ্যে পরমাত্মা কোথায়, কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহার সন্ধানও পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যের ৫।১৮।২ সূত্রে আছে "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ, ইত্যাদি।" ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—"উপাসকস্য মূর্দ্ধৈব পরমাত্মমূর্দ্ধভূতা দ্যৌরিত্যর্থঃ," অর্থাৎ উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় দ্যুর্লোক, ইত্যাদি। পরমাত্মা নিষ্পাপ, জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-পিপাসা-রহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প (ছান্দো° ৮।১।৫)। ইঁহাকে জানিলে সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দগতি হয়, এবং যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে (ঐ, ৮।১।৬; ৮।২।১০)। এমন কি এই দহরাকাশ উপাসনা-দ্বারা নিষ্পাপাদি

কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় (শ্রীভাষ্য, পরিষদ্-সংস্করণ, ৫৬৭ পৃঃ)।

আলোচ্য পঙ্‌ক্তিদ্বয়েও এই কথাই বলা হইয়াছে। এখানে "ব্রহ্মাণ্ড" অর্থে "ব্রহ্মপুর" বা মানবদেহ, যথা—"জগৎ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড কহি আপন শরীরে।"—বিবর্ত্ত বিলাস। "তাহা" অর্থে "সেই পরমাত্মা" যাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্তী দুই পঙ্‌ক্তিতে বলা হইয়াছে যে তিনি কাম ও মদনের পিতা। অতএব ভাবার্থ হইল এই—সেই পরমাত্মা দূরে অর্থাৎ শরীরের বহির্দ্দেশস্থ স্বর্গাদি কোন স্থানে থাকেন না। তিনি নিকটে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড আখ্যাত এই দেহের মধ্যেই আছেন। কিরূপ ভাবে আছেন? ইহার উত্তরে বলা হইল যে, কোন মূর্ত্তি চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া যেরূপ থাকে, সেইরূপ ভাবে আছেন। "চিত্রপটের" বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত ৫।১৮।২ সূত্রটি ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল—"উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় দ্যুলোক, উপাসকের চক্ষুই পরমাত্মার চক্ষুস্থানীয় আদিত্য, উপাসকের প্রাণই পরমাত্মার প্রাণস্থানীয় বায়ু, উপাসকের দেহমধ্যই পরমাত্মার দেহমধ্যভূত আকাশ, ইত্যাদি।" এই ভাবে পরমাত্মার আকৃতি উপাসকের দেহমধ্যে কল্পনা করা মানস-পটে অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। এতদ্ভিন্ন সমভাবে নিত্য-বর্ত্তমান সাক্ষিভূত পরমাত্মা নিরহঙ্কার, নিষ্ক্রিয়, এবং নির্লিপ্ত বলিয়াও "চিত্রপট" পরিকল্পনার সার্থকতা লক্ষিত হয়। এই জন্যই এখানে "চিত্রপট" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

দূরে নহে আছয়ে নিকটে। এই জাতীয় কথা রাধারস-কারিকাতেও পাওয়া যায়, যথা—

> বৈকুণ্ঠ ভিতরে নাহি, নাহিক বাহিরে।
> সেই বস্তু জগতে আছে ভকত অন্তরে॥

ধর্ম্মজগতে এই কথাগুলি অতিশয় মূল্যবান্। এক প্রকার উপাসনা আছে যাহাতে বাহিরের দেবতার আরাধনা করিয়া ঐ দেবতার সাহায্যে লোকে মুক্তি কামনা করে। আর এক প্রকার উপাসনা আছে যাহাতে নিজের আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিয়া নিজের মুক্তি নিজে করিতে হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> আমাকে তুমি করিবে ত্রাণ
> এ নহে মোর প্রার্থনা।
> তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

উপনিষদের "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ," এই বাণীটির মূলেও এই ধারণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে জীবাত্মার স্বরূপও অবশ্য জ্ঞাতব্য, এই কথা নানাভাবে উপনিষদে প্রচারিত হইয়াছে। সহজিয়ারাও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রয়াসী—

আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।

অমৃতরসাবলী।

ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই জন্যই তাঁহারা দেহ ও আত্মা এই উভয়েরই স্বরূপনির্ণয়ে ব্যস্ত হইয়াছেন। পরমাত্মাকে শরীরে স্থাপন করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

শরীরের রাজা এই পরমাত্মা গণি।

রসতত্ত্ব।

দেহমধ্যে অধিকারী পরমাত্মা মহাশয়।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই দেহে সেই প্রভু সদা বিরাজমান।

আত্ম-নিরূপণ গ্রন্থ।

অতএব

সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজদেহ জানিলে আপনে হবে স্থির॥

অমৃতরত্নাবলী।

দেহতত্ত্ব জানিলেই সব হয় স্থির।
দেহমধ্যে সব আছে বুঝহ সুধীর॥

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

ভজনের মূল এই নরবপু দেহ।

অমৃতরসাবলী।

এই পরমাত্মা যে দেহমধ্যে কোথায় থাকেন, তাহার নির্দ্দেশও সহজিয়ারা করিয়াছেন—

পরমাত্মা থাকেন কোথা ? শিরে সহস্রদল পদ্মে।

স্বরূপ-কল্পতরু।

দেহের ভিতরে আছে সরোবর অক্ষয়।
পরমাত্মা হন তিঁহো অক্ষয় অব্যয়।
পরমাত্মা স্থিতি স্থান অক্ষয় সরোবর।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

সেই সরোবরে আছে সহস্র কমল।
মহাসত্ত্বা শুদ্ধসত্ত্বা তার পরিমল॥

মহাসত্ত্বা অধিকারী পরমাত্মা হয়।

অমৃতরত্নাবলী।

অতএব পরমাত্মা যে দূরে নয়, নিকটে আছেন, অর্থাৎ দেহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, এই ধারণা সহজিয়াদের স্বাভাবিক। পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারগণের মতের অনুবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মনগড়া কথা নয়, বেদান্তের শিক্ষা মাত্র। ব্রজভাব লাভেচ্ছু উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মানম্ মাম্ একমেব শরণং যাহি" বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তদনুসারে বিশুদ্ধ সহজপন্থিগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবে তথা প্রকাশমান জগতে কৃষ্ণবুদ্ধি করিয়া থাকেন। সুতরাং এভাবেও সাধ্যতত্ত্ব সর্ব্বদা নিকটেই বর্ত্তমান।

পং ৫—৮। পরমাত্মা যে মানবদেহে মস্তকে সহস্রদল-পদ্মে বিরাজ করেন তাহা বলা হইয়াছে। তৎপরে এখন বলা হইতেছে যে পরমাত্মা দেহমধ্যে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও মানব তাহা বুঝিতে পারে না। সাপের মাথায় মণি থাকিলেও যেমন সাপ ঐ মণি-দ্বারা নিজেকে ধনী মনে করে না, অথবা গাভীর মাথায় গোরোচনা জন্মিলেও যেমন গাভী তাহার গুণ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ দেহমধ্যে পরমাত্মাকে পাইয়াও মানবগণ তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারে না। এই দুইটি উপমা-দ্বারা এখানে বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মানবগণের এইরূপ অজ্ঞতার কারণ কি ? উপনিষদের মত উদ্ধৃত করিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে মানুষ পরমাত্মার অংশসম্ভূত (ছান্দো°, ৬।৯।২, ৪।১১।১ ; মুণ্ড°, ২।৩ ; কঠ, ১।১৪, ৩।১২, ইত্যাদি)। কিন্তু জন্মের পরই মোহ, মায়া বা অজ্ঞানতা দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহারা সংসারে জড়িত হইয়া পড়ে (সাঙ্খ্য,

৬।১৬ ; যোগ, ২।২৪, ইত্যাদি)। তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা এই মোহের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই তাহারা পুনরায় মুক্ত হইতে পারে (ছান্দো°, ৭।১।৩ ; কঠ, ২।২।১২ ; সাংখ্য, ১।১০৪ ; যোগ, ২।২৬ ; ইত্যাদি)। সহজিয়া গ্রন্থাদিতেও ঠিক এই কথাই পাওয়া যায়।

> ঈশ্বরের শক্তি সেই জীবের হৃদয়ে।
> স্বরূপের শক্তি সত্য ইহা মিথ্যা নহে ॥
> ঈশ্বরের শক্তি যেই জ্বলিত জ্বলন।
> জীবেতে স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
> সেই শক্তিকণা তেঁহো হয় অগ্নিময়।
>
> আত্মনিরূপণগ্রন্থ।

অন্যত্র—

> এই মত মনুষ্য ঈশ্বর জাতিগণ।
>
> রত্নসার।

কিন্তু জন্মের পরে—

> তারপর বিষ্ণুমায়া আসিয়া বেড়িল।
> কোথা প্রভু নিজবস্তু সর্ব্ব পাসরিল ॥
>
> বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

এই যে মায়া, তাহাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ নিজের স্বভাব বিস্মৃত হয়। এই জন্যই পরমাত্মা দেহমধ্যে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না।

পং ৯-১২। কৈতব অর্থ কপটতা, ছল বা মোহ।

চরিতামৃতে আছে—

> অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব।
> ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বাঞ্ছা এই সব ॥
>
> আদির প্রথমে।

মানুষের অজ্ঞানান্ধকারকেই এখানে কৈতব শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আলোচ্য

চারি পংক্তির অর্থ এই—"এই যে সুন্দর মানব-দেহ যাহাতে পরমাত্মা অবস্থান করেন (এই জন্যই সুন্দর বলা হইয়াছে), তাহাতেও মায়ামোহজনিত কৈতব বর্ত্তমান আছে। এই কৈতবদ্বারা অভিভূত হইলে লোক দুঃখরূপ বিষের সাগরে নিমজ্জিত হয়। কৈতবই কামনার উদ্রেক করে, এবং ইহাই দুঃখের কারণ। অতএব অকৈতব না হইলে মুক্তি লাভ করা যায় না। এখানে বলা হইল যে অকৈতব বৃক্ষের মূল নাড়িলেও তাহাতে কোন ফল হয় না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি অকৈতব হন, তাহা হইলে তিনি মায়া-দ্বারা কিছুতেই অভিভূত হন না। ইহাই সাঙ্খ্যের মতে পরমপুরুষার্থ।

পং ১৩-১৪। নিদ্রার আবেশে কপাল পানে চাওয়ার অর্থ ধ্যানস্থ হইয়া তত্ত্বদর্শী হওয়া। মেয়ে অর্থ প্রকৃতি, আর এই প্রকৃতিই মায়া (তু°—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধাৎ, অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।১০)। অতএব ভাবার্থ হইল এই যে, আত্মস্থ হইয়া তত্ত্বদর্শী হইতে চেষ্টা কর, দেখিবে যে এই পৃথিবী একমাত্র মায়ার খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিত্রপটে অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের "সিনেমার" চিত্রের ন্যায়, মায়াই পৃথিবীতে নৃত্য করিয়া যাইতেছে; সবই ছলনা, দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র।

"নিদ্রা" ও "কপাল" শব্দদ্বয় যোগশাস্ত্রাদি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। পতঞ্জলীর ১।৩৮ সূত্রে আছে যে যোগীরা সাত্ত্বিক নিদ্রাদ্বারাও মন স্থির করিতে পারেন। "দেশবন্ধ চিত্তের ধারণাদ্বারা" অর্থাৎ শরীরের অংশবিশেষ, যেমন নাভি, হৃদয়, মস্তক, বা কপালে মন স্থির করিয়া ধ্যানস্থ হইতে হয় (যোগ, ৩।১)। আনন্দলহরী নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের ৪১ শ্লোকে আছে—"আজ্ঞাচক্রে, দুই চক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, অবস্থিত শতসহস্র চন্দ্রসূর্য্যের প্রভায় উদ্ভাসিত পরমশম্ভু শিবকে আমি প্রণাম করি। তিনি তথায় পরমা চিৎ শক্তির সহিত অবস্থান করিতেছেন," ইত্যাদি। অতএব ধ্যানযোগে "কপাল" পানে চাহিয়া চিন্তা করা, যোগেরই প্রকারভেদ মাত্র।

দ্রষ্টব্য:—ইংরাজী সনেটের অনুকরণে মাইকেল বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রবর্ত্তন করেন, ইহাই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু মাইকেলের বহুপূর্ব্বেই এই জাতীয় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ছিল। সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণের চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৪ ও ৭৭৬ সংখ্যক পদদ্বয় নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রথার সহিত তুলনা করিলে, দেশীয় প্রথায় এই জাতীয় কবিতা রচনার কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কখনও ইহারা

ষোড়শপদীও হইত, যেমন আলোচ্য পদটিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কবির বর্ণনীয় বিষয় চতুর্দ্দশ পদেই শেষ হইয়াছে, শেষ দুই পদ কবির ভণিতামাত্র। আর একটি বিশেষত্ব এই যে এই জাতীয় কবিতা পদে পদে মিল রাখিয়া পয়ারের পদ্ধতিতে রচিত হইত।

১২

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গুটিক হয়॥
সখি হে, রসিক বলিব কারে ?
বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটী সুবর্ণের ঘটী
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রসপান রজনী দিবসে
অঞ্জলি পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়ায়ে
উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা রসিক না পাইলে
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুঃখ॥

ব্যাখ্যা

পং ১-৪। সহজধর্ম্মের রীতি এই যে প্রকৃত রসিক না হইলে কাহারও সহজ সাধনায় ব্রতী হইবার অধিকার নাই। রসিক কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ কি, ইত্যাদি বিষয় কয়েকটি রাগাত্মক পদে আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য পদটি এই জাতীয়। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলীতে আছে—

রসতত্ত্বজ্ঞাতা হৈলে রসিক নাম তার।

সহজ কথায় বলিতে গেলে, যে রসতত্ত্ব জানে সেই রসিক। এখন, এই রসতত্ত্ব কি? আলঙ্কারিকগণ বলেন যে আমাদের মনে কতকগুলি স্থায়িভাব আছে। তাহারা সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু কোন প্রকার বাহ্য উত্তেজনা পাইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। বিবিধ ভাব এইরূপে জাগরিত হইলে মনে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহাই রস। আনন্দই রসের প্রাণ, আর অনুভূতিতেই ইহার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। নানাভাবে রসের অনুভূতি জন্মিতে পারে। কোন দৃশ্য দেখিয়া বা কাব্য পড়িয়া যখন মনে আনন্দের উদ্রেক হয়, তখনই রসের উৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে রসের জন্মস্থান মনে, শরীরে নহে। রসভোগ করিতে হইলে মানুষকে দ্রষ্টার পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে,—তাহার সম্মুখে ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, আর তাহা দেখিয়া সে আনন্দ পাইতেছে, ইহাতেই রসের জন্ম। নতুবা নটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সে রস সৃষ্টি করিতে পারে মাত্র, রসভোগ করিতে হইলে তাহার দ্রষ্টার আসনে উপবিষ্ট হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই নীতির উপরেই সহজিয়াদের রস-সাধনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিবর্ত্তবিলাসে আছে—

দধিবৎ আছে রস জানিহ অন্তরে।
চারি মসলায় পাক কর একত্তরে॥

অর্থাৎ অন্তরে যে স্থায়িভাব আছে, তাহাকে প্রবুদ্ধ কর।

অন্যত্র—

এক স্থানে রসদ্রব্য আছে চিরকাল।
থাকিলে বা কিবা হয়, বুঝহ সকল॥

স্থানান্তরে রস লইয়া মসলা তাহে দিয়ে।
ভিয়ান করহ রস, যেই তারে পিয়ে ॥
তাহাকে রসিক কহি, আর কেহ নহে।
হেন সাধন বিনে কেহ রসিক না হয়ে ॥

বিবর্ত্তবিলাস।

ইহার পরেই উক্ত গ্রন্থে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের আলোচ্য পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটির ভাবার্থ এই—

পং ১-৪। অনেকেই নিজেকে রসিক বলিয়া প্রচার করে, কিন্তু তাহাদের কেহই প্রকৃত রসিক নয়। বিচার করিলে এইরূপ তথাকথিত এক কোটি রসিক লোকের মধ্যে দুই একটি প্রকৃত রসিক পাওয়া যায় মাত্র।

পং ৫-৭। প্রকৃত রসিক কাহাকে বলে, ইহার উত্তরে বলা হইল যে প্রকৃত রসিক ব্যক্তি "স্থানান্তরে রস লইয়া, তাহাতে বিবিধ মসলা দিয়া ভিয়ান করে।" এই ভিয়ান করার উদ্দেশ্য কি? বিবর্ত্তবিলাসে এই সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—

অতএব রস লইয়া ভিয়ান করিলে।
তবে তারে রাধাকৃষ্ণ সেই কাম মিলে ॥
ইক্ষু রসে যৈছে ওলামিছরি হয়।
তৈছে দ্রব্যশক্তি হৈতে মহাভাব পায় ॥
বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, তবে খণ্ড সার।
শর্করা, সিতাওলা, শুদ্ধ-মিছরি আর ॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিকে তৈছে বাড়ায় আস্বাদ ॥

অর্থাৎ এইরূপ ভিয়ানে প্রেম নির্ম্মল হয়। রসিকগণ বিবিধ প্রণালীতে রসকে নির্ম্মল করিয়া আস্বাদন করে। এইরূপ গুণ যাহার আছে সেই রসিক। সহজ মতে প্রকৃত রসিকের এই এক বিশেষত্ব এখানে বর্ণিত হইল।

পং ৮-১৫। প্রকৃত রসিক নানা প্রক্রিয়ায় রসকে নির্ম্মল করিয়া আস্বাদন করে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই আস্বাদন করিবার প্রণালী কি, এখন

তাহাই বলা হইতেছে। প্রকৃত রসিকগণের প্রকৃতি এইরূপ হইবে যে তাহারা রসসাগরে সর্ব্বদা নিমজ্জিত থাকিয়া রস আস্বাদন করিলেও, তাহাদের রসপানের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই অতৃপ্ত রহিয়া যাইবে। যেন একটি স্বর্ণের ঘটী পূর্ণ করিয়া নির্ম্মল রসের তরল সার সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে অবিরত রস পান করা হইতেছে, অথচ তৃপ্তি হইতেছে না। প্রকৃত রসিকগণ এইরূপ ভাবে রস আস্বাদন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ অবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি সর্ব্বদাই ভগবৎ-প্রেমে বিভোর থাকিতেন, কৃষ্ণের প্রতি গোপীজনোচিত প্রেমে তিনি নিজেকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার সমাধি হইত, তিনি মিলনানন্দ উপভোগ করিতেন, আবার সমাধি ভঙ্গ হইলেই অধিকতর আবেগের সহিত মিলনের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেন। ইহাকেই বলা হইয়াছে—"খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ায়ে, উছলিয়া বহি যায়।" সহজ সাধনায় রসিকপর্য্যায়ভুক্ত লোকগণ প্রেমের জন্য এইরূপ বাউল হইবেন, ইহাই বক্তব্য। সাধারণ লোকেরা এইরূপ হয় না বলিয়াই বলা হইয়াছে যে "কোটিতে গোটিক হয়।" সমগ্র পদটি এই উক্তিরই ব্যাখ্যা মাত্র।

টীকা:—রসিক রসিক ইত্যাদি। সহজিয়ারা একটি নব রসিকের দল গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, লীলাশুক, রামানন্দ, চিন্তামণি, রামী, পদ্মাবতী এবং লছিমা নবরসিকের দলভুক্ত। এমন কি বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের সঙ্গে এক একটি প্রকৃতি জুড়িয়া দিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকেও সহজ সাধনার পথে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ এই কথা শুনিয়া অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠেন, আর সহজিয়াদের নিন্দা করেন। কিন্তু সহজিয়াদের এই প্রকার উক্তির কারণ কি তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে ধরা কষ্টকর নয়। এপর্য্যন্ত যে কয়টি রাগাত্মক পদের ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে বর্ত্তমান সহজধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্যই সহজিয়ারা বৈষ্ণব গোস্বামী ও কবিগণকেই জড়িত করিয়া সহজধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রসিক যাঁহারাই থাকুন না কেন, সহজিয়া-সাধনা-প্রচারের ফলে দেশে যে অনেক তথাকথিত রসিকের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা এই পদেই ধরা পড়ে। তাহারা যে প্রকৃত রসিক নহে, তাহা উল্লেখ করিয়া এখানে রসিকের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

কেবল যে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা ঘটিত সাধনা-সম্বন্ধেই রসিক শব্দ ব্যবহৃত

হইয়াছে, তাহা নহে, পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় সাধনাতেও ইহার শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ লক্ষিত হইয়া থাকে। নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলীতে আছে

প্রেম নিত্যসাধ্য বস্তু সাধনের সার।
ইহা বিনে বস্তুতত্ত্ব নাহি কিছু আর॥
পরমাত্মা-সাধন যদি নিজ দেহে হয়।
তবে বস্তুজ্ঞাতা ইহা কিবা কয়॥
হৃদয় মাঝারে তারে জানিবারে পারে।
তবে শুদ্ধসত্ত্ব হয়, মানুষ বলি তারে॥

এবং—

তবেই সহজলোক রসের ভাণ্ডার।
রসতত্ত্বজ্ঞাতা হৈলে রসিক নাম তার॥

এই যে রসতত্ত্ব, ইহা পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় রসজ্ঞাত। সহজতত্ত্ব-গ্রন্থে একমাত্র চৈতন্যদেবকে এই রসের যাজনকারী বলা হইয়াছে—

সহজভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের উপাসনা।
তাহার আশ্রয় চৈতন্যগোসাই-যাজনা॥
গৌড়ে আসি অবতীর্ণ কৈল।
সহজভক্তি যাজন করিব, বড় ক্ষোভ ছিল
গৌরাঙ্গের মনে।
সত্ত্ব রজ তম ছাড়া নহে কদাচনে॥
সহজভক্তি যাজন করিল একজন।

অন্যত্র—

তাহা আস্বাদিতে এক বই নহে দ্বিতীয় জন।

এই জন্যই বলা হইয়াছে যে ভাবরাজ্যের এইরূপ রসিক এককোটি লোকের মধ্যে একজন মাত্র হয়। ইহা সহজিয়াদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কারণ এই জাতীয় উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।

৭৮২ নং পদ।

বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহত নয়।
তরতম করি বিচার করিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥

৭৯০ নং পদ।

পরতত্ত্ব কোটি মধ্যে কচিৎ জানে কেহ।

বিবর্ত্তবিলাস।

এই পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সাধনাতেই রসিক শব্দের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ, অন্যত্র ইহার অনুকরণ মাত্র।

১৩

রসের কারণে রসিকা রসিক
কায়াদি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত
যাহাতে প্রেম-বিলাস॥
স্থূলত পুরুষে কাম সূক্ষ্ম গতি
স্থূলত প্রকৃতি রতি।
দুঁহুক ঘটনে সে রস হোয়ত
এবে তাহে নাহি গতি॥
দুঁহুক জোটন বিন হি কথন
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যো কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি-সুখ কালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পায়ে।

দুঁহুক নয়নে নিকষয়ে বাণ
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ নাহিক কখন
তবে কৈছে নিকষয় ?
কাম দাবানল রতি সে শীতল
সলিল প্রণয়-পাত্র।
কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয়
পচনে পীরিতি মাত্র॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া
যবে ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে বিলাসে উপজে
তাহারে রস যে কয়॥
বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ২৬শ পল্লবেও উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে উভয় গ্রন্থের মিলিত পাঠ দেওয়া হইল। পদকল্পতরুতে পদটি বিদ্যাপতির ভণিতায় দৃষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা

এই পদেও রস-বিবৃতি চলিয়াছে। প্রথম পংক্তির অর্থ এই—সহজিয়া সাধনায় একমাত্র রস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যেই রসিক-রসিকার মিলন বিহিত হইয়াছে, অন্য কোন কারণে (পরে বলা হইতেছে) নহে। রস আস্বাদনের জন্য রসিক-রসিকার মিলনের প্রয়োজন কি? তাহারই উত্তরে বলা হইল (২য় পংক্তিতে) যে কায়াদি ঘটনে রস উৎপন্ন হয়। রস মনের অনুভূতিজাত, কিন্তু ইহা জন্মাইতে হইলে সাধারণতঃ বাহ্য উত্তেজনার প্রয়োজন হয়,

নতুবা হৃদয়ের স্থায়ী ভাবগুলি জাগরিত হয় না, ইহাই আলঙ্কারিকগণের মত (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (দক্ষিণ, ১।২) আছে—

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ॥
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।

অর্থাৎ, কৃষ্ণরতি বিভাব অনুভাব প্রভৃতি দ্বারা শ্রবণাদি কর্ত্তৃক আস্বাদনীয়ত্ব-রূপে ভক্তজনের হৃদয়ে আনীত হইলে তাহাকে ভক্তিরস বলে। এখানে কৃষ্ণরতির শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, এবং বিভাব অনুভাবাদির প্রভাব স্বীকৃত হওয়াতে তাহার রূপত্বও স্বীকৃত হইল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে রস আস্বাদন করিতে হইলে রূপত্ব গড়িয়া লইতে হয়, নতুবা উত্তেজনা সহজে হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছে না, অর্থাৎ রূপত্ব স্বীকৃত না হইলে রস আস্বাদনীয়ত্ব-রূপে অনুভব করা যায় না। এই জন্যই বলা হইল "কায়াদি ঘটনে রস।"

পং ৩-৪। কিন্তু রসিক যদি আত্মতৃপ্তির জন্য (নির্ম্মল রস আস্বাদন করিবার জন্য নহে) রসিকার সহিত মিলিত হয়, তবে তাহার ফল হয় কেবল মাত্র প্রেমের বিলাস; প্রকৃত রস আস্বাদন নহে। এখানে বলা হইল যে স্ত্রীপুরুষ আত্মতৃপ্তির জন্য মিলিত হইবে না, তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে পরম রস আস্বাদন, মিলনটা উদ্দেশ্য সাধনের সোপান মাত্র। একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

রাগ-সাধনের এমনি রীত।
সে পথীজনার তেমতি চিত॥

পদ নং ৭৮৬।

অন্যত্র—

আরোপ, রূপ-সাধন আর রস-আস্বাদন।

সহজতত্ত্বগ্রন্থ।

স্বয়ং ভগবান্‌ও রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মানুষাশ্রয় হইয়াছিলেন—

নিজ কার্য্য প্রেম-আস্বাদন, এই মনে।
সেই কার্য্য লাগি মানুষ-আশ্রয় হৈল ভগবানে॥

ঐ

অতএব নায়ক-নায়িকার মিলনে আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্য থাকিবে না, ইহাই বলা হইল।

পং ৫-৮। "কায়াদি ঘটনে রস," ইহা দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে বলা হইয়াছে। পাছে কেহ ইহার কদর্থ গ্রহণ করে, এই জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে বলা হইল যে এই "কায়া ঘটন" রসভোগের জন্য, নতুবা তাহাতে বিলাসের উৎপত্তি হয় মাত্র। এই কথা বলিবার কারণ কি, তাহাই এখন বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ সামান্য পুরুষ অন্তর্নিহিত গুপ্ত কামের প্রতিমূর্ত্তি, আর সামান্যা প্রকৃতি দেহজ রতির প্রতিকৃতি. এই উভয়ের মিলনে যাহা কিছু বিলাস-রসের উদয় হয়, এবে অর্থাৎ এই সহজ সাধনায় তাহাতে গতি নাই, বা গমন নিষেধ, অর্থাৎ এই জাতীয় রস আস্বাদনের জন্য সহজ-সাধনা অনুষ্ঠিত হয় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক লইয়া যে মিলন তাহাতে সহজ সাধনার বিধি নাই। এখানে এই একটি নূতন কথা পাওয়া যাইতেছে। ইহার অর্থ কি, এখন তাহাই বলা হইতেছে।

পং ৯-১০। পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয়েরই বিশিষ্টতা জ্ঞাপক বিভিন্নতা আছে। তাহা বজায় রাখিয়া মিলিত হওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রথায় কি তাহারা মিলিত হইতে পারে না? সহজ-সাধনার নিয়ম এই যে পুরুষ প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইবে। এই কথাই এখানে বলা হইয়াছে। সহজ-সাধনার রীতি এই—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।

রসসারগ্রন্থ।

স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগ রতি।

অমৃতরত্নাবলী।

তত্ত্বজ্ঞান যার হৈল, তাহার সাধন—
প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সেবন॥

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই জাতীয় বিবিধ উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেও করা হইয়াছে (৯নং পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আমি পুরুষ, আর তুমি স্ত্রীলোক এইরূপ ধারণা যতক্ষণ মনে আছে,

ততক্ষণ কামের বশীভূত হইতেই হইবে। ইহা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে প্রেমের সাধনা হয় না।

রমণ ও রমণী তারা দুইজন
কাঁচা পাকা দুটি থাকে।
এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তাকে॥ পদ নং ৮০৪।

অন্যত্র—

দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।
পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ পদ নং ৩৮৪।

৪নং পদের ব্যাখ্যায় ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই জাতীয় সাধনা বড়ই কঠিন, এজন্যই বলা হইয়াছে যে সহজ-সাধনায় কৃতকার্য্য "কোটিতে গুটিক হয়।"

পং ১১-১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পঙ্ক্তিতে বলা হইল যে পুরুষ প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইবে, নতুবা রসের সাধনা হইতে পারে না। এখন স্ত্রীপুরুষের মিলন সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কি বিশ্বাস, তাহাই বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ প্রকৃতিপুরুষে যাহা কিছু হয়, তাহাই রতি, প্রেম ইত্যাদি আখ্যায় প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল, প্রকৃত প্রেমের লীলা ইহাতে হয় না। কেন, তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। যাহারা উক্তরূপ ধারণার বশবর্ত্তী তাহারাই বলিয়া থাকে যে স্ত্রীপুরুষের মিলনে পুরুষ অধিক আত্মহারা হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক ততটা হয় না, এবং ইহাতে সর্ব্বদাই রস-অনুভবের তারতম্য হইয়া থাকে। এইরূপ বৈষম্য যেখানে লক্ষিত হয়, সহজমতে তাহাতে প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। কারণ—

উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে।
সাধারণী হৈলে ইথে যায় রসাতলে॥ প্রেমবিলাস।

দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে ॥
দোঁহার মন ঐক্যভাবে ডুবি এক হয়।
তবে সে সহজসিদ্ধ জানিহ নিশ্চয় ॥

প্রেমানন্দলহরী।

পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি
সে রতি সাধিতে হয়।

পদ নং ৮১১।

অতএব এইরূপ বৈষম্য যেখানে আছে, সেখানে কামের বিলাস হয় ইহা বুঝিতে হইবে। সহজিয়া সাধনায় তাহার স্থান নাই, ইহাই বলা হইল।

পং ১৭-২১। সামান্য পুরুষ ও স্ত্রীর কাম-বিলাস সম্বন্ধেই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে (যেমন কবি বা দার্শনিকগণ বর্ণনা করেন) যে তাহাদের উভয়েরই নয়ন হইতে বাণ নির্গত হয়। এই বাণ কামের, প্রেমের নহে। কামনার তীব্রতাই বাণ স্বরূপ, রতি অর্থাৎ নির্ম্মল অনুরাগে কামের তীব্রতা নাই, কাজেই কাম-বাণের ন্যায় রতির বাণ কল্পিত হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।৩।১৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতাই রতির লক্ষণ। অতএব এই স্নিগ্ধতা হইতে কাম-বাণের উদ্ভব হয় না। যদি রতির বাণই নাই, তবে তাহা নির্গত হয় কি করিয়া? সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা কাম বিষয়ক, কিন্তু রতি বিষয়ক নহে। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার জন্যই কাম দাবানল-স্বরূপ, আর স্নিগ্ধতার জন্য রতি শীতলতা-সম্পন্ন। অতএব সাধারণ পুরুষ প্রকৃতির মিলন সম্বন্ধে রতিপ্রেম প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া যাহা বলা হয়, তাহা কাম-বিলাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সহজিয়া সাধনায় তাহার স্থান নাই।

পং ২২-২৮। রতি ও কামের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া, এখন প্রকৃত রসের বর্ণনা করা হইতেছে। জলে কাঠ খড় পচিতে দিলে, তাহা পচিয়া পচিয়া তাহা হইতে যেমন এক প্রকার রস নির্গত হইয়া ঐ কাঠ খড় দ্রব করিয়া ফেলে, সেইরূপ প্রণয়-পাত্রের জন্য কুল ইত্যাদি বিসর্জ্জন করিলে, সেই ত্যাগের উপর যে আসক্তি জন্মে তাহাই রস নামে খ্যাত। এই উপমায় প্রণয় পাত্রকে সলিলের সহিত, কুলকে কাঠ খড়ের সহিত, এবং দ্রব্যজাত রসকে প্রেমরসের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রেম যেন কুলরূপ কাঠখড় জাতীয়

বস্তুর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ, এই জন্যই তাহাকে আধেয় বলা হইয়াছে। পচিতে পচিতে যখন কাঠরূপ কুল দ্রব হয়, তখন তাহা হইতে লোভরূপ আসক্তি জন্মে। তাহার বিলাসে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই রস।

কুল অর্থ, বংশ, মর্য্যাদা ইত্যাদি। ইহা সীমা বা বন্ধনী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন অকুল সাগর, নদীর কুল, ইত্যাদি। সমাজে সতী স্ত্রীকে কুলনারী বলে, কারণ তাহা দ্বারা বংশের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় না, অথবা সে কুলাচরিত প্রথার গণ্ডী অতিক্রম করে না। তন্ত্রে কুলনায়িকা শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে ইহা বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আলোচ্য পদটিতে কুল শব্দও বিশিষ্টার্থজ্ঞাপক, পুরুষের কুল অর্থে পুরুষের পুরুষত্ব, যতদিন তাহার ঐ কঠোরতা বজায় থাকে, ততদিন সে প্রেমের রাজ্যে পৌঁছিতে পারে না, কামের বিলাস করিতে পারে মাত্র। প্রণয়পাত্ররূপ সলিলে যখন তাহা দ্রব হয়, তখন প্রেম জন্মিতে থাকে। এইরূপে পচিতে পচিতে লোভরূপ আঠাল আসক্তি জন্মে; তখন তাহার বিলাসে সে বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহাই রস। সহজধর্ম্মে রসের সংজ্ঞা এইরূপ। সহজ যে সহজ নয়, তাহার তাৎপর্য্যও এই।

লোভ :—রসসারগ্রন্থে আছে—

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈলে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
সিদ্ধে গতি হৈতে রুচি জন্ময়ে যখন।
আসক্তি-আশ্রয় রুচি জানিহ কারণ॥
আসক্তি প্রগাঢ় হৈলে ভাব সিদ্ধ হয়।
উত্তম সাধক সেই প্রেমের আলয়॥

রসের ক্রমিক অভিব্যক্তির পর্য্যায় এখানে বিবৃত হইয়াছে।

পং ২৯-৩২। এই পদটি পদকল্পতরুতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে শেষ চারি পঙ্‌ক্তিতে বিদ্যাপতি ঠাকুরের ভণিতা পাওয়া যায়, যথা—

ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ-সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥

আর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি) ইহা এইরূপে আছে—

বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ-সঙ্গে ॥
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥

সহজিয়ারা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে নবরসিকের দলে টানিয়া আনিয়াছেন। কয়েকটি সহজিয়া পদেও বিদ্যাপতির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য পদটি তন্মধ্যে অন্যতম। রসসার নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে, তাহাতে বিদ্যাপতির ভণিতায় নিম্নলিখিত পদ দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

সহজ না জানে যে জন আচরে
সামান্য মানিহ তায়।
সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায় ?
সহজ ভজন সহজাচরণ
এ বড় বিষম দায়।
সকাম লাগিয়া লোভেতে পড়িয়া
মিছা সুখ ভুঞ্জে তায় ॥
বামন হইয়া যেন শশধর
ধরিবারে করে আশ।
কিন্নরের গান শুনিয়া যেমন
ভেকে করে অভিলাস ॥
সুধাকর দেখি খদ্যোৎ যেমন
সমতেজ হৈতে চায়।
শত শত কোটি করিয়ে উদয়
তবু সম নাহি হয় ॥

শিব নৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে
দেবের সমাজে হাস।
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্লভ
কপিতে করয়ে আশ॥
তেমতি নৃত্য সহজ শুনিয়া
সামান্য দেহেতে যজে।
না জানে মরম করে আচরণ
কেবল রৌরবে মজে॥
লছিমা সহিতে দেহ বাড়াইনু
হেরিয়ে ও-রূপ তার।
সেই অনুভবে ব্রজভাব লইয়া
গোপী অনুগত সার॥
নিজ দেহ যেবা ঘটায় সহজ
আচরিতে করে আশ।
ভণে বিদ্যাপতি কোটি জন্ম তার
রৌরবেতে হবে বাস॥

(২)

একদিন রজকিনী সনে
চণ্ডীদাসে বসি কয়।
শ্যামের পীরিতি শুনলো প্রেয়সী
যেমন অমিয়াময়॥
আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।
তোমা আমা যেন রতি শূন্য হেন
এমতি হইলে পারে॥

এক বহি আর পুরুষ নাহিক
সেই সে মানুষ-সার।
তাহার আশ্রয় প্রকৃতি না হলে
কোথা না পাইবে পার॥
তোমা আমা যেন করিনু পীরিতি
রতি বাড়াইয়া অতি।
এমতি হইলে তবে সে পাইবে
ভণে কবি বিদ্যাপতি॥

প্রথম পদটিতে বিদ্যাপতি নিজেই বলিতেছেন যে তিনি লছিমার সহিত সহজসাধনা করিতেন, আর দ্বিতীয় পদে চণ্ডীদাস যে রামীর সহিত সহজসাধনা করিতেন তাহার সন্ধান তিনি দিয়াছেন। অর্থাৎ নবরসিকের দলের অন্তর্ভূত বলিয়া যেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই উভয়ের গুহ্য সাধন-তত্ত্ব অবগত ছিলেন। আবার এই দুইটি পদ পাওয়া যাইতেছে নরোত্তম ঠাকুরের ভণিতাযুক্ত রসসার নামক গ্রন্থে। নরোত্তম বৃন্দাবনে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে কবি গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাষা অনুকরণ করিয়া অনেক বৈষ্ণব-পদ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই বিদ্যাপতির ভাবার সহিত যে তিনি সুপরিচিত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় উদ্ধৃত পদ দুইটি মিথিলার কবি বিদ্যাপতির নামে চালাইবার প্রয়াস তাঁহার হইতেই পারে না। বোধ হয় বিদ্যাপতি নামে কোন বাঙ্গালী কবি এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, অথবা বিদ্যাপতির নামে এই সকল পদ পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়া থাকিবে।

আলোচ্য পদাংশে বলা হইয়াছে যে চণ্ডীদাস ও রূপনারায়ণ প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এই চণ্ডীদাস যে বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় (১২৬-১৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) করিয়াছেন। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ২৬শ পল্লবে কতকগুলি সহজিয়া পদের সহিত উক্ত প্রকার মিলন-ঘটিত কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পদকল্পতরু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত (সংগৃহীত) হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে ঐ সময়ের পুর্ব্বেই প্রেমমূলক বর্ত্তমান সহজিয়া

5

ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এবং তাহার প্রভাব বৈষ্ণবগণও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

১৪

প্রেমের আকৃতি— দেখিয়া মুরতি
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিষম দায়॥
আপন মাধুরী দেখিতে না পাই
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি করয়ে ভাবনি,
"কি হৈল, কি হৈল," বলে॥
মানুষ অভাবে মন মরিচিয়া
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া করে ছট্‌ফট্
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই॥
বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি পরে ছট্‌ফটি
চণ্ডীদাস ইহা ভণে॥

ব্যাখ্যা

সহজিয়া মতে রস কাহাকে বলে, তাহা পুর্ব্ববর্ত্তী পদে বর্ণনা করা হইয়াছে; এখন প্রকৃত রসিকের লক্ষণ কি, তাহাই বলা হইতেছে। যাহারা বাহিরের কোন সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেমে পতিত হয়, তাহারা রসিক নহে। প্রকৃত রসিক ব্যক্তিগণের প্রাণ স্বতঃই রসপ্রেমে ভরপুর হইবে, এবং তাহার আবেগে তাহারা ছট্‌ফট্‌ করিয়া কস্তুরী মৃগের ন্যায় উন্মত্ত হইবে। রূপ দেখিয়া যে প্রেম জন্মে, সেই প্রেম রসের নহে, ভোগের, তাহাতে রসিক হওয়া যায় না। নিজের মন প্রথমতঃ প্রেমে ভরপুর করিয়া নিজেকে প্রেম-পাগলা করিতে হইবে; যে ইহা করিতে পারে সেই প্রকৃত রসিকপদবাচ্য। ইহাই সহজিয়া মত।

পং ১-৪। বাহিরের কোন সৌন্দর্য্যপুর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া যদি কাহারও মন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, এবং তাহাতে প্রেম মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তবে সে জন যে কিরূপ রসিক তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নিজের প্রাণে রস না থাকিলে, বাহিরের রসে রসিক হওয়া যায় না, ইহাই সহজিয়া মত। তবে রসিক কাহাকে বলে? ইহারই উত্তরে প্রকৃত রসিকের লক্ষণ কি, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

পং ৫-৮। কস্তুরী মৃগের অভ্যন্তরে স্বভাবতঃই কস্তুরী জন্মিয়া থাকে। মৃগ ইহার গন্ধ অনুভব করে, অথচ তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। তখন সে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে উন্মত্তের মত চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে। প্রকৃত রসিক ব্যক্তির স্বভাবও কস্তুরী মৃগের ন্যায়। রস তাহার প্রাণে স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে, আর তাহার প্রভাবে, নিজের মন যে মাধুর্য্যপুর্ণ হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সে সর্ব্বদাই অন্তরে জ্বালা অনুভব করে। তখন সে পাগলের ন্যায় হয়, এবং "কি হৈল, কি হৈল" বলিয়া ভাবনা করিতে করিতে আপনা আপনি অস্থির হইয়া উঠে। নিজের অন্তর্নিহিত রসের প্রভাবে রসিকের মনে এই প্রকার অস্থিরতা উপস্থিত হয়। চঞ্চল ভাব দেখিলেই যেমন বুঝা যায় যে মৃগের অভ্যন্তরে কস্তুরী জন্মিয়াছে, সেইরূপ রসসঞ্চারের দরুন উন্মত্ততা দেখিলেই বুঝা যায় যে লোকটি রসিক হইয়াছে।

পং ৯-১২। যখন রসিকের এইরূপ অবস্থা হয়, তখন সে রস আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু লোক অভাবে ত রস আস্বাদন করা

যায় না, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "কায়াদি-ঘটনে রস" আস্বাদনযোগ্য হয়। লোকে রসিক হইতে পারে, কিন্তু রস আস্বাদনীয় করিতে হইলে, রূপত্বের সৃষ্টি করিয়া লইতে হয় (পূর্ব্বালোচনা দ্রষ্টব্য)।

চরিতামৃতে আছে—

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥

আদির চতুর্থে।

এখানে কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে যে তাঁহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহাকে রাধার স্বরূপ হইতে হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে এই উদ্দেশ্যেই রাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব অরূপের রূপত্ব কল্পনা রসভোগের জন্য, আর সেই রসভোগ কিরূপ, তাহা চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ অবস্থা বর্ণনায় চরিতামৃতে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন
কারে পুছোঁ কে কহে উপায়।
হা হা সখী, কি করি উপায় ?
কাহা করোঁ কাহা যাঙ কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥

মধ্যের সপ্তদশে।

কাহা করোঁ, কাহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন ॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক ॥

মধ্যের দ্বিতীয়ে।

অথবা—

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ মধ্যের দ্বিতীয়ে।

ইহাকেই বলে "আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি, কি হৈল কি হৈল বলে," এবং এই ভাবেই "সদাই অন্তর জ্বলে।" "মানুষ অভাবে যে মন তরাসে আছাড় খায়, এবং আছাড় খাইয়া ছট্‌ফট্‌ করে," তাহার দৃষ্টান্ত চৈতন্যদেবের জীবনে আমরা দেখিতে পাই। ভগবৎপ্রেম আগে তাঁহার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল, তারপরে তিনি কৃষ্ণের খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন। প্রকৃত রসিক বলিতে কোটিতে গুটিকের মধ্যে তিনিই পড়েন, অন্য সকলে ধর্ম্মাত্মা বা গোস্বামী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন প্রেমপাগলা চৈতন্যদেবের মত জগতে খুব কম লোকই হইয়াছেন। বোধ হয় সহজিয়ারা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া প্রকৃত রসিকের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। কোন বৈষ্ণবের ইহাতে আপত্তি করিবার কোনই কারণ নাই। আলোচ্য পদটিতে এমন কথা কোথাও বলা হয় নাই যে, যে রস সম্বন্ধে ইহাতে আলোচনা হইয়াছে, তাহা ভগবৎসম্বন্ধীয় নহে। সহজিয়ারা যে কেবল মাত্র প্রাকৃত প্রকৃতি-পুরুষেরই উপাসনা করে, এই ভ্রান্ত ধারণা অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ইহা যে অমূলক, তাহা যে কয়টি রাগাত্মিক পদ লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। উন্নততর রসের ধারণা যে তাহাদের ছিল না, এমন কথা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না। অমৃতরসাবলী নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে। তাহাতে রস-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—

বাহ্যের আন্ধার মনের আন্ধার
দুই কৈল নাশ।
নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ ॥
রসপ্রেম জন্মাইয়া মূর্ত্তিমান কৈল।
সেই কালে শ্রীরূপ আসি দরশন দিল ॥

কি ক্ষণে দেখিলাঙ তারে আকুল করিল মোরে
ধড়ে প্রাণ নাই সেই হৈতে।
আকাশে তাঁহার গুণ মুখে বাক্য নাহি কন
ভয় নাই মায়ারে বধিতে ॥
রসগুণে রস বশ অতি বড় কর্কশ
জীবন থাকিতে হৈল মরা।
অন্তরে প্রেমাঙ্কুর বাহে অতি কঠোর
যার হয় সেই জন সারা ॥

উন্নততর রসের ধারণা এই পদেও পাওয়া যায়। এই ধরনের উক্তি অনেক সহজিয়া গ্রন্থেই আছে। সহজধর্ম্মের এই উজ্জ্বল দিক্‌টার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনেক নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

আলোচ্য পদাংশের অর্থ এই—সাধকের মনে রস জন্মিয়াছে, এখন সেই রস আস্বাদন করিবার জন্য মানুষের (রূপের, নতুবা রস আস্বাদন করা যায় না) অভাবে তাহার মন আছাড় খাইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে জীয়ন্তে মরিয়া যাইতেছে (যেমন ভাবোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যদেবের হইয়াছিল)। এখানে একটি প্রচ্ছন্ন উপমার সাহায্যে এই ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। তৃষ্ণাকুল মৃগ মরুভূমিতে জলের আশায় প্রবেশ করিয়াছে। মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে জল না পাইয়া, চমকিত ও ভীত হইয়া, আছাড় খাইতে খাইতে ছট্‌ফট্ করিয়া সে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। প্রকৃত রসিকের অবস্থাও ঐ মৃগের ন্যায় হইয়া থাকে। জীয়ন্তে মরা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ৬৮-৭০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

পং ১৩-২০। এইরূপ মরণ যে কি, তাহা যে জানে সেই অমরত্ব লাভ করিয়া চিরঞ্জীবী হয়, এবং এইরূপ মরণই শ্লাঘ্য।

যদি রসিকরসিকা উভয়েরই এইরূপ প্রেম-সমাধি হয়, তবে উভয়েই অমরত্ব লাভ করিতে পারে। সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারে না।

চণ্ডীদাস বলেন যে যখন প্রেম এইরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তখন সাধক উক্তরূপ ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। ইহাই প্রকৃত রসিকের লক্ষণ।

১৩

শুন শুন দিদি প্রেম-সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা দল !

কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে ॥

আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে ॥

সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয় ॥

ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগৎ তরায়
তাহাকে তরাবে কে !

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা ॥

৭৮২ সং প।

ব্যাখ্যা

পং ১-৪। এই পদটির সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আক্ষেপানুরাগ বিভাগে সন্নিবিষ্ট অনেক পদের ভাবগত মিল আছে। তন্মধ্যে ৩৮৭ সংখ্যক পদ আলোচ্য এই অংশটির সহিত অনেকাংশে তুলনীয় হইতে পারে।

প্রেম-সুধানিধি=প্রেমরূপ সমুদ্র; চণ্ডীদাস বহু স্থানে প্রেমকে বড় জলাধারের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যথা—

পীরিতি-রসের সাগর দেখিয়া

ইত্যাদি, ৩৮৭ সং পদ।

পীরিতি-সায়রে সিনান করিব

ইত্যাদি, ৩৯০ সং পদ।

পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া

ইত্যাদি, ৩৭৯ সং পদ।

উপরে শেহালা দল। উক্ত ৩৮৭ সং পদে আছে—

গুরুজন-জ্বালা জলের সেহলা, ইত্যাদি।

"দল" প্রয়োগে অন্যান্য আবর্জ্জনাও বুঝাইতেছে, যথা—

কুল-পানীফল- কাঁটাতে সকল
সলিল ঢাকিয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়

ইত্যাদি, ঐ।

অতএব শেহালাদল অর্থে রূপকভাবে গুরুজন-জ্বালা, কুলকণ্টক, কলঙ্কপানা ইত্যাদি বুঝাইতেছে। এই সকল বাহ্য আবর্জ্জনা "ছানিয়া" অর্থাৎ অপসারিত করিয়া প্রেমজল পান করিতে হয়। সমুদ্রে সাধারণতঃ শেওলা জন্মে না, এজন্য উক্ত ৩৮৭ সং পদে শেওলার উপমার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য "প্রেমসাগরকে" "প্রেম-সরোবর"ও বলা হইয়াছে।

মর্ম্মার্থ :—প্রেমসমুদ্রের জল কেমন, এবং তাহা কত গভীর, তাহা আমি জানি না, কিন্তু ঐ জলের উপরে গুরুজন-জ্বালা, কুলকণ্টক প্রভৃতি শৈবালরূপে অবস্থান করে, তাহা জানি। এই সকল আবর্জ্জনা অপসারিত না করিতে পারিলে প্রেমজল পান করা যায় না—ইহাই মর্ম্মার্থ। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কুল অর্থে সীমাবদ্ধতা, রূপধর্ম্মত্ব ; ইহার বিনাশেই অরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্ম্মের পথে প্রগতির অন্তরায় বলিয়া ইহা পরিত্যাজ্য।

পং ৫-৮। মর্ম্মার্থ :—কিরূপ দক্ষ হইলে এই সাগরে ডুব দেওয়া যায়, এবং লোকেরা কি জন্য এই সাগরে ডুব দেয়, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে আমি নিজে ডুবিয়াও কোন রত্ন চিনিতে পারিলাম না, পিছনে পড়িয়া রহিলাম। ভবে অর্থাৎ পার্থিবতার গণ্ডির মধ্যে, এইজন্যই অপার্থিব প্রেমরত্নের সন্ধান করিতে পারি নাই।

না জানি কি লাগি ডুবে ?

ডুবিবার কারণ এই—

সিন্ধুর ভিতরে অমিয়া থাকয়ে

৩৪০ সং পদ।

অর্থাৎ অমৃত আস্বাদন করিবার জন্য। কেবল প্রেমিকেরাই নহে, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকলেই এই অমৃতের প্রয়াসী। অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করা যায়। কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তত্ত্বের সাগর মন্থন করিয়া জ্ঞানামৃত ও অমরত্ব আহরণ করেন, প্রকৃত রসিকেরা আনন্দচিন্ময়রসে মগ্ন হন, আর নিম্নস্তরের যাঁহারা পঞ্চভূতাত্মক দেহের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও জননোৎপাদন-ক্রিয়া দ্বারা বংশপরম্পরায় অমরত্ব-লাভের প্রয়াসী। বিভিন্ন প্রথায় সকলেই সেই অমরত্বের সাধনা করিতেছে।

পং ৯-১২। প্রেমসমুদ্রে যে কি রত্ন আছে, এবং তাহার স্বরূপ কি, সেই সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা নাই, তথাপি আমার মনে হয় যে ঐ জিনিষটার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। আমার এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রেমনিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি যুগল রাধাকৃষ্ণ আমার এই সঙ্কোচের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

"নন্দের নন্দন" বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যভাবাত্মক বৃন্দাবন-লীলার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, যেহেতু সহজিয়ারা একমাত্র মাধুর্য্যেরই উপাসক।

পং ১৩-১৬। মর্ম্মার্থ :—কেবল যে প্রেমবিজ্ঞ কিশোরা কিশোরী আমার অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছেন, তাহা নহে, ভাবরূপা সখীগণও আনন্দে করধ্বনি করিয়া সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ যুগল মূর্ত্তিতে একীভূত হইয়া মিশিয়া গেলেন, যেন আমাকে শিক্ষা দিলেন যে রূপের সহিত স্বরূপের ঐরূপ মিলনেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়।

এখানে "স্বরূপ" ও "রূপ" এই দুইটি বিশিষ্টার্থজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "স্বরূপ" সম্বন্ধে ইতিপুর্ব্বে (পুর্ব্ববর্ত্তী অনুবন্ধের ২০-২৩; ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায়) কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আলোচ্য পদাংশের মর্ম্মার্থে প্রবেশ করিতে হইবে। স্বরূপ=স্ব-রূপ, বা আত্মরূপ; এই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার কথা এখানে বলা হইয়াছে। তত্ত্ব ব্যাখ্যায় শাস্ত্রাদিতে বলা হইয়া থাকে—"ঘটপটাদিবৎ"। মৃত্তিকা দ্বারা যে সকল ঘটপটাদি প্রস্তুত হয়, তাহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট, কিন্তু ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? বিভিন্ন সংজ্ঞায় ইহারা অভিহিত হইলেও, একমাত্র মৃত্তিকাই ইহাদের কারণভূত। এইরূপ বিচারে উক্ত বস্তু সকলের মূলতত্ত্বে উপস্থিত হওয়া যায়। সেইরূপ আত্মতত্ত্ব বিচারেও দেখা যায় যে আমি, তুমি, ঘট, পটাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র, সর্ব্ববিশ্বব্যাপী এক অনন্ত আত্মা হইতেই সকলের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই আত্মতত্ত্বের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। রসরত্নসারে আছে—

> বস্তু আর আত্মা শুধু ইন্দ্রিয় বিবাদ॥
> যাবৎ না আত্মজ্ঞান জনময় মনে।
> বস্তু লয়ে ক্রীড়া করে ইন্দ্রিয়ের গণে॥
> ফলে বস্তু আর আত্মা ভেদহীন সব।
> আত্মজ্ঞানে বস্তুপাধি হয় অসম্ভব॥
> ভেদবুদ্ধি চিত্তে তবে তিলেক না রয়।
> আত্মরূপ বলি বিশ্বে উপলব্ধি হয়॥

ইহাই হইল আত্মজ্ঞান বা স্বরূপতত্ত্ব, এবং উক্তরূপ জ্ঞান জন্মিলেই প্রকৃত রূপতত্ত্বে প্রবেশ করা যায়। এই জন্মই আলোচ্য পদাংশে বলা হইয়াছে—

> স্বরূপ জানিয়ে   রূপে মিশাইয়ে
> ভাবিয়া দেখিলে হয়।

অন্যত্র আছে—

স্বরূপ-তরণী বাহিতে বাহিতে
রূপ-কর্ণধার মিলে।
তরণী সেবিয়া শ্রীরূপ ভাবিয়া
বাহিয়া চলিলা হেলে ॥ সহজিয়া সাহিত্য, ৬৩ পৃঃ।

অতএব সহজিয়া সাধনায় স্বরূপ ও রূপের মিশ্রণ না করিতে পারিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না—

স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া
মিশাল করিয়া থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে শ্রীমতী পাবে ॥ ঐ, ৩৮ পৃঃ।

কি প্রণালীতে ইহা করা যায়?

রূপের আবেশ রূপে অনুগত
রূপেতে সকল রয়।
ইহা বুঝি যেবা একান্ত করিলে
স্বরূপে মিশাল হয় ॥ ঐ, ৪০ পৃঃ।

অর্থাৎ সর্ব্বদা রূপের আবেশ হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে হইবে, অর্থাৎ সকল বস্তুতেই অনন্ত রূপের সত্তা অনুভব করিতে হইবে। কিন্তু শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝিলে চলিবে না। সহজিয়ারা প্রেমমার্গের উপাসক, তাই শাস্ত্রাদির জ্ঞানগর্ভ বিচার-মূলক যুক্তিতর্কের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা একমাত্র প্রেমের পন্থাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রেম অবলম্বনে আত্মতত্ত্ব হইতে রূপতত্ত্বে উপস্থিত হইতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম।

রসের মানুষ প্রেম সরোবরে
রাগের মানুষে পাবে।
প্রেম সরোবরে জনম লইয়া
রূপে মিশে তনু রবে ॥ ঐ

রসিক মানুষ প্রেম সরোবরে অবগাহন করিয়া রাগের মানুষ হইতে পারিলে রূপতন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে। আলোচ্য পদাংশেও প্রেমের পন্থাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া "নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী" এবং "সখীগণের" উল্লেখ রূপকভাবে করা হইয়াছে।

পং ১৭-২০। মর্ম্মার্থ :—যে ব্যক্তি উক্তরূপ মহাভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পায়। সে নিজ শক্তির প্রভাবেই সিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হয়, এবং নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবুদ্ধ করিয়া (চৈতন্যদেবের ন্যায়) অপরকেও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। তাহার উদ্ধারের জন্য অন্য কোন দৈব শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

আপনি তরিয়ে ইত্যাদি। অন্য একটি পদেও আছে—

সে আপনার গুণে তরিল আপনে
তাহারে তরাবে কে ? ৮২১ নং পদ।

পুরাণাদিতেও এইরূপ উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। নারদভক্তিসূত্রে (১৫০) আছে—"স তরতি লোকাংস্তারয়তি", অর্থাৎ সে নিজে তরে, এবং অন্যকে তরায়। বৃহন্নারদীয় পুরাণেও আছে—"পণ্ডিতগণ বলেন যে, যে ব্যক্তি হরি সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে সংসার সাগর হইতে নিস্তার করে, সে জগতকেই নিস্তার করে (৯।১২৮ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

পং ২১-২৪। মর্ম্মার্থ :—চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে এক লক্ষ লোকের মধ্যে একজন মাত্র এইরূপ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, কারণ সাধারণ লোকেরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ রূপধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিতে পারে, একমাত্র তাহারাই সহজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে, অন্যে নহে।

১৬

সহজ[১] জানিবে[২] কে।
নিবিড়[৩] আঁধার হইয়াছে পার
সহজে[৪] পশেছে[৪] সে॥[৫]
চান্দের কাছে অবলা যে আছে
সেই সে রসেরি[৬] সার।
বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে
কে বুঝে[৭] মরম[৭] তার॥
বাহিরে[৮] তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে[৮]।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকহ[৯] একের কাছে[৯]॥
যেন আম্রফল ভিতর[১০] বাহির[১০]
কুসিছাল তার কসা।
তার আস্বাদন জানে সেই জন
পূরয়ে[১১] তাহার আশা॥ [১২]
সহজ জানিতে সাধ লাগে[১৩] চিতে
সহজ বিষম[১৪] বড়।
আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিহ দড়॥[১৫]
আপনা বুঝিলে লাখে এক মিলে
ঘুচিলে মনেরি ধান্ধা।
শ্রীরূপ-কৃপাতে ইহা পাবে হাতে
সহজে মন রহু বান্ধা॥[১৬]

মন্তব্য—

অমৃতরসাবলী নামে সহজিয়া সম্প্রদায়ের এক গ্রন্থ আছে, ইহা বৈষ্ণব সহজিয়াদের চতুর্থ গ্রন্থ বলিয়া সহজিয়া সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে। উদ্ধৃত পদটি উক্ত গ্রন্থের প্রথমভাগে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা স্বরূপ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে অমৃতরসাবলীর কবিই এই পদের

প্রকৃত রচয়িতা। এজন্য এই পদমধ্যে ভনিতায় কবির নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (৭৯৩ নং পদ দ্রষ্টব্য) এই পদটিকে চণ্ডীদাসের ভনিতায় উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬, এবং ২৫২০ নম্বরের পুথিতেও এই পদটি পাওয়া যাইতেছে। এই সকল পুথিতে পদটির যে পাঠ-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।

১। এই পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে একমাত্র চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আছে—"সহজ সহজ, সহজ কহয়ে।"

২। ৩৪৩৬ নং পুথিতে "বুঝিবে"।

৩। সকল পুথিতেই "তিমির"।

৪-৪। সহজ জেনেছে, পসং।

৫। এই তিন পঙ্‌ক্তি ২৫২০ নং পুথিতে নাই।

৬। পীরিতি, পসং; অন্যত্র, পৃথিবী।

৭-৭। জানে মহিমা, ২৫২০ নং পুথি।

৮-৮। ভিতরে তাহার, তিনটি দুয়ার, বাহিরে যে কাম হয়, ২৫২০ নং পুথি।

৯-৯। একের কাছেতে রয়, ঐ।

১০-১০। অতি সে রসাল, পসং।

১১। করহ, অন্যত্র।

১২। ইহার পরে পরিষদের বহিতে আছে—

অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূত-মুকুলে॥
নবীন মদন আছে এক জন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজবধূগণ
করে তার উপাসনা।

কিন্তু ৩৪৩৬, ২৫২০ সং পুথিতে নাই।

১৩। করে, অন্যত্র।

১৪। সহজ, ঐ

১৫। এই চারি পঙ্‌ক্তি পরিষদের বহিতে নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে—

সহজ কথাটি মনে করি রাখ
শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥

[ইহা ৩১৩৬, ২৫২০ নং পুথিতে নাই।]

১৬। এই চারি পঙ্‌ক্তির স্থানে পরিষদের পুথিতে আছে—

রূপ-করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

এবং ৩৪৩৬ সংখ্যক পুথিতে আছে—

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচায় মনের ধান্ধা।
শ্রীরূপ-কৃপাতে ইহা পারে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা॥

আর ২৫২০ নং পুথিতে আছে—

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচাই মোনের ধান্ধা।

তৎপরে এই চরণটি পূর্ণ হয় নাই।

দ্রষ্টব্য :—একটি ভনিতাহীন পদকে কিরূপে চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণদাসের নামে চালানো হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ব্যাখ্যা

পং ১-৩। মর্ম্মার্থ :—সহজতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না, কারণ, অজ্ঞানতারূপ নিবিড় অন্ধকার অতিক্রম না করিলে সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

টীকা :—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আলোচ্য পদটি অমৃতরসাবলী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা স্বরূপ উক্ত গ্রন্থের প্রথমভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অতএব এই পদের ব্যাখ্যা ঐ গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অমৃতরসাবলীতে যে তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই একটিমাত্র পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্ধকার সম্বন্ধে অমৃতরসাবলীতে আছে—

বাহের আন্ধার মনের আন্ধার
দুই কৈলে নাশ।
নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ॥

অর্থাৎ বাহের অন্ধকার এবং মনের অন্ধকার এই উভয়ই দূরীভূত হইলে সহজ জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। বাহের অন্ধকার ইন্দ্রিয়জাত বিকারাদি, আর মনের অন্ধকার অজ্ঞানতা বা অবিদ্যাজাত মায়ামোহাদি। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী না হইলে, এবং অবিদ্যা ধ্বংস করিতে না পারিলে সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, ইহাই বলা হইল। এই বিষয়টি অমৃতরসাবলীতে আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, যথা—

নির্ব্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে॥
অমৃতরসাবলী।

কারণ,—

নির্ব্বিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়।
প্রেম না জন্মিলে বস্তু স্থায়ী নাহি হয়॥
অমৃতরত্নাবলী।

যেহেতু—

পঞ্চভূত আত্মাসহ পশিতে না পারে।
তমোগুণ হাথি সেই করয়ে সংহারে ॥ দেহনির্ণয়।

অতএব ইহাও বলা হইয়া থাকে যে—

নিষ্কামী হইলে পাবে শ্রীরূপচরণ।
রাগসিদ্ধকারিকা।

এই জাতীয় উক্তি প্রায় সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার ৩।৪০-৪১ সূত্রদ্বয়ে আছে—"ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনটিই কামের অধিষ্ঠানভূমি, ইহারাই দেহাভিমানী মানুষদিগের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। হে ভারত, তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সকল পাপের মূল এবং জ্ঞানবিজ্ঞান-বিনাশকারী কামকে বিনষ্ট কর।" নারদভক্তিসূত্রে (১।৩৫) আছে—"বিষয়-ত্যাগ এবং সঙ্গ (আসক্তি) ত্যাগ হইলে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ করা যায়।" সাংখ্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত, কিন্তু মায়া বা প্রকৃতির সংসর্গেই তাহার বিকার উপস্থিত হয়; মায়ামুক্ত বা বিকার-রহিত হইতে পারিলেই তাহার পরমপুরুষার্থ লাভ ঘটে। অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ বিবৃতি আছে।

পং ৪-৭। চান্দের কাছে অবলা আছে, ইত্যাদি। অমৃতরসাবলীতে "আপনা জানিলে তবে সহজবস্তু জানে" এই কথা বলিয়াই আলোচ্য পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে আত্মতত্ত্ব বা নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই সহজধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। আলোচ্য পদটি তাহার পরে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ঐ পদেও যে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় কথাই বলা হইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। জ্ঞান বা যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু সহজিয়ারা এই সকল পন্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের দিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, অতএব প্রেমমার্গীয় ব্যাখ্যাই এখানে অবলম্বনীয়। অমৃতরসাবলীতে রূপকভাবে যে উপাখ্যানের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে প্রকৃতিকে একটি রমণীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে তিনি থাকেন "গুপ্তচন্দ্রপুরে", আর তাঁহার বাড়ীর বাহিরে "একটি দ্বার", এবং "ভিতরে তিনটি।" ইহারই সূত্ররূপে আলোচ্য পদমধ্যে "চান্দের কাছে অবলা আছে ইত্যাদি" বলা হইয়াছে।

7

এই তত্ত্বই সহজিয়ারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আনন্দভৈরব নামে তাঁহাদের এক গ্রন্থ আছে, সহজিয়া সাহিত্যে ইহাকে সহজধর্ম্মের দ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। শিবশক্তির কথোপকথন-ব্যপদেশে তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

এই কথা কহিতে শক্তি অমৃত হইল।
চন্দ্রগুণে-বিহ্বল হর ললাটে পরিল॥

শক্তি অমৃত হইলেন, আর তাঁহাকে যিনি ধারণ করিলেন তাঁহার বিশেষণ হইল এই যে তিনি "চন্দ্রগুণে-বিহ্বল"। বক্তব্য এই যে অমৃতত্বে পরিণত শক্তিকে ধারণ করিতে হইলে চন্দ্রগুণে বিভূষিত হওয়াই ধারণকারীর প্রধান বিশেষত্ব হইবে।

এখন, চন্দ্রগুণ কি ? চন্দ্রের গুণ=চন্দ্রগুণ, অর্থে শীতলতা, সে জন্য চন্দ্রকে শীতাংশু বলে। সূর্য্যের উত্তাপ, এবং চন্দ্রের শীতলতা ধর্ম্মব্যাখ্যায় কাম ও প্রেমের বিশেষত্বের সঙ্গে উপমিত হইয়া থাকে—

সূর্য্যোদয়ে তপোদ্ভব, তারে বলি কাম।
চন্দ্রের কিরণে জ্যোৎস্না ধরে প্রেম নাম॥

আত্মনিরূপণ-গ্রন্থ।

অন্যত্র—

কাম দাবানল রতি যে শীতল
সলিল প্রণয় পাত্র। ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৭৭৯।

অতএব যাঁহার মধ্যে কামের অভাব এবং প্রেমের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাঁহাকেই চন্দ্রগুণে বিভূষিত বলা হয়। উপনিষদের ভাষায় তাঁহাকেই বলে "বিরজ, নির্ব্বিকার", গীতায় "স্থিতপ্রজ্ঞ" (গীতা ২।৫৫-৬১), পুরাণাদিতে "গুণসমতাপ্রাপ্ত," (বিষ্ণুপুরাণ ১।২।২৫-২৭) এবং সহজিয়া সাহিত্যে "জীয়ন্তে মৃত" ইত্যাদি। যাঁহারা এইরূপ গুণবিশিষ্ট, তাঁহাদের প্রকৃতিই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া "চান্দের কাছে অবলা আছে" ইহার পরিকল্পনা। সহজিয়ারা নানাভাবে ইহা প্রচার করিয়াছেন—

সে কেমন পুরুষ পরশ-রতন
সে বা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে (দেহজ সপ্তধাতুতে) পাষাণ পড়িলে
পরশ-পাষাণ হয় ॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৮০৪।

অথবা

শুষ্ক কাঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয়। ঐ, পদ নং ৮০২।

অন্যত্র—

সমুদ্রের ঢেউ যদি সমুদ্রে মরিবে।
তবে কেন তার দেহ অপ্রাকৃত না হবে ॥

বিবর্ত্তবিলাস।

অর্থাৎ বাহ্য আকর্ষণে যাঁহাদের দেহে বিকার উপস্থিত হয় না, তাঁহারাই অপ্রাকৃত দেহধারী। কামের তাপ তাঁহারা অনুভব করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকেই চন্দ্রগুণ-সম্পন্ন বলা হয়। এই জাতীয় লোকের মধ্যেই (সহজিয়া মতে) প্রকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি হয়, ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে—

প্রেমের স্থিতি চন্দ্রমণ্ডলে।

আত্মনিরূপণগ্রন্থ।

অতএব আলোচ্য পদাংশে বলা হইল যে অমৃতত্বে পরিণত প্রকৃতিই জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ, অতএব একমাত্র সাধ্য বস্তু।

দ্রষ্টব্য :—চন্দ্রে যে অমৃত আছে, এই তত্ত্ব অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রচারিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে পাওয়া যায় যে দেবতাগণ চন্দ্রমণ্ডলে অমৃত পান করিয়া থাকেন (বিষ্ণুপুঃ ২।১২।৪-৭, ইত্যাদি)। সোমরূপ অমৃত দেবতারা চন্দ্রমণ্ডলে ভক্ষণ করেন, ইহাও উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে (ছান্দোাঃ উপঃ, ৫।১০।৪, এবং তাহার টীকা)। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত অমৃত দেবতারা পান করিলেন, আর বিষের ভাগী হইলেন অসুরগণ, ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় এই উপাখ্যানের সার্থকতা আছে। প্রেমের রাজ্যে অসুরভাবাপন্ন লোকেরা বিষ, এবং দেবভাবাপন্ন লোকেরা অমৃত পান করেন।

বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে ইত্যাদি। প্রকৃতিকে অমৃতত্বে পরিণত করিতে হইবে, কিন্তু সাধকের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতি বিষও হইতে পারে, অমৃতও হইতে পারে। এই জন্যই আলোচ্য পদমধ্যে বলা হইয়াছে "বিষে অমৃতে মিলন" ইত্যাদি। আর একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

নারীর সৃজন অতি সে কঠিন
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি নারিলেক বিধি
বিষমৃত একত্রে রয়॥ ৮০৫ নং পদ।

সংসারে এই সত্যের উপলব্ধি অনেকেই করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় এক একটি স্ত্রীলোক সংসারকে সর্ব্বসুখের আকর নন্দনকাননে পরিণত করেন, ইহারাই অমৃতরূপিণী। আর যাহাদের ব্যবহারে অশান্তির অনলে পুড়িয়া সংসার ছারখার হইয়া যায়, তাহারাই বিষ। জগৎ চলিতেছে, কিন্তু বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে ইহা ধ্বংসলীলার অভিনয়ক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, আবার ইহাও সত্য যে এক সঞ্জীবনী শক্তি ইহার অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে কার্য্য করিয়া প্রতি অণুপরমাণুতে প্রাণের সঞ্চার, পোষণ ও পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। এই জন্যই ভাবুকগণ বলিয়া থাকেন—"পৃথিবীর এক দৃশ্য শ্মশান, অপর দৃশ্য সূতিকাগার।" প্রকৃতির এই দ্বিবিধ বিশেষত্বের সন্ধান "উর্ব্বশী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দিয়াছেন—

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে॥

আবার বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইহাদের সংস্থান কল্পনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিলে দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'।
এক জনা উর্ব্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।

অন্যরূপা লক্ষ্মী, সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী। ইত্যাদি

এই কবিতায় কবি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন যে একরূপে নারী কামনার রাণী, আর অন্যরূপে তিনি জগতের কল্যাণকারিণী সঞ্জীবণী শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী। সহজিয়া শাস্ত্রে এই তত্ত্বই কাম এবং প্রেম আখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে—

বিষামৃত হয় দেখ কাম আর প্রেম।
নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

যেহেতু—

একাধারেই এই উভয়ের অবস্থিতি—

এবং— প্রেম-অমৃত, কাম রহে একঠাঁই। ইত্যাদি।
বিবর্ত্তবিলাস।

অতএব রসজ্ঞ লোকেরা কামরূপ বিষ পরিত্যাগ করিয়া অমৃতরূপ প্রেম আস্বাদন করিয়া থাকেন—

রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে।
৮০৫ নং পদ।

অথবা ঐ বিষকেও অমৃতে পরিণত করেন—

বিষকে অমৃত ভাই যে করিতে পারে।
কামাতি বিষ জারি হবে প্রেমামৃতে॥
বিবর্ত্তবিলাস।

অর্থাৎ প্রেমরূপ অমৃত দ্বারা কামবিষকে জারিত করিয়া তাহাকে অমৃতময় করিতে হইবে, কারণ কাম দূরীভূত না হইলে প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে না—

কামগন্ধহীন হৈলে প্রেমের সঞ্চার।
বিবর্ত্তবিলাস।

এই তত্ত্বই পরবর্ত্তী পদাংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পং ৮-১১। বাহিরে তাহার একটি দুয়ার ইত্যাদি। যে অমৃতরসাবলীগ্রন্থ হইতে আলোচ্য পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই দ্বার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—

দশ দণ্ড বেলা যখন হইল গগনে।
মহল দেখিতে যাত্রা কৈল ছয়জনে॥
বাহির দুয়ার দেখি করিল প্রণাম।
স্থিতি দেহের হয় এই নিত্যধাম॥
এক রঙ্গ দুই রঙ্গ তিন রঙ্গ উঠে।
একতলা দুইতলা তিনতলা বটে॥
দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নাই কেবা যাইতে পারে।
তসলি কপাট আছে একটি দুয়ারে॥
তিন দ্বার হয় তার এক দ্বার মুক্ত।
দুই দ্বার নাহি ছোঁয় যেই হয় ভক্ত॥
মধ্য দুয়ারে সবে করিল গমনে।
আপনার স্থান বুঝি বসিলা ছয়জনে॥
হিয়ার ভিতরে বৈসে বাহে তার গুণ।
এ চৌদ্দ ভুবন তাহে করে আকর্ষণ॥
সেই গুণে মনের যে জন্মায় আনন্দ।
সেই ছয়জনার ঘটিত আনন্দের আনন্দ॥
অমৃতের গুণে আগে করে আকর্ষণ।
রসিক ভক্ত বিনে ইহা না জানে অন্য জন॥ ইত্যাদি।

এই উল্লেখ হইতে দেখা যায় যে বাহিরের দ্বারটি "স্থিতি দেহের নিত্যধাম।" গীতায় (৭।৪-৫) আছে—"ভূমি, জল, বায়ু, অনল, আকাশ, এবং মন, বুদ্ধি, ও অহংকার, আমার এই আট প্রকার প্রকৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটির দ্বারা পঞ্চভূতাত্মক দেহ হয়, অপর তিনটি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়, তন্মধ্যে আবার মন শ্রেষ্ঠ।" অতএব পঞ্চভূতাত্মক দেহজ প্রকৃতিই (যাহা "স্থিতি দেহের নিত্যধাম" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) বাহিরের দ্বার, আভ্যন্তরিণ তিন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন মনই অবলম্বনীয়, ইহাই বলা হইল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের (২৬৮।২৩) শ্লোকে আছে—"শরীর-মধ্যস্থ আত্মার চারটি দ্বার,

ইত্যাদি।" টীকাকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদিগকেই চারি দ্বার বলা হইয়াছে। অতএব এইরূপ দ্বারের কল্পনা পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রাদিতেও পাওয়া যায়।

নানাভাবে এই দ্বারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫২০ নং পুথি হইতে ইতিপূর্ব্বে যে পাঠান্তর (৮-৮ নং পাঠান্তর দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বাহিরের দ্বারটিকে কামদ্বার বলা হইয়াছে, যথা—

ভিতরে তাহার তিনটি দুয়ার
বাহিরে যে কাম হয়।

চরিতামৃতকারের ভাষায় আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাই কাম—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

আদির চতুর্থে।

অর্থাৎ নিজের প্রীতি বা সুখ কামনা করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই স্বকাম বা স্বকীয়া পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত। রাগময়ীকণাতে আছে—

মত্ত হয়ে স্বকামেতে চন্দ্রাবলী রয়।
হইলে স্বকামী ভাই, এই মত হয়॥
নিজ হেতু যত কাম চন্দ্রাবলী স্থলে।
তার জন্য স্বকীয় ভাব সকলেতে বলে॥ ইত্যাদি।

সহজিয়ারা স্বকীয়া হইতে পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। দার্শনিক মতে ইহার অর্থ এই যে সকাম হইতে নিষ্কাম সাধনা শ্রেষ্ঠ। (মৎপ্রণীত "চৈতন্য পরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থের ৭৯-৯৬ পৃষ্ঠায় ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।) এই নিষ্কাম সাধনাকেই সহজিয়ারা পরকীয়া আখ্যা দিয়াছেন—

পরকিয়া রতি হয় নিষ্কাম কৈতব।

ভৃঙ্গরত্নাবলী।

অতএব বাহিরের দ্বারটি পরিত্যাগ করা অর্থে সকাম সাধনা অবলম্বন না করা। এখন ভিতরের তিনটি দ্বার কি? সকাম সাধনা পরিত্যাগ করিয়া পরকীয়া বা নিষ্কাম সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে। সহজিয়া মতে এই পরকীয়া ত্রিবিধ,—(১) কর্ম্মী পরকীয়া, (২) জ্ঞানী পরকীয়া, (৩) শুদ্ধ পরকীয়া।

তন্মধ্যে—

কর্ম্মী, জ্ঞানী মিছাভক্ত না হবে তার অনুরক্ত
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।

বিপুঃ ১১৬৩।

অর্থাৎ কর্ম্মী ও জ্ঞানী পরকীয়া পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পরকীয়া আশ্রয় করিতে হইবে। ইহাই "চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া, একের কাছেতে রয়" এই পদাংশে বলা হইয়াছে।

কর্ম্মীদের বিশেষত্ব সহজিয়া গ্রন্থাদিতে এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

ভক্তিপরায়ণ হৈয়া নানা কর্ম্ম করে।
কর্ম্মবন্ধে সদা ফিরে কর্ম্মী বলি তারে॥

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

যাহারা ভক্তিপরায়ণ হইয়াও কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করে তাহাদিগকে কর্ম্মী বলে। এই পন্থা সহজিয়াদের অনুমোদিত নহে। আর—

জ্ঞানী পরকীয়া ধর্ম্ম কহে মায়াশ্রিতে।
ইহার প্রমাণ দেখ শ্রীমৎভাগবতে॥

ঐ

ভাগবতের ১০।৩৩।৩৭ শ্লোকে আছে যে নারায়ণ যখন গোপীদিগকে লইয়া বৃন্দারণ্যে রাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজ ঐশ্বরিক শক্তি-প্রভাবে গোপীদের অনুরূপ মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ভগবানের এই যে ঐশ্বর্য্যলীলার ধারণা, ইহাই জ্ঞানী পরকীয়ার ভিত্তি। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

ভগবানের পরকীয়া ভরত-মুখে শুনি।
শুদ্ধ পরকীয়া নহে, পরকীয়া জ্ঞানী॥
জ্ঞান মার্গে পরকীয়া ভগবান্ কৈল। ঐ

ইহাতে ঈশ্বরত্বের ধারণা থাকে বলিয়া সহজিয়া মতে ইহা স্বকীয়া পর্য্যায়ভুক্ত—

ঈশ্বরত্ব ভজন করয়ে যেই জন।
স্বকীয়া করয়ে তারা জানিবে কারণ॥

বিপুঃ ৫৯১, ১০ পৃঃ

রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম, এ,
লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রেস
১৯৩৩

রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা

৯

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কলপতরু ॥
যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে ॥
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িহ কখন মোরে ॥
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি ॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কিরূপ হব ॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি ॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে ॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা ॥

ব্যাখ্যা

সাহিত্যপরিষদের পদাবলীতে এই পদটি রামীর উক্তির পরে ৭৭৩ নং পদরূপে স্থাপিত হইয়াছে; ইহাতে প্রথমতঃ মনে হয় যে চণ্ডীদাস এই কথাগুলি রামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু আলোচ্য পদটির ১১শ পঙ্ক্তিতে দেখা যায় যে বাশুলী চণ্ডীদাসের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন; অতএব ১ম-১০ম

পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত বাশুলীর প্রতি চণ্ডীদাসের উক্তি, তৎপরে বাশুলীর উত্তর এই ভাবেই পদটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাশুলীদেবী চণ্ডীদাস ও রামীকে সহজ ভজন সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ১ম-৮ম সংখ্যক পদে আলোচিত হইয়াছে। এই উপদেশের জন্য চণ্ডীদাস এখন বাশুলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা বলাই পদকর্ত্তার উদ্দেশ্য।

পং ৯ম-১৪শ। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের পরে চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব?" প্রেমের জন্য এই যে মরা, ইহার সম্বন্ধে ৫ম পদের ব্যাখ্যায় (৬৮-৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, তথাপি প্রয়োজন-বোধে এখানে আরও কিছু বলা হইল। সহজ সাধনার নিয়ম এই যে ইহাতে পুরুষ মরিয়া প্রকৃতিস্বরূপ হইবে। অনেক সহজিয়া গ্রন্থেই এই রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।

রসসার।

এইভাবে পুরুষ যখন প্রকৃতি হয়, আর প্রকৃতি যখন রতি পরিত্যাগ করে, তখনই "দোঁহার" মরণ হয়। এই কথাই আলোচ্য পদমধ্যে বলা হইয়াছে। এই অবস্থা না হইলে রাগ জন্মিতে পারে না—

স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগরতি।

অমৃতরত্নাবলী।

এবং

প্রকৃতি আশ্রয় বিনে প্রেম নাহি হয়।

রত্নসার।

অতএব সহজিয়া সাধক—

আপনি প্রকৃতি হবে আনুকূল্য করি।

রত্নসার।

এবং

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সেবন।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

পুরুষের এই যে প্রকৃতিভাব, ইহা সহজিয়াদের মনগড়া কথা নহে ; কবি, দার্শনিক সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "পূর্ণতা" শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
উঠেছ আমার শোকযজ্ঞ-হুতাশনে
নবীন নির্ম্মলমূর্ত্তি,—আজি তুমি, সতি,
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,—
নাহি তাহে শোক, দাহ, নাহি মলিনিমা—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা—
নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোর চিত্ত সনে।
তাই আজি অনুভব করি সর্ব্বমনে—
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়াছে—বিস্তারি'
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী।

আবার প্রেমনেত্রে দেখিলেও দেখা যায়—

শুধু একা পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি বিশ্রাম রূপিণী।

চিত্রাঙ্গদা।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে মানুষের "দেহাভিমান", "প্রমত্ততা" বা "ত্রিগুণ-বশীভূত অবস্থাই" পুরুষ-ভাব। এই সকল পরিত্যাগ না করিলে ধর্ম্মজগতে উন্নতি লাভ করা যায় না। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

গীতা, ২।৫২।

অর্থাৎ যখন তোমার বুদ্ধি দেহাভিমান-জনিত মোহ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ভাগবতেও (৫।১১।৪) আছে—যাবৎ পুরুষের মন সত্ব, রজঃ বা তমোগুণের বশীভূত থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহা নিরঙ্কুশ হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা পুরুষের ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম বিস্তার করে, কিন্তু নির্গুণ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। অতএব মনকে গুণাতীত করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃতি-ভাব। ভরতের উপাখ্যানে "স্বাং প্রকৃতিং ভজিষ্যসীতি" উক্তির ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং অপ্রমত্ততাম্" (ভাগবতের ৫।১০।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অতএব প্রমত্ততাই পুরুষভাব, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এজন্য সাধনার প্রয়োজন হয়, কারণ পুরুষদিগের আপনা হইতে জ্ঞান, ভক্তি বা বৈরাগ্য কিছুই হইতে পারে না। (ভাগবত, ৩।৭।৩৯)। আবার ইহাও ঠিক যে পুরুষের যাহা কিছু পুরুষত্ব আছে তৎসমুদায়ই কৃষ্ণানুকম্পিত (ভাগবত, ১০।৮৯।৩৩)। এই ধারণা যাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাঁহার অহঙ্কার করিবার কিছুই থাকে না, তাঁহার পুরুষ-ভাব চলিয়া যায়। এই জন্যই চরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

মধ্যের অষ্টমে।

প্রেম ও দর্শনের দিক্ দিয়া প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচিত হইল। এই সকল তত্ত্বই সহজিয়ারা নানাভাবে প্রচার করিয়াছেন, যথা—

লোভ, মোহ, দম্ভ আদি ত্যাগ করিবে।
গোপী সঙ্গে গোপী হৈলে কিশোরী পাইবে॥

রাগসিদ্ধকারিকা।

নির্ব্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে॥

অমৃতরসাবলী।

নির্ব্বিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়।

অমৃতরত্নাবলী।

পঞ্চভূত আত্মাসহ পশিতে না পারে।
তমোগুণ হাপি সেই করয়ে সংহারে॥

দেহনির্ণয়গ্রন্থ।

তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে। ইত্যাদি। চণ্ডীদাস, পদ নং ৭৯৬।

ঘোর তান্ত্রিক সাধনায় এই প্রকৃতি-ভাবেরও একটা বিশেষ অর্থ আছে। সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ৭০ পৃষ্ঠায় এবং ৮ম পদ-ব্যাখ্যায় ("ব্যভিচারীর" ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য সহজিয়া পদেও এই রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীতি
দেহরতি নাহি রয়।
প্রকৃতি প্রভাবে স্বভাব রাখিবে
এ কথা কহিতে ভয়॥
পুরুষের রতি শূন্য দিয়া তথি
প্রকৃতি রসের অঙ্গ।
প্রকৃতি হইয়া পুরুষ আচরে
করিবে নারীর সঙ্গ॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী, পরিশিষ্ট, পদ নং ২।

নিষ্কামী হইয়া রাধা রতি লঞা
একান্ত করিয়া রবে।
তবে সে জানিবে দেহ রতি শূন্য
প্রকৃতি জানিতে পাবে॥

ঐ, পদ নং ৩।

ভাবার্থ:—চণ্ডীদাসের প্রশ্ন ছিল এই যে, তাঁহারা উভয়ে (অর্থাৎ চণ্ডীদাস এবং রামী) মরিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। তদুত্তরে বাশুলী দেবী একমাত্র চণ্ডীদাসকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমি মরিয়া রজক-কন্যার রূপত্ব প্রাপ্ত হইবে।" তৎপরে ইহা আরও স্পষ্ট-রূপে ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন,—"তুমি পুরুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি-ভাব গ্রহণ

করিবে। তখন তোমাতে আর রামীতে কোনই প্রভেদ থাকিবে না, এবং এইরূপে উভয়ে একরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিত্যাখ্য পরম ধামে গমন করিবে।" এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চণ্ডীদাস ও রামীর নাম ব্যবহার করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "চণ্ডীদাস মরিয়া রজক-ঝি হইবে" অর্থাৎ "পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হইবে," ইহা বাশুলীরই উক্তি। অতএব চণ্ডীদাস এবং রজক-ঝি বা রামী এখানে উদ্দেশ্য-সাধক সংজ্ঞা মাত্র; ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় এই সংজ্ঞাদ্বয় প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে ইহাদের প্রয়োগ-মূলক আর কোন সার্থকতা নাই।

একদেহ ইত্যাদি :—৫২শ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিত্য :—১ম পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০

এই সে রস নিগূঢ় ধন্দ।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পীরিতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা?
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই।
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাস কহে রসের রতি॥

ব্যাখ্যা

পং ১—২। ইহার ব্যাখ্যা ৮ম পদের টীকায় বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজভাবের উপাসনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, সহজিয়ারাও তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় ব্রজ, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণব সম্পর্কই ধরা পড়ে।

পং ৩—৪। সহজ সাধনায় পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই সমপর্য্যায়ের রসিক হইবে, নতুবা তাহাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না। প্রেম-বিলাস গ্রন্থে আছে—

উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে।
সাধারণী হৈলে ইথে যায় রসাতলে॥

অন্যত্র

দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে॥
দোঁহার মন ঐক্য ভাবে ডুবি এক হয়।
তবে সে সহজ সিদ্ধ জানিহ নিশ্চয়॥

প্রেমানন্দলহরী।

পং ৫—৬। সহজিয়া মতে প্রকৃত রাগ বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে অণুমাত্রও শারীরিক সম্বন্ধ নাই, এখানে ইহাই বলা হইল। ইতিপূর্ব্বে ৮ম পদের ব্যাখ্যায় ("ব্যভিচারী হৈলে" ইত্যাদির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। চোখে চোখে, মনে মনে ভালবাসা সহজিয়াদের প্রেম সাধনার প্রকৃষ্ট রীতি। আনন্দ-ভৈরবে আছে—

সাক্ষাতে দেখিবে অন্তরে ভাবিবে গুণ।

অন্যত্র

মনেতে করহ রতি শ্রীরূপ পরম পতি
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর সার।

অমৃতরত্নাবলী।

পং ৭—১৪। রাগের উদয় কি ভাবে হয়, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। কবিরা নায়িকাকে নায়কের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সময়ে নানাভাবে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর নায়ক যখন নায়িকার প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যই প্রধানতঃ তাঁহার মনকে মোহিত করিয়া থাকে। রাগের উদয়ের ইহাই প্রাথমিক কারণ। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় এই সাধারণ মনস্তত্ত্ব সহজিয়ারা উপেক্ষা করেন নাই। যাহা মানবের সহজ বা স্বভাবসিদ্ধ, যে সত্যের উপর পার্থিব প্রেমতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। মদন, মাদন প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা এই তত্ত্বই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জাতীয় উক্তি অন্যান্য সহজিয়া গ্রন্থেও পাওয়া যায়, যথা—

মদন, মাদন, আর শোষণ, স্তম্ভন।
সম্মোহন আদি করি রসিক-করণ॥
মদন, মাদন দুই-নেত্রে অবস্থিতি। ইত্যাদি।

রত্নসার।

রস-বিশ্লেষণের জন্য এই প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে।

১১

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পদ্মমণি।
কীটের স্বভাব-দোষে তাহে নহে ধনী॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হৈলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশিযোগে শুকসারী এই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায়॥

ব্যাখ্যা

পং ১—২। এখানে পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। লোচনদাসের রসকল্পলতিকা গ্রন্থে আছে—

এক বস্তু দুই কাম মদন যার নাম।
কামের বিষয় মদনের প্রেম দান॥

এবং

এই মদন-তত্ত্ব রাধা চন্দ্রমুখী।
কৃষ্ণতত্ত্ব কন্দর্প, রাধাতত্ত্ব মদন॥

আবার

পুরুষ প্রকৃতি দুই কাম আর মদন।
নায়ক-নায়িকা-তত্ত্ব রসের কারণ॥

অতএব কামরূপে কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে, আর মদনরূপে রাধাকে বুঝাইতেছে। কৃষ্ণকে কাম বলে কেন, তাহারও ব্যাখ্যা রত্নসার নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়—

যেই হেতু সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করে।
স্থাবর জঙ্গম আদি সর্ব্বচিত্ত হরে॥
সকলের মন যেই কামে হরি লয়।
অতএব কামরূপে কৃষ্ণ নিশ্চয়॥

এবং

কামরূপী কৃষ্ণ কহেন, "শুন ভক্তগণ।
স্বসুখ ছাড়িয়া কর আমারে ভজন॥"

আবার

এইত আপনি কৃষ্ণ কাম-কলেবর।
কামরূপে নানামূর্ত্তি ধরে নিরন্তর॥

এই সম্বন্ধে ১ম পদের ব্যাখ্যায় (১২-১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

তাহার পিতার পিতা ইত্যাদি। এখানে প্রথমতঃ একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে কাম ও মদনের কথা বলা হইয়াছে, অথচ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে তাহাদের পরিবর্ত্তে "তাহার" এই একবচনান্ত সর্ব্বনাম পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পদকর্ত্তার অসাবধানতাবশতঃ হয় নাই, বরং সুসঙ্গতই হইয়াছে। কাম ও মদনের পূর্ব্বপুরুষের খোঁজ করিতে গেলে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী গ্রন্থে আছে—

পরমপুরুষ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি।
ইচ্ছা হৈলে তিঁহো চান মায়া প্রতি।
গোলোক বৈকুণ্ঠ হৈতে করেন ঈক্ষণ।
তেজোরূপী পরমাত্মা প্রবেশ তখন॥

এবং

দেহে আসি পরমাত্মা হৈল অবতীর্ণ।

পরমেশ্বরই যে পরমাত্মা রূপে দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হন ইহা বেদান্তের শিক্ষা। উপনিষদের সোঽহমস্মি, তত্ত্বমসি, প্রভৃতি ঋষিবাক্য এই সত্যই প্রচার করিতেছে। আর ঐ "ঈক্ষণ" করিবার কথাও উপনিষদ্ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্; তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" (ছান্দো°—৬।২।১); "স ঐক্ষত —লোকান্ নু সৃজা ইতি" (ঐত°—১।১।২); "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" (প্রশ্ন°—৬।৩-৪) ইত্যাদি উপনিষদ্-বাক্য। পুরাণাদিতে ইহাই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে এখানে বৃহন্নারদীয় পুরাণের বাক্যই উদ্ধৃত হইল :—

যেনেদমখিলং জাতং ব্রহ্মরূপধরেণ বৈ।
তস্মাৎ পরতরো দেবো নিত্য ইত্যভিধীয়তে ॥ ঐ, ৩।১৮।

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মারূপে অখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তদপেক্ষা পরমদেব "নিত্য" নামে আখ্যাত। এই নিত্যদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—"তুমি পরমেশ্বর, পরস্বরূপ, পর হইতে পর, এবং পরম হইতে পরম, তুমি অপারের পার, পরমাত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা, ও অন্য হইতে পরম পবিত্রকারী, তোমাকে নমস্কার" (ঐ, ৪।৮৪)। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিত্যদেব হইতে ব্রহ্মা বা পরমাত্মার উদ্ভব হইয়াছে, আর এই পরমাত্মাই তেজোরূপে দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হন। এখন, এই দেহমধ্যে পরমাত্মা কি ভাবে অবস্থান করেন, সহজিয়া মতে তাহার ধারণা কি, তাহাই দেখা যাউক। উক্ত নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতেই আছে—

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে স্থিতি।
দেহ-নিরূপণ তরে কহেন নিশ্চিতি ॥

অন্যত্র

এক প্রভু দুই হৈলা রস আস্বাদিতে।
দুয়ে এক হৈয়া পূর্ব্বে আছিলা নিশ্চিতে ॥
এখন দুয়েতে দেখ রহে এক হৈয়া।
দেহ মধ্যে দুই জন দেখ বিচারিয়া ॥

বাম অঙ্গে প্রকৃতি পুরুষ দক্ষিণে।
দুই দেহে দোহে আছে ভাবি দেখ মনে॥

এবং

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে জোড়া।
দুই তনু এক আত্মা কভু নহে ছাড়া॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে পরমাত্মা পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই পুরুষ ও প্রকৃতিই যে কাম ও মদন আখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব দাঁড়াইল এই—কাম ও মদন একীভূত হইয়া জীবাত্মা রূপে দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই জীবাত্মার (একবচনান্ত সর্ব্বনাম "তাহার" দ্বারা যাহাকে বুঝাইতেছে) উদ্ভব হইয়াছে পরমাত্মা হইতে, আর পরমাত্মার উৎপত্তি হইয়াছে নিত্যদেব হইতে। কাজেই নিত্যদেব হইলেন কাম ও মদনের পিতার পিতা, তিনিই সহজ মানুষ। বিবর্ত্ত-বিলাসে এই পদটি উদ্ধৃত করিয়া লেখা হইয়াছে—

কাম মদন যে, দুইয়ের পিতা যেহ।
তার পিতা যারে কহি, সহজ মানুষ সেহ॥

এই জন্যই নিত্যদেবের আদেশে বাশুলী সহজধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, এবং তিনি নিত্যেতে থাকেন, ইত্যাদি তত্ত্ব সহজিয়ারা প্রচার করিয়াছেন। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সহজিয়ারা বৈদান্তিক মত অনুসরণ করেন, উপনিষদের ব্রহ্মকেই তাঁহারা নিত্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। কৃষ্ণকেও তাঁহারা নিত্যদেবের নিম্নে আসন প্রদান কারয়াছেন, যথা—

নরবপু দেহ এই মানুষ আকার।
সে মানুষ অনেক দূর এ মানুষের পার॥
জন্মমৃত্যু নাহি তার নহে সে ঈশ্বর।
গোলোকের পতি যারে ভাবে নিরন্তর॥
সেই মানুষ হৈতে বহু কৈল পরিশ্রম।
ব্রজপুরে নন্দঘরে লভিল জনম॥
সহজবস্তু সহজপ্রেম সহজ মানুষ হ'য়া।
লীলা করে গোপীসঙ্গে মায়া আচ্ছাদিয়া॥ অমৃতরসাবলী।

অন্যত্র

কত শত জন কৈল বহুশ্রম
কেহত যাইতে নারে।
শিব হলধর সে নহে গোচর
গোলোকনাথ ভাবে যারে॥

অমৃতরসাবলী।

কৃষ্ণও অন্যকে চিন্তা করেন এইরূপ কথা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও লিখিত আছে। নারদ বদরিকাশ্রমে নারায়ণকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি যাইয়া দেখেন যে নারায়ণ নিজেই ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে নারায়ণ তাঁহার মুখ্যা প্রকৃতির ধ্যান করিতেছেন। কৃষ্ণেরও উপাস্য আছে, ইহা সহজিয়াদের উদ্ভট পরিকল্পনা নহে।

পং ৩-৪। এক জাতীয় উপাসনায় পরমাত্মাকে পুরুষাকারে কল্পনা করিয়া দেহমধ্যে স্থাপন করা হয়। এই বিষয়ক আলোচনা ব্রহ্মসূত্রের ১।২।৩০-৩৩ সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১।২।৩২ সূত্রে বলা হইয়াছে যে "সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি," অর্থাৎ "সম্পৎ (একের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া অপরকে তদ্রূপে উপাসনা করা) উপাসনার জন্য এইরূপ করা হইয়া থাকে, ইহা জৈমিনি আচার্য্যও মনে করেন।" ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।১।১ সূত্রেও আছে—"অথ যদি-দমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, ইত্যাদি ;" অর্থাৎ "এই যে ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে।" এই সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে "পুরমেবোপাসকশরীরং নির্দ্দিশ্য ইত্যাদি," অর্থাৎ "উপাসক-শরীরকে ব্রহ্মপুর শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" এই দেহমধ্যে পরমাত্মা কোথায়, কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহার সন্ধানও পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যের ৫।১৮।২ সূত্রে আছে "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ, ইত্যাদি।" ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—"উপাসকস্য মূর্দ্ধৈব পরমাত্মমূর্দ্ধভূতা দ্যৌরিত্যর্থঃ," অর্থাৎ উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় দ্যুর্লোক, ইত্যাদি। পরমাত্মা নিষ্পাপ, জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-পিপাসা-রহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প (ছান্দো° ৮।১।৫)। ইঁহাকে জানিলে সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দগতি হয়, এবং যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে (ঐ, ৮।১।৬ ; ৮।২।১০)। এমন কি এই দহরাকাশ উপাসনা-দ্বারা নিষ্পাপাদি

কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় (শ্রীভাষ্য, পরিষদ্-সংস্করণ, ৫৬৭ পৃঃ)।

আলোচ্য পঙ্ক্তিদ্বয়েও এই কথাই বলা হইয়াছে। এখানে "ব্রহ্মাণ্ড" অর্থে "ব্রহ্মপুর" বা মানবদেহ, যথা—"জগৎ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড কহি আপন শরীরে।"—বিবর্ত্ত বিলাস। "তাহা" অর্থে "সেই পরমাত্মা" যাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পঙ্ক্তিতে বলা হইয়াছে যে তিনি কাম ও মদনের পিতা। অতএব ভাবার্থ হইল এই—সেই পরমাত্মা দূরে অর্থাৎ শরীরের বহির্দ্দেশস্থ স্বর্গাদি কোন স্থানে থাকেন না। তিনি নিকটে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড আখ্যাত এই দেহের মধ্যেই আছেন। কিরূপ ভাবে আছেন? ইহার উত্তরে বলা হইল যে, কোন মূর্ত্তি চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া যেরূপ থাকে, সেইরূপ ভাবে আছেন। "চিত্রপটের" বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত ৫।১৮।২ সূত্রটি ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল—"উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় দ্যুলোক, উপাসকের চক্ষুই পরমাত্মার চক্ষুস্থানীয় আদিত্য, উপাসকের প্রাণই পরমাত্মার প্রাণস্থানীয় বায়ু, উপাসকের দেহমধ্যই পরমাত্মার দেহমধ্যভূত আকাশ, ইত্যাদি।" এই ভাবে পরমাত্মার আকৃতি উপাসকের দেহমধ্যে কল্পনা করা মানস-পটে অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। এতদ্ভিন্ন সমভাবে নিত্য-বর্ত্তমান সাক্ষিভূত পরমাত্মা নিরহঙ্কার, নিষ্ক্রিয়, এবং নির্লিপ্ত বলিয়াও "চিত্রপট" পরিকল্পনার সার্থকতা লক্ষিত হয়। এই জন্যই এখানে "চিত্রপট" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

দূরে নহে আছয়ে নিকটে। এই জাতীয় কথা রাধারস-কারিকাতেও পাওয়া যায়, যথা—

> বৈকুণ্ঠ ভিতরে নাহি, নাহিক বাহিরে।
> সেই বস্তু জগতে আছে ভকত অন্তরে॥

ধর্ম্মজগতে এই কথাগুলি অতিশয় মূল্যবান্। এক প্রকার উপাসনা আছে যাহাতে বাহিরের দেবতার আরাধনা করিয়া ঐ দেবতার সাহায্যে লোকে মুক্তি কামনা করে। আর এক প্রকার উপাসনা আছে যাহাতে নিজের আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিয়া নিজের মুক্তি নিজে করিতে হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> আমাকে তুমি করিবে ত্রাণ
> এ নহে মোর প্রার্থনা।
> তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

উপনিষদের "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ," এই বাণীটির মূলেও এই ধারণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে জীবাত্মার স্বরূপও অবশ্য জ্ঞাতব্য, এই কথা নানাভাবে উপনিষদে প্রচারিত হইয়াছে। সহজিয়ারাও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রয়াসী—

আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।

অমৃতরসাবলী।

ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই জন্যই তাঁহারা দেহ ও আত্মা এই উভয়েরই স্বরূপনির্ণয়ে ব্যস্ত হইয়াছেন। পরমাত্মাকে শরীরে স্থাপন করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

শরীরের রাজা এই পরমাত্মা গণি।

রসতত্ত্ব।

দেহমধ্যে অধিকারী পরমাত্মা মহাশয়।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই দেহে সেই প্রভু সদা বিরাজমান।

আত্ম-নিরূপণ গ্রন্থ।

অতএব

সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজদেহ জানিলে আপনে হবে স্থির॥

অমৃতরত্নাবলী।

দেহতত্ত্ব জানিলেই সব হয় স্থির।
দেহমধ্যে সব আছে বুঝহ সুধীর॥

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

ভজনের মূল এই নরবপু দেহ।

অমৃতরসাবলী।

এই পরমাত্মা যে দেহমধ্যে কোথায় থাকেন, তাহার নির্দ্দেশও সহজিয়ারা করিয়াছেন—

পরমাত্মা থাকেন কোথা ? শিরে সহস্রদল পদ্মে।

স্বরূপ-কল্পতরু।

দেহের ভিতরে আছে সরোবর অক্ষয়।
পরমাত্মা হন তিঁহো অক্ষয় অব্যয়।
পরমাত্মা স্থিতি স্থান অক্ষয় সরোবর।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

সেই সরোবরে আছে সহস্র কমল।
মহাসত্তা শুদ্ধসত্তা তার পরিমল॥

মহাসত্তা অধিকারী পরমাত্মা হয়।

অমৃতরত্নাবলী।

অতএব পরমাত্মা যে দূরে নয়, নিকটে আছেন, অর্থাৎ দেহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, এই ধারণা সহজিয়াদের স্বাভাবিক। পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারগণের মতের অনুবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মনগড়া কথা নয়, বেদান্তের শিক্ষা মাত্র। ব্রজভাব লাভেচ্ছু উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মানম্ মাম্ একমেব শরণং যাহি" বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তদনুসারে বিশুদ্ধ সহজপন্থিগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবে তথা প্রকাশমান জগতে কৃষ্ণবুদ্ধি করিয়া থাকেন। সুতরাং এভাবেও সাধ্যতত্ত্ব সর্ব্বদা নিকটেই বর্ত্তমান।

পং ৫—৮। পরমাত্মা যে মানবদেহে মস্তকে সহস্রদল-পদ্মে বিরাজ করেন তাহা বলা হইয়াছে। তৎপরে এখন বলা হইতেছে যে পরমাত্মা দেহমধ্যে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও মানব তাহা বুঝিতে পারে না। সাপের মাথায় মণি থাকিলেও যেমন সাপ ঐ মণি-দ্বারা নিজেকে ধনী মনে করে না, অথবা গাভীর মাথায় গোরোচনা জন্মিলেও যেমন গাভী তাহার গুণ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ দেহমধ্যে পরমাত্মাকে পাইয়াও মানবগণ তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারে না। এই দুইটি উপমা-দ্বারা এখানে বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মানবগণের এইরূপ অজ্ঞতার কারণ কি ? উপনিষদের মত উদ্ধৃত করিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে মানুষ পরমাত্মার অংশসম্ভূত (ছান্দো°, ৬।৯।২, ৪।১১।১ ; মুণ্ড°, ২।৩ ; কঠ, ১।১৪, ৩।১২, ইত্যাদি)। কিন্তু জন্মের পরই মোহ, মায়া বা অজ্ঞানতা দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহারা সংসারে জড়িত হইয়া পড়ে (সাঙ্খ্য,

৬।১৬; যোগ, ২।২৪, ইত্যাদি)। তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা এই মোহের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই তাহারা পুনরায় মুক্ত হইতে পারে (ছান্দো°, ৭।১।৩; কঠ, ২।২।১৫; সাংখ্য, ১।১০৪; যোগ, ২।২৬; ইত্যাদি)। সহজিয়া গ্রন্থাদিতেও ঠিক এই কথাই পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের শক্তি সেই জীবের হৃদয়ে।
স্বরূপের শক্তি সত্য ইহা মিথ্যা নহে॥
ঈশ্বরের শক্তি যেই জ্বলিত জ্বলন।
জীবেতে স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
সেই শক্তিকণা তেঁহো হয় অগ্নিময়।

আত্মনিরূপণগ্রন্থ।

অন্যত্র—

এই মত মনুষ্য ঈশ্বর জ্ঞাতিগণ।

রত্নসার।

কিন্তু জন্মের পরে—

তারপর বিষ্ণুমায়া আসিয়া বেড়িল।
কোথা প্রভু নিজবস্তু সর্ব্ব পাসরিল॥

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

এই যে মায়া, তাহাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ নিজের স্বভাব বিস্মৃত হয়। এই জন্যই পরমাত্মা দেহমধ্যে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না।

পং ৯-১২। কৈতব অর্থ কপটতা, ছল বা মোহ।

চরিতামৃতে আছে—

অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বাঞ্ছা এই সব॥

আদির প্রথমে।

মানুষের অজ্ঞানান্ধকারকেই এখানে কৈতব শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আলোচ্য

চারি পংক্তির অর্থ এই—"এই যে সুন্দর মানব-দেহ যাহাতে পরমাত্মা অবস্থান করেন (এই জন্যই সুন্দর বলা হইয়াছে), তাহাতেও মায়ামোহজনিত কৈতব বর্ত্তমান আছে। এই কৈতবদ্বারা অভিভূত হইলে লোক দুঃখরূপ বিষের সাগরে নিমজ্জিত হয়। কৈতবই কামনার উদ্রেক করে, এবং ইহাই দুঃখের কারণ। অতএব অকৈতব না হইলে মুক্তি লাভ করা যায় না। এখানে বলা হইল যে অকৈতব বৃক্ষের মূল নাড়িলেও তাহাতে কোন ফল হয় না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি অকৈতব হন, তাহা হইলে তিনি মায়া-দ্বারা কিছুতেই অভিভূত হন না। ইহাই সাঙ্খ্যের মতে পরমপুরুষার্থ।

পং ১৩-১৪। নিদ্রার আবেশে কপাল পানে চাওয়ার অর্থ ধ্যানস্থ হইয়া তত্ত্বদর্শী হওয়া। মেয়ে অর্থ প্রকৃতি, আর এই প্রকৃতিই মায়া (তু°—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।১০)। অতএব ভাবার্থ হইল এই যে, আত্মস্থ হইয়া তত্ত্বদর্শী হইতে চেষ্টা কর, দেখিবে যে এই পৃথিবী একমাত্র মায়ার খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিত্রপটে অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের "সিনেমার" চিত্রের ন্যায়, মায়াই পৃথিবীতে নৃত্য করিয়া যাইতেছে; সবই ছলনা, দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র।

"নিদ্রা" ও "কপাল" শব্দদ্বয় যোগশাস্ত্রাদি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। পতঞ্জলীর ১।৩৮ সূত্রে আছে যে যোগীরা সাত্ত্বিক নিদ্রাদ্বারাও মন স্থির করিতে পারেন। "দেশবন্ধ চিত্তের ধারণাদ্বারা" অর্থাৎ শরীরের অংশবিশেষ, যেমন নাভি, হৃদয়, মস্তক, বা কপালে মন স্থির করিয়া ধ্যানস্থ হইতে হয় (যোগ, ৩।১)। আনন্দলহরী নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের ৪১ শ্লোকে আছে—"আজ্ঞাচক্রে, দুই চক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, অবস্থিত শতসহস্র চন্দ্রসূর্য্যের প্রভায় উদ্ভাসিত পরমশম্ভু শিবকে আমি প্রণাম করি। তিনি তথায় পরমা চিৎ শক্তির সহিত অবস্থান করিতেছেন," ইত্যাদি। অতএব ধ্যানযোগে "কপাল" পানে চাহিয়া চিন্তা করা, যোগেরই প্রকারভেদ মাত্র।

দ্রষ্টব্য :—ইংরাজী সনেটের অনুকরণে মাইকেল বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রবর্ত্তন করেন, ইহাই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু মাইকেলের বহুপূর্ব্বেই এই জাতীয় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ছিল। সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণের চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৪ ও ৭৭৬ সংখ্যক পদদ্বয় নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রথার সহিত তুলনা করিলে, দেশীয় প্রথায় এই জাতীয় কবিতা রচনার কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কখনও ইহারা

ষোড়শপদীও হইত, যেমন আলোচ্য পদটিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কবির বর্ণনীয় বিষয় চতুর্দ্দশ পদেই শেষ হইয়াছে, শেষ দুই পদ কবির ভণিতামাত্র। আর একটি বিশেষত্ব এই যে এই জাতীয় কবিতা পদে পদে মিল রাখিয়া পয়ারের পদ্ধতিতে রচিত হইত।

১২

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গুটিক হয়॥
সখি হে, রসিক বলিব কারে?
বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটী সুবর্ণের ঘটী
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রসপান রজনী দিবসে
অঞ্জলি পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়ায়ে
উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা রসিক না পাইলে
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুঃখ॥

ব্যাখ্যা

পং ১-৪। সহজধর্ম্মের রীতি এই যে প্রকৃত রসিক না হইলে কাহারও সহজ সাধনায় ব্রতী হইবার অধিকার নাই। রসিক কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ কি, ইত্যাদি বিষয় কয়েকটি রাগাত্মক পদে আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য পদটি এই জাতীয়। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলীতে আছে—

রসতত্ত্বজ্ঞাতা হৈলে রসিক নাম তার।

সহজ কথায় বলিতে গেলে, যে রসতত্ত্ব জানে সেই রসিক। এখন, এই রসতত্ত্ব কি? আলঙ্কারিকগণ বলেন যে আমাদের মনে কতকগুলি স্থায়িভাব আছে। তাহারা সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু কোন প্রকার বাহ্য উত্তেজনা পাইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। বিবিধ ভাব এইরূপে জাগরিত হইলে মনে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহাই রস। আনন্দই রসের প্রাণ, আর অনুভূতিতেই ইহার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। নানাভাবে রসের অনুভূতি জন্মিতে পারে। কোন দৃশ্য দেখিয়া বা কাব্য পড়িয়া যখন মনে আনন্দের উদ্রেক হয়, তখনই রসের উৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে রসের জন্মস্থান মনে, শরীরে নহে। রসভোগ করিতে হইলে মানুষকে দ্রষ্টার পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে,—তাহার সম্মুখে ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, আর তাহা দেখিয়া সে আনন্দ পাইতেছে, ইহাতেই রসের জন্ম। নতুবা নটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সে রস সৃষ্টি করিতে পারে মাত্র, রসভোগ করিতে হইলে তাহার দ্রষ্টার আসনে উপবিষ্ট হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই নীতির উপরেই সহজিয়াদের রস-সাধনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিবর্ত্তবিলাসে আছে—

দধিবৎ আছে রস জানিহ অন্তরে।
চারি মসলায় পাক কর একত্তরে॥

অর্থাৎ অন্তরে যে স্থায়িভাব আছে, তাহাকে প্রবুদ্ধ কর।

অন্যত্র—

এক স্থানে রসদ্রব্য আছে চিরকাল।
থাকিলে বা কিবা হয়, বুঝহ সকল॥

স্থানান্তরে রস লইয়া মসলা তাহে দিয়ে।
ভিয়ান করহ রস, যেই তারে পিয়ে ॥
তাহাকে রসিক কহি, আর কেহ নহে।
হেন সাধন বিনে কেহ রসিক না হয়ে ॥

বিবর্ত্তবিলাস।

ইহার পরেই উক্ত গ্রন্থে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের আলোচ্য পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটির ভাবার্থ এই—

পং ১-৪। অনেকেই নিজেকে রসিক বলিয়া প্রচার করে, কিন্তু তাহাদের কেহই প্রকৃত রসিক নয়। বিচার করিলে এইরূপ তথাকথিত এক কোটি রসিক লোকের মধ্যে দুই একটি প্রকৃত রসিক পাওয়া যায় মাত্র।

পং ৫-৭। প্রকৃত রসিক কাহাকে বলে, ইহার উত্তরে বলা হইল যে প্রকৃত রসিক ব্যক্তি "স্থানান্তরে রস লইয়া, তাহাতে বিবিধ মসলা দিয়া ভিয়ান করে।" এই ভিয়ান করার উদ্দেশ্য কি? বিবর্ত্তবিলাসে এই সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—

অতএব রস লইয়া ভিয়ান করিলে।
তবে তারে রাধাকৃষ্ণ সেই কাম মিলে ॥
ইক্ষু রসে যৈছে ওলামিছরি হয়।
তৈছে দ্রব্যশক্তি হৈতে মহাভাব পায় ॥
বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, তবে খণ্ড সার।
শর্করা, সিতাওলা, শুদ্ধ-মিছরি আর ॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিকে তৈছে বাড়ায় আস্বাদ ॥

অর্থাৎ এইরূপ ভিয়ানে প্রেম নির্ম্মল হয়। রসিকগণ বিবিধ প্রণালীতে রসকে নির্ম্মল করিয়া আস্বাদন করে। এইরূপ গুণ যাহার আছে সেই রসিক। সহজ মতে প্রকৃত রসিকের এই এক বিশেষত্ব এখানে বর্ণিত হইল।

পং ৮-১৫। প্রকৃত রসিক নানা প্রক্রিয়ায় রসকে নির্ম্মল করিয়া আস্বাদন করে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই আস্বাদন করিবার প্রণালী কি, এখন

তাহাই বলা হইতেছে। প্রকৃত রসিকগণের প্রকৃতি এইরূপ হইবে যে তাহারা রসসাগরে সর্ব্বদা নিমজ্জিত থাকিয়া রস আস্বাদন করিলেও, তাহাদের রসপানের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই অতৃপ্ত রহিয়া যাইবে। যেন একটি সুবর্ণের ঘটী পূর্ণ করিয়া নির্ম্মল রসের তরল সার সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে অবিরত রস পান করা হইতেছে, অথচ তৃপ্তি হইতেছে না। প্রকৃত রসিকগণ এইরূপ ভাবে রস আস্বাদন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ অবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি সর্ব্বদাই ভগবৎ-প্রেমে বিভোর থাকিতেন, কৃষ্ণের প্রতি গোপীজনোচিত প্রেমে তিনি নিজেকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার সমাধি হইত, তিনি মিলনানন্দ উপভোগ করিতেন, আবার সমাধি ভঙ্গ হইলেই অধিকতর আবেগের সহিত মিলনের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেন। ইহাকেই বলা হইয়াছে—"খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ায়ে, উছলিয়া বহি যায়।" সহজ সাধনায় রসিকপর্য্যায়ভুক্ত লোকগণ প্রেমের জন্য এইরূপ বাউল হইবেন, ইহাই বক্তব্য। সাধারণ লোকেরা এইরূপ হয় না বলিয়াই বলা হইয়াছে যে "কোটিতে গোটিক হয়।" সমগ্র পদটি এই উক্তিরই ব্যাখ্যা মাত্র।

টীকা :—রসিক রসিক ইত্যাদি। সহজিয়ারা একটি নব রসিকের দল গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, লীলাশুক, রামানন্দ, চিন্তামণি, রামী, পদ্মাবতী এবং লছিমা নবরসিকের দলভুক্ত। এমন কি বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের সঙ্গে এক একটি প্রকৃতি জুড়িয়া দিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকেও সহজ সাধনার পথে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ এই কথা শুনিয়া অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠেন, আর সহজিয়াদের নিন্দা করেন। কিন্তু সহজিয়াদের এই প্রকার উক্তির কারণ কি তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে ধরা কষ্টকর নয়। এপর্য্যন্ত যে কয়টি রাগাত্মক পদের ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে বর্ত্তমান সহজধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্যই সহজিয়ারা বৈষ্ণব গোস্বামী ও কবিগণকেই জড়িত করিয়া সহজধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রসিক যাঁহারাই থাকুন না কেন, সহজিয়া-সাধনা-প্রচারের ফলে দেশে যে অনেক তথাকথিত রসিকের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা এই পদেই ধরা পড়ে। তাহারা যে প্রকৃত রসিক নহে, তাহা উল্লেখ করিয়া এখানে রসিকের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

কেবল যে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা ঘটিত সাধনা-সম্বন্ধেই রসিক শব্দ ব্যবহৃত

হইয়াছে, তাহা নহে, পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় সাধনাতেও ইহার শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ লক্ষিত হইয়া থাকে। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে

প্রেম নিত্যসাধ্য বস্তু সাধনের সার।
ইহা বিনে বস্তুতত্ব নাহি কিছু আর॥
পরমাত্মা-সাধন যদি নিজ দেহে হয়।
তবে বস্তুজ্ঞাতা ইহা কিবা কয়॥
হৃদয় মাঝারে তারে জানিবারে পারে।
তবে শুদ্ধসত্ব হয়, মানুষ বলি তারে॥

এবং—

তবেই সহজলোক রসের ভাণ্ডার।
রসতত্বজ্ঞাতা হৈলে রসিক নাম তার।

এই যে রসতত্ব, ইহা পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় রসজাত। সহজতত্ব-গ্রন্থে একমাত্র চৈতন্যদেবকে এই রসের যাজনকারী বলা হইয়াছে—

সহজভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের উপাসনা।
তাহার আশ্রয় চৈতন্যগোসাই-যাজনা॥
গৌড়ে আসি অবতীর্ণ কৈল।
সহজভক্তি যাজন করিব, বড় ক্ষোভ ছিল
গৌরাঙ্গের মনে।
সত্ব রজ তম ছাড়া নহে কদাচনে॥
সহজভক্তি যাজন করিল একজন।

অন্যত্র—

তাহা আস্বাদিতে এক বই নহে দ্বিতীয় জন।

এই জন্যই বলা হইয়াছে যে ভাবরাজ্যের এইরূপ রসিক এককোটি লোকের মধ্যে একজন মাত্র হয়। ইহা সহজিয়াদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কারণ এই জাতীয় উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।

৭৮২ নং পদ।

বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহত নয়।
তরতম করি বিচার করিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥

৭৯০ নং পদ।

পরতত্ত্ব কোটি মধ্যে কচিৎ জানে কেহ।

বিবর্ত্তবিলাস।

এই পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সাধনাতেই রসিক শব্দের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ, অন্যত্র ইহার অনুকরণ মাত্র।

১৩

রসের কারণে রসিকা রসিক
কায়াদি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত
যাহাতে প্রেম-বিলাস॥
স্থূলত পুরুষে কাম সূক্ষ্ম গতি
স্থূলত প্রকৃতি রতি।
দুঁহুক ঘটনে সে রস হোয়ত
এবে তাহে নাহি গতি॥
দুঁহুক জোটন বিন হি কখন
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যো কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি-সুখ কালে অধিক সুখাহ
তা নাকি পুরুষে পায়ে।

ছুঁহুক নয়নে নিকষয়ে বাণ
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ নাহিক কখন
তবে কৈছে নিকষয় ?
কাম দাবানল রতি সে শীতল
সলিল প্রণয়-পাত্র।
কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয়
পচনে পীরিতি মাত্র॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া
যবে ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে বিলাসে উপজে
তাহারে রস যে কয়॥
বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস ভণি
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ২৬শ পল্লবেও উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে উভয় গ্রন্থের মিলিত পাঠ দেওয়া হইল। পদকল্পতরুতে পদটি বিদ্যাপতির ভণিতায় দৃষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা

এই পদেও রস-বিবৃতি চলিয়াছে। প্রথম পঙ্‌ক্তির অর্থ এই—সহজিয়া সাধনায় একমাত্র রস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যেই রসিক-রসিকার মিলন বিহিত হইয়াছে, অন্য কোন কারণে (পরে বলা হইতেছে) নহে। রস আস্বাদনের জন্য রসিক-রসিকার মিলনের প্রয়োজন কি ? তাহারই উত্তরে বলা হইল (২য় পঙ্‌ক্তিতে) যে কায়াদি ঘটনে রস উৎপন্ন হয়। রস মনের অনুভূতিজাত, কিন্তু ইহা জন্মাইতে হইলে সাধারণতঃ বাহ্য উত্তেজনার প্রয়োজন হয়,

নতুবা হৃদয়ের স্থায়ী ভাবগুলি জাগরিত হয় না, ইহাই আলঙ্কারিকগণের মত (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (দক্ষিণ, ১।২) আছে—

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ॥
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।

অর্থাৎ, কৃষ্ণরতি বিভাব অনুভাব প্রভৃতি দ্বারা শ্রবণাদি কর্ত্তৃক আস্বাদনীয়ত্ব-রূপে ভক্তজনের হৃদয়ে আনীত হইলে তাহাকে ভক্তিরস বলে। এখানে কৃষ্ণরতির শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, এবং বিভাব অনুভাবাদির প্রভাব স্বীকৃত হওয়াতে তাহার রূপত্বও স্বীকৃত হইল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে রস আস্বাদন করিতে হইলে রূপত্ব গড়িয়া লইতে হয়, নতুবা উত্তেজনা সহজে হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছে না, অর্থাৎ রূপত্ব স্বীকৃত না হইলে রস আস্বাদনীয়ত্ব-রূপে অনুভব করা যায় না। এই জন্যই বলা হইল "কায়াদি ঘটনে রস।"

পং ৩-৪। কিন্তু রসিক যদি আত্মতৃপ্তির জন্য (নির্ম্মল রস আস্বাদন করিবার জন্য নহে) রসিকার সহিত মিলিত হয়, তবে তাহার ফল হয় কেবল মাত্র প্রেমের বিলাস; প্রকৃত রস আস্বাদন নহে। এখানে বলা হইল যে স্ত্রীপুরুষ আত্মতৃপ্তির জন্য মিলিত হইবে না, তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে পরম রস আস্বাদন, মিলনটা উদ্দেশ্য সাধনের সোপান মাত্র। একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

রাগ-সাধনের এমনি রীত।
সে পথীজনার তেমতি চিত॥

পদ নং ৭৮৬।

অন্যত্র—

আরোপ, রূপ-সাধন আর রস-আস্বাদন।

সহজতত্ত্বগ্রন্থ।

স্বয়ং ভগবান্‌ও রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মানুষাশ্রয় হইয়াছিলেন—

নিজ কার্য্য প্রেম-আস্বাদন, এই মনে।
সেই কার্য্য লাগি মানুষ-আশ্রয় হৈল ভগবানে॥

ঐ

অতএব নায়ক-নায়িকার মিলনে আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্য থাকিবে না, ইহাই বলা হইল।

পং ৫-৮। "কায়াদি ঘটনে রস," ইহা দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে বলা হইয়াছে। পাছে কেহ ইহার কদর্থ গ্রহণ করে, এই জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে বলা হইল যে এই "কায়া ঘটন" রসভোগের জন্য, নতুবা তাহাতে বিলাসের উৎপত্তি হয় মাত্র। এই কথা বলিবার কারণ কি, তাহাই এখন বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ সামান্য পুরুষ অন্তর্নিহিত গুপ্ত কামের প্রতিমূর্ত্তি, আর সামান্যা প্রকৃতি দেহজ রতির প্রতিকৃতি, এই উভয়ের মিলনে যাহা কিছু বিলাস-রসের উদয় হয়, এবে অর্থাৎ এই সহজ সাধনায় তাহাতে গতি নাই, বা গমন নিষেধ, অর্থাৎ এই জাতীয় রস আস্বাদনের জন্য সহজ-সাধনা অনুষ্ঠিত হয় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক লইয়া যে মিলন তাহাতে সহজ সাধনার বিধি নাই। এখানে এই একটি নূতন কথা পাওয়া যাইতেছে। ইহার অর্থ কি, এখন তাহাই বলা হইতেছে।

পং ৯-১০। পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয়েরই বিশিষ্টতা জ্ঞাপক বিভিন্নতা আছে। তাহা বজায় রাখিয়া মিলিত হওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রথায় কি তাহারা মিলিত হইতে পারে না? সহজ-সাধনার নিয়ম এই যে পুরুষ প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইবে। এই কথাই এখানে বলা হইয়াছে। সহজ-সাধনার রীতি এই—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।

রসসারগ্রন্থ।

স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগ রতি।

অমৃতরত্নাবলী।

তত্ত্বজ্ঞান যার হৈল, তাহার সাধন—
প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সেবন॥

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই জাতীয় বিবিধ উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেও করা হইয়াছে (৯নং পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আমি পুরুষ, আর তুমি স্ত্রীলোক এইরূপ ধারণা যতক্ষণ মনে আছে,

ততক্ষণ কামের বশীভূত হইতেই হইবে। ইহা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে প্রেমের সাধনা হয় না।

রমণ ও রমণী তারা দুইজন
কাঁচা পাকা দুটি থাকে।
এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তাকে॥ পদ নং ৮০৪।

অন্যত্র—

দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।
পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ পদ নং ৩৮৪।

৪নং পদের ব্যাখ্যায় ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই জাতীয় সাধনা বড়ই কঠিন, এজন্যই বলা হইয়াছে যে সহজ-সাধনায় কৃতকার্য্য "কোটিতে গুটিক হয়।"

পং ১১-১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তিতে বলা হইল যে পুরুষ প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইবে, নতুবা রসের সাধনা হইতে পারে না। এখন স্ত্রীপুরুষের মিলন সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কি বিশ্বাস, তাহাই বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ প্রকৃতিপুরুষে যাহা কিছু হয়, তাহাই রতি, প্রেম ইত্যাদি আখ্যায় প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল, প্রকৃত প্রেমের লীলা ইহাতে হয় না। কেন, তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। যাহারা উক্তরূপ ধারণার বশবর্ত্তী তাহারাই বলিয়া থাকে যে স্ত্রীপুরুষের মিলনে পুরুষ অধিক আত্মহারা হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক ততটা হয় না, এবং ইহাতে সর্ব্বদাই রস-অনুভবের তারতম্য হইয়া থাকে। এইরূপ বৈষম্য যেখানে লক্ষিত হয়, সহজমতে তাহাতে প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। কারণ—

উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে।
সাধারণী হৈলে ইথে যায় রসাতলে॥ প্রেমবিলাস।

দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে ॥
দোঁহার মন ঐক্যভাবে ডুবি এক হয় ।
তবে সে সহজসিদ্ধ জানিহ নিশ্চয় ॥

প্রেমানন্দলহরী ।

পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি
সে রতি সাধিতে হয় ।

পদ নং ৮১১ ।

অতএব এইরূপ বৈষম্য যেখানে আছে, সেখানে কামের বিলাস হয় ইহা বুঝিতে হইবে। সহজিয়া সাধনায় তাহার স্থান নাই, ইহাই বলা হইল।

পং ১৭-২১। সামান্য পুরুষ ও স্ত্রীর কাম-বিলাস সম্বন্ধেই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে (যেমন কবি বা দার্শনিকগণ বর্ণনা করেন) যে তাহাদের উভয়েরই নয়ন হইতে বাণ নির্গত হয়। এই বাণ কামের, প্রেমের নহে। কামনার তীব্রতাই বাণ স্বরূপ, রতি অর্থাৎ নির্ম্মল অনুরাগে কামের তীব্রতা নাই, কাজেই কাম-বাণের ন্যায় রতির বাণ কল্পিত হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।৩।১৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতাই রতির লক্ষণ। অতএব এই স্নিগ্ধতা হইতে কাম-বাণের উদ্ভব হয় না। যদি রতির বাণই নাই, তবে তাহা নির্গত হয় কি করিয়া? সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা কাম বিষয়ক, কিন্তু রতি বিষয়ক নহে। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার জন্যই কাম দাবানল-স্বরূপ, আর স্নিগ্ধতার জন্য রতি শীতলতা-সম্পন্ন। অতএব সাধারণ পুরুষ প্রকৃতির মিলন সম্বন্ধে রতিপ্রেম প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া যাহা বলা হয়, তাহা কাম-বিলাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সহজিয়া সাধনায় তাহার স্থান নাই।

পং ২২-২৮। রতি ও কামের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া, এখন প্রকৃত রসের বর্ণনা করা হইতেছে। জলে কাঠ খড় পচিতে দিলে, তাহা পচিয়া পচিয়া তাহা হইতে যেমন এক প্রকার রস নির্গত হইয়া ঐ কাঠ খড় দ্রব করিয়া ফেলে, সেইরূপ প্রণয়-পাত্রের জন্য কুল ইত্যাদি বিসর্জ্জন করিলে, সেই ত্যাগের উপর যে আসক্তি জন্মে তাহাই রস নামে খ্যাত। এই উপমায় প্রণয় পাত্রকে সলিলের সহিত, কুলকে কাঠ খড়ের সহিত, এবং দ্রব্যজাত রসকে প্রেমরসের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রেম যেন কুলরূপ কাঠখড় জাতীয়

বস্তুর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ, এই জন্যই তাহাকে আধেয় বলা হইয়াছে। পচিতে পচিতে যখন কাঠরূপ কুল দ্রব হয়, তখন তাহা হইতে লোভরূপ আসক্তি জন্মে। তাহার বিলাসে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই রস।

কুল অর্থ, বংশ, মর্য্যাদা ইত্যাদি। ইহা সীমা বা বন্ধনী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন অকুল সাগর, নদীর কুল, ইত্যাদি। সমাজে সতী স্ত্রীকে কুলনারী বলে, কারণ তাহা দ্বারা বংশের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় না, অথবা সে কুলাচরিত প্রথার গণ্ডী অতিক্রম করে না। তন্ত্রে কুলনায়িকা শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে ইহা বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আলোচ্য পদটিতে কুল শব্দও বিশিষ্টার্থজ্ঞাপক, পুরুষের কুল অর্থে পুরুষের পুরুষত্ব, যতদিন তাহার ঐ কঠোরতা বজায় থাকে, ততদিন সে প্রেমের রাজ্যে পৌঁছিতে পারে না, কামের বিলাস করিতে পারে মাত্র। প্রণয়পাত্ররূপ সলিলে যখন তাহা দ্রব হয়, তখন প্রেম জন্মিতে থাকে। এইরূপে পচিতে পচিতে লোভরূপ আঠাল আসক্তি জন্মে; তখন তাহার বিলাসে সে বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহাই রস। সহজধর্ম্মে রসের সংজ্ঞা এইরূপ। সহজ যে সহজ নয়, তাহার তাৎপর্য্যও এই।

লোভ:—রসসারগ্রন্থে আছে—

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈলে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
সিদ্ধে গতি হৈতে রুচি জন্মায়ে যখন।
আসক্তি-আশ্রয় রুচি জানিহ কারণ॥
আসক্তি প্রগাঢ় হৈলে ভাব সিদ্ধ হয়।
উত্তম সাধক সেই প্রেমের আলয়॥

রসের ক্রমিক অভিব্যক্তির পর্য্যায় এখানে বিবৃত হইয়াছে।

পং ২৯-৩২। এই পদটি পদকল্পতরুতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে শেষ চারি পংক্তিতে বিদ্যাপতি ঠাকুরের ভণিতা পাওয়া যায়, যথা—

ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ-সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥

আর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি) ইহা এইরূপে আছে—

বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ-সঙ্গে ॥
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥

সহজিয়ারা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে নবরসিকের দলে টানিয়া আনিয়াছেন। কয়েকটি সহজিয়া পদেও বিদ্যাপতির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য পদটি তন্মধ্যে অন্যতম। রসসার নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে, তাহাতে বিদ্যাপতির ভণিতায় নিম্নলিখিত পদ দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

সহজ না জানে যে জন আচরে
সামান্য মানিহ তায়।
সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায় ?
সহজ ভজন সহজাচরণ
এ বড় বিষম দায়।
সকাম লাগিয়া লোভেতে পড়িয়া
মিছা সুখ ভুঞ্জে তায় ॥
বামন হইয়া যেন শশধর
ধরিবারে করে আশ।
কিন্নরের গান শুনিয়া যেমন
ভেকে করে অভিলাস ॥
সুধাকর দেখি খদ্যোৎ যেমন
সমতেজ হৈতে চায়।
শত শত কোটি করিয়ে উদয়
তবু সম নাহি হয় ॥

শিব নৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে
দেবের সমাজে হাস।
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্লভ
কপিতে করয়ে আশ॥
তেমতি নৃত্য সহজ শুনিয়া
সামান্য দেহেতে যজে।
না জানে মরম করে আচরণ
কেবল রৌরবে মজে॥
লছিমা সহিতে দেহ বাড়াইনু
হেরিয়ে ও-রূপ তার।
সেই অনুভবে ব্রজভাব লইয়া
গোপী অনুগত সার॥
নিজ দেহ যেবা ঘটায় সহজ
আচরিতে করে আশ।
ভণে বিদ্যাপতি কোটি জন্ম তার
রৌরবেতে হবে বাস॥

(২)

একদিন রজকিনী সনে
চণ্ডীদাসে বসি কয়।
শ্যামের পীরিতি শুনলো প্রেয়সী
যেমন অমিয়াময়॥
আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।
তোমা আমা যেন রতি শূন্য হেন
এমতি হইলে পারে॥

এক বহি আর পুরুষ নাহিক
সেই সে মানুষ-সার।
তাহার আশ্রয় প্রকৃতি না হলে
কোথা না পাইবে পার॥
তোমা আমা যেন করিনু পীরিতি
রতি বাড়াইয়া অতি।
এমতি হইলে তবে সে পাইবে
ভণে কবি বিদ্যাপতি॥

প্রথম পদটিতে বিদ্যাপতি নিজেই বলিতেছেন যে তিনি লছিমার সহিত সহজসাধনা করিতেন, আর দ্বিতীয় পদে চণ্ডীদাস যে রামীর সহিত সহজসাধনা করিতেন তাহার সন্ধান তিনি দিয়াছেন। অর্থাৎ নবরসিকের দলের অন্তর্ভূত বলিয়া যেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই উভয়ের গুহ্য সাধন-তত্ত্ব অবগত ছিলেন। আবার এই দুইটি পদ পাওয়া যাইতেছে নরোত্তম ঠাকুরের ভণিতাযুক্ত রসসার নামক গ্রন্থে। নরোত্তম বৃন্দাবনে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে কবি গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাষা অনুকরণ করিয়া অনেক বৈষ্ণব-পদ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই বিদ্যাপতির ভাষার সহিত যে তিনি সুপরিচিত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় উদ্ধৃত পদ দুইটি মিথিলার কবি বিদ্যাপতির নামে চালাইবার প্রয়াস তাঁহার হইতেই পারে না। বোধ হয় বিদ্যাপতি নামে কোন বাঙ্গালী কবি এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, অথবা বিদ্যাপতির নামে এই সকল পদ পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়া থাকিবে।

আলোচ্য পদাংশে বলা হইয়াছে যে চণ্ডীদাস ও রূপনারায়ণ প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এই চণ্ডীদাস যে বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় (১২৬-১৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) করিয়াছেন। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ২৬শ পল্লবে কতকগুলি সহজিয়া পদের সহিত উক্ত প্রকার মিলন-ঘটিত কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পদকল্পতরু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত (সংগৃহীত) হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে ঐ সময়ের পূর্ব্বেই প্রেমমূলক বর্ত্তমান সহজিয়া

ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এবং তাহার প্রভাব বৈষ্ণবগণও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

১৪

প্রেমের আকৃতি— দেখিয়া মূরতি
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিষম দায়॥
আপন মাধুরী দেখিতে না পাই
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি করয়ে ভাবনি,
"কি হৈল, কি হৈল," বলে॥
মানুষ অভাবে মন মরিচিয়া
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া করে ছট্‌ফট্
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই॥
বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি পরে ছট্‌ফটি
চণ্ডীদাস ইহা ভণে॥

ব্যাখ্যা

সহজিয়া মতে রস কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পদে বর্ণনা করা হইয়াছে; এখন প্রকৃত রসিকের লক্ষণ কি, তাহাই বলা হইতেছে। যাহারা বাহিরের কোন সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেমে পতিত হয়, তাহারা রসিক নহে। প্রকৃত রসিক ব্যক্তিগণের প্রাণ স্বতঃই রসপ্রেমে ভরপুর হইবে, এবং তাহার আবেগে তাহারা ছট্‌ফট্‌ করিয়া কস্তুরী মৃগের ন্যায় উন্মত্ত হইবে। রূপ দেখিয়া যে প্রেম জন্মে, সেই প্রেম রসের নহে, ভোগের, তাহাতে রসিক হওয়া যায় না। নিজের মন প্রথমতঃ প্রেমে ভরপুর করিয়া নিজেকে প্রেম-পাগলা করিতে হইবে; যে ইহা করিতে পারে সেই প্রকৃত রসিকপদবাচ্য। ইহাই সহজিয়া মত।

পং ১-৪। বাহিরের কোন সৌন্দর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া যদি কাহারও মন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, এবং তাহাতে প্রেম মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তবে সে জন যে কিরূপ রসিক তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নিজের প্রাণে রস না থাকিলে, বাহিরের রসে রসিক হওয়া যায় না, ইহাই সহজিয়া মত। তবে রসিক কাহাকে বলে? ইহারই উত্তরে প্রকৃত রসিকের লক্ষণ কি, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

পং ৫-৮। কস্তুরী মৃগের অভ্যন্তরে স্বভাবতঃই কস্তুরী জন্মিয়া থাকে। মৃগ ইহার গন্ধ অনুভব করে, অথচ তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। তখন সে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে উন্মত্তের মত চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে। প্রকৃত রসিক ব্যক্তির স্বভাবও কস্তুরী মৃগের ন্যায়। রস তাহার প্রাণে স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে, আর তাহার প্রভাবে, নিজের মন যে মাধুর্য্যপূর্ণ হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সে সর্ব্বদাই অন্তরে জ্বালা অনুভব করে। তখন সে পাগলের ন্যায় হয়, এবং "কি হৈল, কি হৈল" বলিয়া ভাবনা করিতে করিতে আপনা আপনি অস্থির হইয়া উঠে। নিজের অন্তর্নিহিত রসের প্রভাবে রসিকের মনে এই প্রকার অস্থিরতা উপস্থিত হয়। চঞ্চল ভাব দেখিলেই যেমন বুঝা যায় যে মৃগের অভ্যন্তরে কস্তুরী জন্মিয়াছে, সেইরূপ রসসঞ্চারের দরুন উন্মত্ততা দেখিলেই বুঝা যায় যে লোকটি রসিক হইয়াছে।

পং ৯-১২। যখন রসিকের এইরূপ অবস্থা হয়, তখন সে রস আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু লোক অভাবে ত রস আস্বাদন করা

যায় না, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে "কায়াদি-ঘটনে রস" আস্বাদনযোগ্য হয়। লোকে রসিক হইতে পারে, কিন্তু রস আস্বাদনীয় করিতে হইলে, রূপত্বের সৃষ্টি করিয়া লইতে হয় (পূর্বালোচনা দ্রষ্টব্য)।

চরিতামৃতে আছে—

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

আদির চতুর্থে।

এখানে কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে যে তাঁহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহাকে রাধার স্বরূপ হইতে হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে এই উদ্দেশ্যেই রাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব অরূপের রূপত্ব কল্পনা রসভোগের জন্য, আর সেই রসভোগ কিরূপ, তাহা চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ অবস্থা বর্ণনায় চরিতামৃতে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন
কারে পুছোঁ কে কহে উপায়।
হা হা সখী, কি করি উপায় ?
কাহা করোঁ কাহা যাঙ কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়॥

মধ্যের সপ্তদশে।

কাহা করোঁ, কাহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥

মধ্যের দ্বিতীয়ে।

অথবা—

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ মধ্যের দ্বিতীয়ে।

ইহাকেই বলে "আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি, কি হৈল কি হৈল বলে," এবং এই ভাবেই "সদাই অন্তর জ্বলে।" "মানুষ অভাবে যে মন তরাসে আছাড় খায়, এবং আছাড় খাইয়া ছট্‌ফট্ করে," তাহার দৃষ্টান্ত চৈতন্যদেবের জীবনে আমরা দেখিতে পাই। ভগবৎপ্রেম আগে তাঁহার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল, তারপরে তিনি কৃষ্ণের খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন। প্রকৃত রসিক বলিতে কোটিতে গুটিকের মধ্যে তিনিই পড়েন, অন্য সকলে ধর্ম্মাত্মা বা গোস্বামী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন প্রেমপাগলা চৈতন্যদেবের মত জগতে খুব কম লোকই হইয়াছেন। বোধ হয় সহজিয়ারা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া প্রকৃত রসিকের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। কোন বৈষ্ণবের ইহাতে আপত্তি করিবার কোনই কারণ নাই। আলোচ্য পদটিতে এমন কথা কোথাও বলা হয় নাই যে, যে রস সম্বন্ধে ইহাতে আলোচনা হইয়াছে, তাহা ভগবৎসম্বন্ধীয় নহে। সহজিয়ারা যে কেবল মাত্র প্রাকৃত প্রকৃতি-পুরুষেরই উপাসনা করে, এই ভ্রান্ত ধারণা অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ইহা যে অমূলক, তাহা যে কয়টি রাগাত্মিক পদ লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। উন্নততর রসের ধারণা যে তাহাদের ছিল না, এমন কথা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না। অমৃতরসাবলী নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে। তাহাতে রস-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—

বাহ্যের আন্ধার মনের আন্ধার
দুই কৈল নাশ।
নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ ॥
রসপ্রেম জন্মাইয়া মূর্ত্তিমান কৈল।
সেই কালে শ্রীরূপ আসি দরশন দিল ॥

কি ক্ষণে দেখিলাঙ তারে   আকুল করিল মোরে
ধড়ে প্রাণ নাই সেই হৈতে।
আকাশে তাঁহার গুণ   মুখে বাক্য নাহি কন
ভয় নাই মায়ারে বধিতে ॥
রসগুণে রস বশ   অতি বড় কর্কশ
জীবন থাকিতে হৈল মরা।
অন্তরে প্রেমাঙ্কুর   বাহ্যে অতি কঠোর
যার হয় সেই জন সারা ॥

উন্নততর রসের ধারণা এই পদেও পাওয়া যায়। এই ধরনের উক্তি অনেক সহজিয়া গ্রন্থেই আছে। সহজধর্ম্মের এই উজ্জ্বল দিক্‌টার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনেক নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

আলোচ্য পদাংশের অর্থ এই—সাধকের মনে রস জন্মিয়াছে, এখন সেই রস আস্বাদন করিবার জন্য মানুষের (রূপের, নতুবা রস আস্বাদন করা যায় না) অভাবে তাহার মন আছাড় খাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে জীয়ন্তে মরিয়া যাইতেছে (যেমন ভাবোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যদেবের হইয়াছিল)। এখানে একটি প্রচ্ছন্ন উপমার সাহায্যে এই ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। তৃষ্ণাকুল মৃগ মরুভূমিতে জলের আশায় প্রবেশ করিয়াছে। মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে জল না পাইয়া, চমকিত ও ভীত হইয়া, আছাড় খাইতে খাইতে ছট্‌ফট্‌ করিয়া সে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। প্রকৃত রসিকের অবস্থাও ঐ মৃগের ন্যায় হইয়া থাকে। জীয়ন্তে মরা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ৬৮-৭০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

পং ১৩-২০। এইরূপ মরণ যে কি, তাহা যে জানে সেই অমরত্ব লাভ করিয়া চিরজীবী হয়, এবং এইরূপ মরণই শ্লাঘ্য।

যদি রসিকরসিকা উভয়েরই এইরূপ প্রেম-সমাধি হয়, তবে উভয়েই অমরত্ব লাভ করিতে পারে। সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারে না।

চণ্ডীদাস বলেন যে যখন প্রেম এইরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তখন সাধক উক্তরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। ইহাই প্রকৃত রসিকের লক্ষণ।

১৫

শুন শুন দিদি প্রেম-সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা দল!

কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥

আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে॥

সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥

ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগৎ তরায়
তাহাকে তরাবে কে!

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥

৭৮২ সং প।

ব্যাখ্যা

পং ১-৪। এই পদটির সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আক্ষেপানুরাগ বিভাগে সন্নিবিষ্ট অনেক পদের ভাবগত মিল আছে। তন্মধ্যে ৩৮৭ সংখ্যক পদ আলোচ্য এই অংশটির সহিত অনেকাংশে তুলনীয় হইতে পারে।

প্রেম-সুধানিধি=প্রেমরূপ সমুদ্র; চণ্ডীদাস বহু স্থানে প্রেমকে বড় জলাধারের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যথা—

পীরিতি-রসের সাগর দেখিয়া
ইত্যাদি, ৩৮৭ সং পদ।

পীরিতি-সায়রে সিনান করিব
ইত্যাদি, ৩৯০ সং পদ।

পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া
ইত্যাদি, ৩৭৯ সং পদ।

উপরে শেহালা দল। উক্ত ৩৮৭ সং পদে আছে—

গুরুজন-জ্বালা জলের সেহলা, ইত্যাদি।

"দল" প্রয়োগে অন্যান্য আবর্জ্জনাও বুঝাইতেছে, যথা—

কুল-পানীফল- কাঁটাতে সকল
সলিল ঢাকিয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ইত্যাদি, ঐ।

অতএব শেহালাদল অর্থে রূপকভাবে গুরুজন-জ্বালা, কুলকণ্টক, কলঙ্কপানা ইত্যাদি বুঝাইতেছে। এই সকল বাহ্য আবর্জ্জনা "ছানিয়া" অর্থাৎ অপসারিত করিয়া প্রেমজল পান করিতে হয়। সমুদ্রে সাধারণতঃ শেওলা জন্মে না, এজন্য উক্ত ৩৮৭ সং পদে শেওলার উপমার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য "প্রেমসাগরকে" "প্রেম-সরোবর"ও বলা হইয়াছে।

মর্ম্মার্থ :—প্রেমসমুদ্রের জল কেমন, এবং তাহা কত গভীর, তাহা আমি জানি না, কিন্তু ঐ জলের উপরে গুরুজন-জ্বালা, কুলকন্টক প্রভৃতি শৈবালরূপে অবস্থান করে, তাহা জানি। এই সকল আবর্জ্জনা অপসারিত না করিতে পারিলে প্রেমজল পান করা যায় না—ইহাই মর্ম্মার্থ। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কুল অর্থে সীমাবদ্ধতা, রূপধর্ম্মত্ব; ইহার বিনাশেই অরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্ম্মের পথে প্রগতির অন্তরায় বলিয়া ইহা পরিত্যাজ্য।

পং ৫-৮। মর্ম্মার্থ :—কিরূপ দক্ষ হইলে এই সাগরে ডুব দেওয়া যায়, এবং লোকেরা কি জন্য এই সাগরে ডুব দেয়, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে আমি নিজে ডুবিয়াও কোন রত্ন চিনিতে পারিলাম না, পিছনে পড়িয়া রহিলাম। ভবে অর্থাৎ পার্থিবতার গণ্ডির মধ্যে, এইজন্যই অপার্থিব প্রেমরত্নের সন্ধান করিতে পারি নাই।

না জানি কি লাগি ডুবে ?

ডুবিবার কারণ এই—

সিন্ধুর ভিতরে অমিয়া থাকয়ে

৩৪০ সং পদ।

অর্থাৎ অমৃত আস্বাদন করিবার জন্য। কেবল প্রেমিকেরাই নহে, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকলেই এই অমৃতের প্রয়াসী। অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করা যায়। কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তত্ত্বের সাগর মন্থন করিয়া জ্ঞানামৃত ও অমরত্ব আহরণ করেন, প্রকৃত রসিকেরা আনন্দচিন্ময়রসে মগ্ন হন, আর নিম্নস্তরের যাঁহারা পঞ্চভূতাত্মক দেহের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও জননোৎপাদন-ক্রিয়া দ্বারা বংশপরম্পরায় অমরত্ব-লাভের প্রয়াসী। বিভিন্ন প্রণায় সকলেই সেই অমরত্বের সাধনা করিতেছে।

পং ৯-১২। প্রেমসমুদ্রে যে কি রত্ন আছে, এবং তাহার স্বরূপ কি, সেই সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা নাই, তথাপি আমার মনে হয় যে ঐ জিনিষটার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। আমার এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রেমনিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি যুগল রাধাকৃষ্ণ আমার এই সঙ্কোচের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

"নন্দের নন্দন" বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যভাবাত্মক বৃন্দাবন-লীলার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, যেহেতু সহজিয়ারা একমাত্র মাধুর্য্যেরই উপাসক।

6

পং ১৩-১৬। মর্ম্মার্থ :—কেবল যে প্রেমবিজ্ঞ কিশোরা কিশোরী আমার অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছেন, তাহা নহে, ভাবরূপা সখীগণও আনন্দে করধ্বনি করিয়া সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ যুগল মূর্ত্তিতে একীভূত হইয়া মিশিয়া গেলেন, যেন আমাকে শিক্ষা দিলেন যে রূপের সহিত স্বরূপের ঐরূপ মিলনেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়।

এখানে "স্বরূপ" ও "রূপ" এই দুইটি বিশিষ্টার্থজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "স্বরূপ" সম্বন্ধে ইতিপুর্ব্বে (পুর্ব্ববর্ত্তী অনুবন্ধের ২০-২৩; ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায়) কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আলোচ্য পদাংশের মর্ম্মার্থে প্রবেশ করিতে হইবে। স্বরূপ=স্ব-রূপ, বা আত্মরূপ; এই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার কথা এখানে বলা হইয়াছে। তত্ত্ব ব্যাখ্যায় শাস্ত্রাদিতে বলা হইয়া থাকে—"ঘটপটাদিবৎ"। মৃত্তিকা দ্বারা যে সকল ঘটপটাদি প্রস্তত হয়, তাহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট, কিন্তু ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? বিভিন্ন সংজ্ঞায় ইহারা অভিহিত হইলেও, একমাত্র মৃত্তিকাই ইহাদের কারণভূত। এইরূপ বিচারে উক্ত বস্তু সকলের মূলতত্ত্বে উপস্থিত হওয়া যায়। সেইরূপ আত্মতত্ত্ব বিচারেও দেখা যায় যে আমি, তুমি, ঘট, পটাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র, সর্ব্ববিশ্বব্যাপী এক অনন্ত আত্মা হইতেই সকলের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই আত্মতত্ত্বের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। রসরত্নসারে আছে—

বস্তু আর আত্মা শুধু ইন্দ্রিয় বিবাদ॥
যাবৎ না আত্মজ্ঞান জন্মায় মনে।
বস্তু লয়ে ক্রীড়া করে ইন্দ্রিয়ের গণে॥
ফলে বস্তু আর আত্মা ভেদহীন সব।
আত্মজ্ঞানে বস্তূপাধি হয় অসম্ভব॥
ভেদবুদ্ধি চিত্তে তবে তিলেক না রয়।
আত্মরূপ বলি বিশ্বে উপলব্ধি হয়॥

ইহাই হইল আত্মজ্ঞান বা স্বরূপতত্ত্ব, এবং উক্তরূপ জ্ঞান জন্মিলেই প্রকৃত রূপতত্ত্বে প্রবেশ করা যায়। এই জন্যই আলোচ্য পদাংশে বলা হইয়াছে—

স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়া দেখিলে হয়।

অন্যত্র আছে—

স্বরূপ-তরণী বাহিতে বাহিতে
রূপ-কর্ণধার মিলে।
তরণী সেবিয়া শ্রীরূপ ভাবিয়া
বাহিয়া চলিলা হেলে॥ সহজিয়া সাহিত্য, ৬৩ পৃঃ।

অতএব সহজিয়া সাধনায় স্বরূপ ও রূপের মিশ্রণ না করিতে পারিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না—

স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া
মিশাল করিয়া থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে শ্রীমতী পাবে॥ ঐ, ৩৮ পৃঃ।

কি প্রণালীতে ইহা করা যায়?

রূপের আবেশ রূপে অনুগত
রূপেতে সকল রয়।
ইহা বুঝি যেবা একান্ত করিলে
স্বরূপে মিশাল হয়॥ ঐ, ৪০ পৃঃ।

অর্থাৎ সর্ব্বদা রূপের আবেশ হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে হইবে, অর্থাৎ সকল বস্তুতেই অনন্ত রূপের সত্তা অনুভব করিতে হইবে। কিন্তু শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝিলে চলিবে না। সহজিয়ারা প্রেমমার্গের উপাসক, তাই শাস্ত্রাদির জ্ঞানগর্ভ বিচার-মূলক যুক্তিতর্কের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা একমাত্র প্রেমের পন্থাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রেম অবলম্বনে আত্মতত্ত্ব হইতে রূপতত্ত্বে উপস্থিত হইতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম।

রসের মানুষ প্রেম সরোবরে
রাগের মানুষে পাবে।
প্রেম সরোবরে জনম লইয়া
রূপে মিশে তনু রবে॥ ঐ

রসিক মানুষ প্রেম সরোবরে অবগাহন করিয়া রাগের মানুষ হইতে পারিলে রূপতন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে। আলোচ্য পদাংশেও প্রেমের পন্থাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া "নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী" এবং "সখীগণের" উল্লেখ রূপকভাবে করা হইয়াছে।

পং ১৭-২০। মর্ম্মার্থ :—যে ব্যক্তি উক্তরূপ মহাভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পায়। সে নিজ শক্তির প্রভাবেই সিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হয়, এবং নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবুদ্ধ করিয়া (চৈতন্যদেবের ন্যায়) অপরকেও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। তাহার উদ্ধারের জন্য অন্য কোন দৈব শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

আপনি তরিয়ে ইত্যাদি। অন্য একটি পদেও আছে—

সে আপনার গুণে তরিল আপনে
তাহারে তরাবে কে ? ৮২১ নং পদ।

পুরাণাদিতেও এইরূপ উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। নারদভক্তিসূত্রে (১।৫০) আছে—"স তরতি লোকাংস্তারয়তি", অর্থাৎ সে নিজে তরে, এবং অন্যকে তরায়। বৃহন্নারদীয় পুরাণেও আছে—"পণ্ডিতগণ বলেন যে, যে ব্যক্তি হরি সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে সংসার সাগর হইতে নিস্তার করে, সে জগতকেই নিস্তার করে (৯।১২৮ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

পং ২১-২৪। মর্ম্মার্থ :—চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে এক লক্ষ লোকের মধ্যে একজন মাত্র এইরূপ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, কারণ সাধারণ লোকেরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ রূপধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিতে পারে, একমাত্র তাহারাই সহজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে, অন্যে নহে।

১৬

সহজ[১] জানিবে[২] কে।
নিবিড়[৩] আঁধার হইয়াছে পার
সহজে[৪] পশেছে[৪] সে॥[৫]
চান্দের কাছে অবলা যে আছে
সেই সে রসেরি[৬] সার।
বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে
কে বুঝে[৭] মরম[৭] তার॥
বাহিরে[৮] তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে[৮]।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকহ[৯] একের কাছে[৯]॥
যেন আম্রফল ভিতর[১০] বাহির[১০]
কুসিছাল তার কসা।
তার আস্বাদন জানে সেই জন
পূরয়ে[১১] তাহার আশা॥ [১২]
সহজ জানিতে সাধ লাগে[১৩] চিতে
সহজ বিষম[১৪] বড়।
আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিহ দড়॥[১৫]
আপনা বুঝিলে লাখে এক মিলে
ঘুচিলে মনেরি ধান্ধা।
শ্রীরূপ-কৃপাতে ইহা পাবে হাতে
সহজে মন রহু বান্ধা॥[১৬]

মন্তব্য—

অমৃতরসাবলী নামে সহজিয়া সম্প্রদায়ের এক গ্রন্থ আছে, ইহা বৈষ্ণব সহজিয়াদের চতুর্থ গ্রন্থ বলিয়া সহজিয়া সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে। উদ্ধৃত পদটি উক্ত গ্রন্থের প্রথমভাগে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা স্বরূপ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে অমৃতরসাবলীর কবিই এই পদের

প্রকৃত রচয়িতা। এজন্য এই পদমধ্যে ভনিতায় কবির নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (৭৯৩ নং পদ দ্রষ্টব্য) এই পদটিকে চণ্ডীদাসের ভনিতায় উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬, এবং ২৫২০ নম্বরের পুথিতেও এই পদটি পাওয়া যাইতেছে। এই সকল পুথিতে পদটির যে পাঠ-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।

১। এই পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে একমাত্র চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আছে—"সহজ সহজ, সহজ কহয়ে।"

২। ৩৪৩৬ নং পুথিতে "বুঝিবে"।

৩। সকল পুথিতেই "তিমির"।

৪-৪। সহজ জেনেছে, পসং।

৫। এই তিন পঙ্‌ক্তি ২৫২০ নং পুথিতে নাই।

৬। পীরিতি, পসং; অন্যত্র, পৃথিবী।

৭-৭। জানে মহিমা, ২৫২০ নং পুথি।

৮-৮। ভিতরে তাহার, তিনটি দুয়ার, বাহিরে যে কাম হয়, ২৫২০ নং পুথি।

৯-৯। একের কাছেতে রয়, ঐ।

১০-১০। অতি সে রসাল, পসং।

১১। করহ, অন্যত্র।

১২। ইহার পরে পরিষদের বহিতে আছে—

অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূত-মুকুলে॥
নবীন মদন আছে এক জন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজবধূগণ
করে তার উপাসনা।

কিন্তু ৩৪৩৬, ২৫২০ সং পুথিতে নাই।

১৩। করে, অন্যত্র।

১৪। সহজ, ঐ

১৫। এই চারি পংক্তি পরিষদের বহিতে নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে—

সহজ কথাটি মনে করি রাখ
শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥

[ইহা ৩১৩৬, ২৫২০ নং পুথিতে নাই।]

১৬। এই চারি পংক্তির স্থানে পরিষদের পুথিতে আছে—

রূপ-করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

এবং ৩৪৩৬ সংখ্যক পুথিতে আছে—

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচায় মনের ধান্ধা।
শ্রীরূপ-কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা॥

আর ২৫২০ নং পুথিতে আছে—

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচাই মোনের ধান্ধা।

তৎপরে এই চরণটি পুর্ণ হয় নাই।

দ্রষ্টব্য :—একটি ভনিতাহীন পদকে কিরূপে চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণদাসের নামে চালানো হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ব্যাখ্যা

পং ১-৩। মর্ম্মার্থ :—সহজতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না, কারণ, অজ্ঞানতারূপ নিবিড় অন্ধকার অতিক্রম না করিলে সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

টীকা :—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আলোচ্য পদটি অমৃতরসাবলী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা স্বরূপ উক্ত গ্রন্থের প্রথমভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অতএব এই পদের ব্যাখ্যা ঐ গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অমৃতরসাবলীতে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই একটিমাত্র পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্ধকার সম্বন্ধে অমৃতরসাবলীতে আছে—

বাহের আন্ধার মনের আন্ধার
দুই কৈলে নাশ।
নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ॥

অর্থাৎ বাহের অন্ধকার এবং মনের অন্ধকার এই উভয়ই দূরীভূত হইলে সহজ জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। বাহের অন্ধকার ইন্দ্রিয়জাত বিকারাদি, আর মনের অন্ধকার অজ্ঞানতা বা অবিদ্যাজাত মায়ামোহাদি। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী না হইলে, এবং অবিদ্যা ধ্বংস করিতে না পারিলে সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, ইহাই বলা হইল। এই বিষয়টি অমৃতরসাবলীতে আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, যথা—

নির্ব্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে॥
অমৃতরসাবলী।

কারণ,—

নির্ব্বিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়।
প্রেম না জন্মিলে বস্তু স্থায়ী নাহি হয়॥
অমৃতরত্নাবলী।

যেহেতু—

পঞ্চভূত আত্মাসহ পশিতে না পারে।
তমোগুণ হাথি সেই করয়ে সংহারে॥ দেহনির্ণয়।

অতএব ইহাও বলা হইয়া থাকে যে—

নিষ্কামী হইলে পাবে শ্রীরূপচরণ।
রাগসিদ্ধকারিকা।

এই জাতীয় উক্তি প্রায় সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার ৩।৪০-৪১ সূত্রদ্বয়ে আছে—"ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনটিই কামের অধিষ্ঠানভূমি, ইহারাই দেহাভিমানী মানুষদিগের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। হে ভারত, তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সকল পাপের মূল এবং জ্ঞানবিজ্ঞান-বিনাশকারী কামকে বিনষ্ট কর।" নারদভক্তিসূত্রে (১।৩৫) আছে—"বিষয়-ত্যাগ এবং সঙ্গ (আসক্তি) ত্যাগ হইলে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ করা যায়।" সাংখ্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত, কিন্তু মায়া বা প্রকৃতির সংসর্গেই তাহার বিকার উপস্থিত হয়; মায়ামুক্ত বা বিকার-রহিত হইতে পারিলেই তাহার পরমপুরুষার্থ লাভ ঘটে। অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ বিবৃতি আছে।

পং ৪-৭। চান্দের কাছে অবলা আছে, ইত্যাদি। অমৃতরসাবলীতে "আপনা জানিলে তবে সহজবস্তু জানে" এই কথা বলিয়াই আলোচ্য পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে আত্মতত্ত্ব বা নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই সহজধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। আলোচ্য পদটি তাহার পরে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ঐ পদেও যে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় কথাই বলা হইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। জ্ঞান বা যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু সহজিয়ারা এই সকল পন্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের দিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, অতএব প্রেমমার্গীয় ব্যাখ্যাই এখানে অবলম্বনীয়। অমৃতরসাবলীতে রূপকভাবে যে উপাখ্যানের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে প্রকৃতিকে একটি রমণীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে তিনি থাকেন "গুপ্তচন্দ্রপুরে", আর তাঁহার বাড়ীর বাহিরে "একটি দ্বার", এবং "ভিতরে তিনটি।" ইহারই সূত্ররূপে আলোচ্য পদমধ্যে "চান্দের কাছে অবলা আছে ইত্যাদি" বলা হইয়াছে।

এই তত্ত্বই সহজিয়ারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আনন্দভৈরব নামে তাঁহাদের এক গ্রন্থ আছে, সহজিয়া সাহিত্যে ইহাকে সহজধর্ম্মের দ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। শিবশক্তির কথোপকথন-ব্যপদেশে তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

এই কথা কহিতে শক্তি অমৃত হইল।
চন্দ্রগুণে-বিহ্বল হর ললাটে পরিল॥

শক্তি অমৃত হইলেন, আর তাঁহাকে যিনি ধারণ করিলেন তাঁহার বিশেষণ হইল এই যে তিনি "চন্দ্রগুণে-বিহ্বল"। বক্তব্য এই যে অমৃতত্বে পরিণত শক্তিকে ধারণ করিতে হইলে চন্দ্রগুণে বিভূষিত হওয়াই ধারণকারীর প্রধান বিশেষত্ব হইবে।

এখন, চন্দ্রগুণ কি? চন্দ্রের গুণ=চন্দ্রগুণ, অর্থে শীতলতা, সে জন্য চন্দ্রকে শীতাংশু বলে। সূর্য্যের উত্তাপ, এবং চন্দ্রের শীতলতা ধর্ম্মব্যাখ্যায় কাম ও প্রেমের বিশেষত্বের সঙ্গে উপমিত হইয়া থাকে—

সূর্য্যোদয়ে তপোদ্ভব, তারে বলি কাম।
চন্দ্রের কিরণে জ্যোৎস্না ধরে প্রেম নাম॥

আত্মনিরূপণ-গ্রন্থ।

অন্যত্র—

কাম দাবানল রতি যে শীতল
সলিল প্রণয় পাত্র। ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৭৭৯।

অতএব যাঁহার মধ্যে কামের অভাব এবং প্রেমের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাঁহাকেই চন্দ্রগুণে বিভূষিত বলা হয়। উপনিষদের ভাষায় তাঁহাকেই বলে "বিরজ, নির্ব্বিকার", গীতায় "স্থিতপ্রজ্ঞ" (গীতা ২।৫৫-৬১), পুরাণাদিতে "গুণসমতাপ্রাপ্ত," (বিষ্ণুপুরাণ ১।২।২৫-২৭) এবং সহজিয়া সাহিত্যে "জীয়ন্তে মৃত" ইত্যাদি। যাঁহারা এইরূপ গুণবিশিষ্ট, তাঁহাদের প্রকৃতিই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া "চান্দের কাছে অবলা আছে" ইহার পরিকল্পনা। সহজিয়ারা নানাভাবে ইহা প্রচার করিয়াছেন—

সে কেমন পুরুষ পরশ-রতন
সে বা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে (দেহজ সপ্তধাতুতে) পাষাণ পড়িলে
পরশ-পাষাণ হয়॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৮০৪।

অথবা

শুষ্ক কাঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয়। ঐ, পদ নং ৮০২।

অন্যত্র—

সমুদ্রের ঢেউ যদি সমুদ্রে মরিবে।
তবে কেন তার দেহ অপ্রাকৃত না হবে॥

বিবর্ত্তবিলাস।

অর্থাৎ বাহ্য আকর্ষণে যাঁহাদের দেহে বিকার উপস্থিত হয় না, তাঁহারাই অপ্রাকৃত দেহধারী। কামের তাপ তাঁহারা অনুভব করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকেই চন্দ্রগুণ-সম্পন্ন বলা হয়। এই জাতীয় লোকের মধ্যেই (সহজিয়া মতে) প্রকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি হয়, ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে—

প্রেমের স্থিতি চন্দ্রমণ্ডলে।

আত্মনিরূপণগ্রন্থ।

অতএব আলোচ্য পদাংশে বলা হইল যে অমৃতত্বে পরিণত প্রকৃতিই জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ, অতএব একমাত্র সাধ্য বস্তু।

দ্রষ্টব্য :—চন্দ্রে যে অমৃত আছে, এই তত্ত্ব অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রচারিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে পাওয়া যায় যে দেবতাগণ চন্দ্রমণ্ডলে অমৃত পান করিয়া থাকেন (বিষ্ণুপুঃ ২।১২।৪-৭, ইত্যাদি)। সোমরূপ অমৃত দেবতারা চন্দ্রমণ্ডলে ভক্ষণ করেন, ইহাও উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে (ছান্দোঃ উপঃ, ৫।১০।৪, এবং তাহার টীকা)। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত অমৃত দেবতারা পান করিলেন, আর বিষের ভাগী হইলেন অসুরগণ, ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় এই উপাখ্যানের সার্থকতা আছে। প্রেমের রাজ্যে অসুরভাবাপন্ন লোকেরা বিষ, এবং দেবভাবাপন্ন লোকেরা অমৃত পান করেন।

বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে ইত্যাদি। প্রকৃতিকে অমৃতত্বে পরিণত করিতে হইবে, কিন্তু সাধকের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতি বিষও হইতে পারে, অমৃতও হইতে পারে। এই জন্যই আলোচ্য পদমধ্যে বলা হইয়াছে "বিষে অমৃতে মিলন" ইত্যাদি। আর একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

নারীর সৃজন অতি সে কঠিন
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি নারিলেক বিধি
বিষমৃত একত্রে রয়॥ ৮০৫ নং পদ।

সংসারে এই সত্যের উপলব্ধি অনেকেই করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় এক একটি স্ত্রীলোক সংসারকে সর্ব্বসুখের আকর নন্দনকাননে পরিণত করেন, ইঁহারাই অমৃতরূপিণী। আর যাহাদের ব্যবহারে অশান্তির অনলে পুড়িয়া সংসার ছারখার হইয়া যায়, তাহারাই বিষ। জগৎ চলিতেছে, কিন্তু বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে ইহা ধ্বংসলীলার অভিনয়ক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, আবার ইহাও সত্য যে এক সঞ্জীবনী শক্তি ইহার অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে কার্য্য করিয়া প্রতি অণুপরমাণুতে প্রাণের সঞ্চার, পোষণ ও পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। এই জন্যই ভাবুকগণ বলিয়া থাকেন—"পৃথিবীর এক দৃশ্য শ্মশান, অপর দৃশ্য সূতিকাগার।" প্রকৃতির এই দ্বিবিধ বিশেষত্বের সন্ধান "উর্ব্বশী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দিয়াছেন—

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে॥

আবার বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইহাদের সংস্থান কল্পনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিলে দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'।
এক জনা উর্ব্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।

অন্যজনা লক্ষ্মী, সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী। ইত্যাদি

এই কবিতায় কবি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন যে একরূপে নারী কামনার রাণী, আর অন্যরূপে তিনি জগতের কল্যাণকারিণী সঞ্জীবনী শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী। সহজিয়া শাস্ত্রে এই তত্ত্বই কাম এবং প্রেম আখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে—

বিষামৃত হয় দেখ কাম আর প্রেম।
নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

যেহেতু—

একাধারেই এই উভয়ের অবস্থিতি—

এবং— প্রেম-অমৃত, কাম রহে একঠাঁই। ইত্যাদি।
বিবর্ত্তবিলাস।

অতএব রসজ্ঞ লোকেরা কামরূপ বিষ পরিত্যাগ করিয়া অমৃতরূপ প্রেম আস্বাদন করিয়া থাকেন—

রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে।
৮০৫ নং পদ।

অথবা ঐ বিষকেও অমৃতে পরিণত করেন—

বিষকে অমৃত ভাই যে করিতে পারে।
কামাতি বিষ জারি হবে প্রেমামৃতে॥
বিবর্ত্তবিলাস।

অর্থাৎ প্রেমরূপ অমৃত দ্বারা কামবিষকে জারিত করিয়া তাহাকে অমৃতময় করিতে হইবে, কারণ কাম দূরীভূত না হইলে প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে না—

কামগন্ধহীন হৈলে প্রেমের সঞ্চার।
বিবর্ত্তবিলাস।

এই তত্ত্বই পরবর্ত্তী পদাংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পং ৮-১১। বাহিরে তাহার একটি দুয়ার ইত্যাদি। যে অমৃতরসাবলীগ্রন্থ হইতে আলোচ্য পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই দ্বার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—

দশ দণ্ড বেলা যখন হইল গগনে।
মহল দেখিতে যাত্রা কৈল ছয়জনে॥
বাহির দুয়ার দেখি করিল প্রণাম।
স্থিতি দেহের হয় এই নিত্যধাম॥
এক রঙ্গ দুই রঙ্গ তিন রঙ্গ উঠে।
একতলা দুইতলা তিনতলা বটে॥
দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নাই কেবা যাইতে পারে।
তসলি কপাট আছে একটি দুয়ারে॥
তিন দ্বার হয় তার এক দ্বার মুক্ত।
দুই দ্বার নাহি ছোয় যেই হয় ভক্ত॥
মধ্য দুয়ারে সবে করিল গমনে।
আপনার স্থান বুঝি বসিলা ছয়জনে॥
হিয়ার ভিতরে বৈসে বাহে তার গুণ।
এ চৌদ্দ ভুবন তাহে করে আকর্ষণ॥
সেই গুণে মনের যে জন্মায় আনন্দ।
সেই ছয়জনার ঘটিত আনন্দের আনন্দ॥
অমৃতের গুণে আগে করে আকর্ষণ।
রসিক ভক্ত বিনে ইহা না জানে অন্য জন॥ ইত্যাদি।

এই উল্লেখ হইতে দেখা যায় যে বাহিরের দ্বারটি "স্থিতি দেহের নিত্যধাম।" গীতায় (৭।৪-৫) আছে—"ভূমি, জল, বায়, অনল, আকাশ, এবং মন, বুদ্ধি, ও অহংকার, আমার এই আট প্রকার প্রকৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটির দ্বারা পঞ্চভূতাত্মক দেহ হয়, অপর তিনটি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়, তন্মধ্যে আবার মন শ্রেষ্ঠ।" অতএব পঞ্চভূতাত্মক দেহজ প্রকৃতিই (যাহা "স্থিতি দেহের নিত্যধাম" বলিয়া বর্ণীত হইয়াছে) বাহিরের দ্বার, আভ্যন্তরিণ তিন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন মনই অবলম্বনীয়, ইহাই বলা হইল। মহাভারতের শান্তিপর্বের (২৬৮।২৩) শ্লোকে আছে—"শরীর-মধ্যস্থ আত্মার চারটি দ্বার,

ইত্যাদি।” টীকাকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদিগকেই চারি দ্বার বলা হইয়াছে। অতএব এইরূপ দ্বারের কল্পনা পুর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রাদিতেও পাওয়া যায়।

নানাভাবে এই দ্বারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫২০ নং পুথি হইতে ইতিপূর্ব্বে যে পাঠান্তর (৮-৮ নং পাঠান্তর দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বাহিরের দ্বারটিকে কামদ্বার বলা হইয়াছে, যথা—

ভিতরে তাহার তিনটি দুয়ার
বাহিরে যে কাম হয়।

চরিতামৃতকারের ভাষায় আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাই কাম—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

আদির চতুর্থে।

অর্থাৎ নিজের প্রীতি বা সুখ কামনা করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই স্বকাম বা স্বকীয়া পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত। রাগময়ীকণাতে আছে—

মত্ত হয়ে স্বকামেতে চন্দ্রাবলী রয়।
হইলে স্বকামী ভাই, এই মত হয়॥
নিজ হেতু যত কাম চন্দ্রাবলী স্থলে।
তার জন্য স্বকীয় ভাব সকলেতে বলে॥ ইত্যাদি।

সহজিয়ারা স্বকীয়া হইতে পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। দার্শনিক মতে ইহার অর্থ এই যে সকাম হইতে নিষ্কাম সাধনা শ্রেষ্ঠ। (মৎপ্রণীত “চৈতন্য পরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম” নামক গ্রন্থের ৭৯-৯৬ পৃষ্ঠায় ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।) এই নিষ্কাম সাধনাকেই সহজিয়ারা পরকীয়া আখ্যা দিয়াছেন—

পরকিয়া রতি হয় নিষ্কাম কৈতব।

ভৃঙ্গরত্নাবলী।

অতএব বাহিরের দ্বারটি পরিত্যাগ করা অর্থে সকাম সাধনা অবলম্বন না করা। এখন ভিতরের তিনটি দ্বার কি? সকাম সাধনা পরিত্যাগ করিয়া পরকীয়া বা নিষ্কাম সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে। সহজিয়া মতে এই পরকীয়া ত্রিবিধ,—(১) কর্ম্মী পরকীয়া, (২) জ্ঞানী পরকীয়া, (৩) শুদ্ধ পরকীয়া।

তন্মধ্যে—

কর্ম্মী, জ্ঞানী মিছাভক্ত না হবে তার অনুরক্ত
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।

বিপুঃ ১১৬৩।

অর্থাৎ কর্ম্মী ও জ্ঞানী পরকীয়া পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পরকীয়া আশ্রয় করিতে হইবে। ইহাই "চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া, একের কাছেতে রয়" এই পদাংশে বলা হইয়াছে।

কর্ম্মীদের বিশেষত্ব সহজিয়া গ্রন্থাদিতে এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

ভক্তিপরায়ণ হৈয়া নানা কর্ম্ম করে।
কর্ম্মবন্ধে সদা ফিরে কর্ম্মী বলি তারে॥

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

যাহারা ভক্তিপরায়ণ হইয়াও কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করে তাহাদিগকে কর্ম্মী বলে। এই পন্থা সহজিয়াদের অনুমোদিত নহে। আর—

জ্ঞানী পরকীয়া ধর্ম্ম কহে মায়াশ্রিতে।
ইহার প্রমাণ দেখ শ্রীমৎভাগবতে॥

ঐ

ভাগবতের ১০।৩৩।৩৭ শ্লোকে আছে যে নারায়ণ যখন গোপীদিগকে লইয়া বৃন্দারণ্যে বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজ ঐশ্বরিক শক্তি-প্রভাবে গোপীদের অনুরূপ মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ভগবানের এই যে ঐশ্বর্য্যলীলার ধারণা, ইহাই জ্ঞানী পরকীয়ার ভিত্তি। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

ভগবানের পরকীয়া ভরত-মুখে শুনি।
শুদ্ধ পরকীয়া নহে, পরকীয়া জ্ঞানী॥
জ্ঞান মার্গে পরকীয়া ভগবান্ কৈল। ঐ

ইহাতে ঈশ্বরত্বের ধারণা থাকে বলিয়া সহজিয়া মতে ইহা স্বকীয়া পর্য্যায়ভুক্ত—

ঈশ্বরত্ব ভজন করয়ে যেই জন।
স্বকীয়া করয়ে তারা জানিবে কারণ॥

বিপুঃ ৫৯১, ১০ পৃঃ

এবং ইহা বৈধী সাধনার অন্তর্গত—

কেবল বিধি মার্গে এই জ্ঞানী পরকীয়া।

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ৮ পৃঃ।

অতএব রাগানুগমতাবলম্বী পুর্ণ মাধুর্য্যের উপাসক সহজিয়ারা উক্ত উভয় পন্থাই পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পরকীয়া অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী। শুদ্ধ পরকীয়া সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত এই—

বিশুদ্ধ সত্বের কহি শুদ্ধ পরকীয়া।

বিপুঃ ২৫৩৩, ৫ পৃঃ।

ইহার বিশেষত্ব এই যে—

অখণ্ড নিষ্কাম তার স্বাভাবিক রতি।
সেই স্বাভাবিক রতি চৈতন্য গোসাঞি॥

ভৃঙ্গরত্নাবলী, ১১ পৃঃ।

অর্থাৎ চৈতন্যদেব যেরূপ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভাব অবলম্বন করার নাম শুদ্ধ পরকীয়া। ইহাই সহজিয়াদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বনীয় পন্থা, এই বিধিই এই পদাংশে দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়তঃ। বাহিরের দ্বারটি বৈধী সাধনা, আর ভিতরের দ্বারত্রয় রাগানুগ মতের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ক্রিয়াকাণ্ড-সমন্বিত সাধনাকে বৈধী বলে—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

চরিতামৃত, মধ্যের দ্বাবিংশে।

রাগহীন বলিয়া ব্রজভাবের ভজনায় ইহার স্থান নাই—

বিধি ভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।

ঐ, আদির তৃতীয়ে।

অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—

ছাড় অন্য জ্ঞান কর্ম্ম বিধি আচরণ।
নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম স্বকীয়া সাধন॥

রত্নসার, ৩৮ পৃঃ।

অন্যত্র—

বিধিপথ পরিত্যজ্য রাগানুগ হয়ে ভজ
রাগ নৈলে মিলে না সে ধন।

প্রেমানন্দলহরী, ৬ পৃঃ।

বাহিরের এই সকল আচার-নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের প্রেমভক্তিজাত রাগানুগ ভজন অবলম্বন করিতে হইবে। এই রাগানুগ ত্রিবিধ—(১) কায়িক, (২) বাচিক, এবং (৩) মানসিক।

সেই রাগানুগ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
কায়িকী, বাচিকী দুই, মানসিক আর॥

রাগানুগ-বিবৃতি, ১ পৃঃ।

তন্মধ্যে—

মনেতে করহ রতি শ্রীরূপ পরাণ-পতি
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর সার।

অমৃতরত্নাবলী, ৮ পৃঃ।

অন্যত্র—

রাগময়ী আত্মাতে বিহার করেন। বিপুঃ ৫৬১।

এবং—

নিজসুখ নাই মাত্র আত্মাতে রমণ।
রমিলে করিতে হয় এ সব ভজন॥

রত্নসার, ৮৮ পৃঃ।

অতএব কায়িক ও বাচিক ভজন পরিত্যাগ করিয়া মানসিক ভজন অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই এই পদাংশে বিবৃত হইল।

তৃতীয়তঃ। এই দ্বারতত্ত্বের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে।

চরিতামৃতে আছে—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥

মধ্যের অষ্টমে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, আর স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা। এই অন্তরঙ্গা শক্তি আবার ত্রিবিধ—

সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥ ঐ

তন্মধ্যে—

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম।
আনন্দচিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥ ঐ

অতএব দেখা যাইতেছে যে বাহিরের দ্বারটি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি; আর অন্তরঙ্গা শক্তির সৎ, চিৎ, আনন্দরূপ ত্রিবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে প্রেম আনন্দ-চিন্ময় রস বলিয়া রাগানুগ সাধনায় তাহাই অবলম্বনীয়, ইহাই এই পদাংশে বিবৃত হইল।

চতুর্থতঃ। এই পদের ৪-১১ পংক্তির তান্ত্রিক মতের ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে। শিবসংহিতার পঞ্চম পটলের ১০১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"নিজ দেহস্থ শিব ত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি বহিস্থ দেবকে পূজা করে, সেই ব্যক্তি হস্তস্থ ভক্ষ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণধারণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া থাকে।" অতএব বহিস্থ দেবকে পূজা করা (তাহার আনুসঙ্গিক ধ্যান পূজাদি সহ) বহিরঙ্গ সাধনার অন্তর্গত। ইহাই রূপকভাবে বাহিরের দ্বার বলিয়া কথিত হইয়াছে। তান্ত্রিকেরা এই বহিরঙ্গ সাধনা পরিত্যাগ করিয়া দেহস্থ শিবকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইহাই অন্তরঙ্গ সাধনার বিষয়ীভূত। এই সাধনায় "বুদ্ধিমান্ যোগী ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে সংযত করিয়া অধিষ্ঠিত থাকিবে" (ঐ, ১২৮ শ্লোক), ইহাও বাহিরের দ্বার রুদ্ধ করিতে বলার অর্থ হইতে পারে। মস্তকে যে সহস্রদল-কমল রহিয়াছে, তাহার নীচে এক চন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান আছে (ঐ, ১৩৮ শ্লোঃ), তাহা হইতে সর্ব্বদা অমৃত ক্ষরিত হইতেছে (ঐ, ১৩৯ শ্লোঃ), ইহাই "চান্দের কাছে অবলা আছে" বলিবার তাৎপর্য্য। মস্তকস্থ কপালরন্ধ্রে ষোড়শকলাযুক্ত

সুধারশ্মিসমন্বিত হংসনামক নিরঞ্জনকে ধ্যান করিতে হয় (ঐ, ১৯১ শ্লোঃ), এবং সহস্রার কমল হইতে যে সুধাধারা বিনির্গত হয়, সাধক সর্ব্বদা তাহা পান করিয়া মৃত্যুকে জয় করেন (ঐ, ২০৭), এ্ জন্যই চান্দের কাছে যে অবলা আছে, তাহাকেই পৃথিবীর সার বলা হইয়াছে। দেহমধ্যস্থ প্রধান নাড়ী তিনটি—ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না, ইহারাই ভিতরের তিন দ্বার বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইড়া অমৃতবাহী (ঐ, ১৪০ শ্লোঃ), আর মূলাধারে যে রবি অবস্থিত আছে, তাহা হইতে গরলময় বিষ সর্ব্বদা ক্ষরিত হইয়া পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চারিত হইতেছে (ঐ, ১৪৫-১৪৬ শ্লোঃ), এবং এই উভয় নাড়ীই আজ্ঞাপদ্মে মিলিত হইয়াছে, এ জন্যই বলা হইয়াছে যে "বিষেতে অমৃতে একত্র মিলন" ইত্যাদি। তন্ত্রের উপদেশ এই যে সুষম্নার শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিতে হয়, এ জন্যই বলা হইয়াছে যে "চতুর হইয়া দুইকে (অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলাকে) ছাড়িয়া একের (অর্থাৎ সুষুম্নার) কাছেতে থাক" ইত্যাদি। কিন্তু তান্ত্রিকমতের এই ব্যাখ্যা শক্তি-সাধন ব্যাপার যতটা নির্দ্দেশ করে, পীরিতি-সাধন প্রক্রিয়া ততটা করে না।

পং ১২-১৫। আম সুস্বাদু ফল বটে, কিন্তু তাহার বহির্দ্দেশ কটুছাল-দ্বারা আচ্ছাদিত। যে আম খাইতে জানে, সে বাহিরের ছাল পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের অমৃতোপম রস আস্বাদন করে। প্রকৃত প্রেমিকেরাও সেইরূপ বাহিরের সৌন্দর্য্যে অভিভূত না হইয়া, সারভূত রস আস্বাদন করিতেই যত্নবান্ হয়। বাহিরের দ্বার পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের দ্বারে প্রবেশ করিবার যে নির্দ্দেশ পূর্ব্ববর্ত্তী পদাংশে দেওয়া হইয়াছে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই উপমা প্রদত্ত হইল।

দ্রষ্টব্য :—পরিষদের পদাবলীতে ইহার পরে যে চারি পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (এই পদের ১২নং পাঠান্তর দ্রষ্টব্য), তাহার ভাব চরিতামৃত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উক্ত গ্রন্থে মধ্যের অষ্টমে আছে—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

পরবর্ত্তী চারি পঙ্‌ক্তিও চরিতামৃতের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে, যথা—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ মধ্যের অষ্টমে।

পরবর্ত্তী কালে এই যোজনা হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় এই আট পংক্তি ৩৪৩৬, এবং ২৫২০ নং পুঁথিদ্বয়ে নাই।

পং ১৬-১৯। সহজ কি, তাহা নির্দ্দেশ করাই আলোচ্য পদটির উদ্দেশ্য। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার পরে কবি নিজেই বলিতেছেন যে তাঁহার সহজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তিনি দেখিতেছেন যে ইহা বড়ই জটিলতাপূর্ণ। নিজেকে জানিয়া অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যদি সুজনের সঙ্গে পীরিতি করা যায়, তাহা হইলে ইহার গূঢ়মর্ম্ম জানা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ যাঁহারা নিজেকে জানেন, এবং মনের অন্ধকারও দূরীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যেও এক লক্ষে একজন সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন মাত্র। এইরূপ সাধকগণও শ্রীরূপের কৃপা না হইলে সহজ[illegible] লাভ করিতে সমর্থ হন না।

এখানে "শ্রীরূপ" শব্দটির ব্যাখ্যার প্র[illegible]ীয়তা আছে। ইহাদ্বারা শ্রীরূপ-মঞ্জরীকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ইনি কে তাহাই আলোচ্য বিষয়। সহজিয়ারা প্রেমমার্গীয় উপাসক, ইহার মূলতত্ত্ব এই যে রূপ, প্রেম, ও আনন্দ পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। সহজিয়ারা বলেন—"রসেতে রূপের জন্ম প্রেমের আলয়" (অমৃতরত্নাবলী), অর্থাৎ প্রেমের গৃহে রসেতে রূপের জন্ম, অথবা প্রেমের আশ্রয়ে রসের অনুভূতি হইতেই রূপের উদ্ভব হয়। কোন একটি বস্তু সুন্দর, ইহা যখনই আমরা অনুভব করি, তখনই বুঝিতে হইবে যে সেই বস্তুটির প্রতি আমরা আকৃষ্ট হইয়াছি, এবং তাহাতে রসানন্দও উপভোগ করিয়াছি। এইরূপ আনুকূল্য দৃষ্টি না হইলে রূপের উপলব্ধি হয় না। বস্তুতঃ প্রেমই রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অন্যে সুন্দর না বলিলেও মাতা তাহার পুত্রটিকে শ্রীমান্ বলিয়াই জানেন, কারণ তিনি স্নেহের সহিত আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে নিরীক্ষণ করেন। সেই দৃষ্টি যাহার নাই, তাহার নিকটেই উক্ত বালক রূপহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব প্রেমের সাধনায় রূপের অনুভূতিই সফলতার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে সমগ্র জগতে রূপের সত্তা অনুভব করিতে পারে, সেই প্রেমিক এবং প্রকৃত রসিক। এই জন্যই সহজিয়ারা রূপধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছেন, এবং অশরীরী এই রূপের মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া শ্রীরূপ-মঞ্জরীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সহজিয়াদের "অনুমতি দেবী," অর্থাৎ তাঁহার কৃপা না হইলে কেহই সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা বুঝাইবার জন্যই আলোচ্য পদাংশে শ্রীরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে।

অন্যত্র—

শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ-বান্ধা।

চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৭৮২।

এবং—

শ্রীরূপ আশ্রয়ধর্ম্ম যেই জন লয়।
তবে সেই রাগধর্ম্ম তাহাতে উদয়॥
শ্রীরূপের রূপ হয় নির্ম্মল তার রতি।
রাগধর্ম্ম না হইলে ব্রজে নাহি গতি॥
সেই ব্রজ-অধিকারী শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
নিত্য রসরূপ তিঁহো রাগ অধিকারী॥
তাহা বিনে রাগ বস্তু ব্রজে নাহি আর।
ব্রজ-অধিকারী তিঁহো রাগধর্ম্ম-সার॥ ইত্যাদি।

অমৃতরত্নাবলী।

সিদ্ধ দেহে গুরু শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
যাঁহার কৃপাতে পাই শ্রীরাধিকার চরণ-মাধুরী॥

সহজতত্ত্বগ্রন্থ।

রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম, এ,

লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রেস

১৯৩৩

রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা

৯

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কলপতরু॥
যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িহ কখন মোরে॥
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কিরূপ হব॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা॥

ব্যাখ্যা

সাহিত্যপরিষদের পদাবলীতে এই পদটি রামীর উক্তির পরে ৭৭৩ নং পদরূপে স্থাপিত হইয়াছে; ইহাতে প্রথমতঃ মনে হয় যে চণ্ডীদাস এই কথাগুলি রামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু আলোচ্য পদটির ১১শ পঙক্তিতে দেখা যায় যে বাশুলী চণ্ডীদাসের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন; অতএব ১ম-১০ম

পংক্তি পর্য্যন্ত বাশুলীর প্রতি চণ্ডীদাসের উক্তি, তৎপরে বাশুলীর উত্তর এই ভাবেই পদটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাশুলীদেবী চণ্ডীদাস ও রামীকে সহজ ভজন সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ১ম-৮ম সংখ্যক পদে আলোচিত হইয়াছে। এই উপদেশের জন্য চণ্ডীদাস এখন বাশুলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা বলাই পদকর্ত্তার উদ্দেশ্য।

পং ৯ম-১৪শ। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের পরে চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন— "মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব?" প্রেমের জন্য এই যে মরা, ইহার সম্বন্ধে ৫ম পদের ব্যাখ্যায় (৬৮-৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, তথাপি প্রয়োজন-বোধে এখানে আরও কিছু বলা হইল। সহজ সাধনার নিয়ম এই যে ইহাতে পুরুষ মরিয়া প্রকৃতিস্বরূপ হইবে। অনেক সহজিয়া গ্রন্থেই এই রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।

রসসার।

এইভাবে পুরুষ যখন প্রকৃতি হয়, আর প্রকৃতি যখন রতি পরিত্যাগ করে, তখনই "দোঁহার" মরণ হয়। এই কথাই আলোচ্য পদমধ্যে বলা হইয়াছে। এই অবস্থা না হইলে রাগ জন্মিতে পারে না—

স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগরতি।

অমৃতরত্নাবলী।

এবং

প্রকৃতি আশ্রয় বিনে প্রেম নাহি হয়।

রত্নসার।

অতএব সহজিয়া সাধক—

আপনি প্রকৃতি হবে আনুকূল্য করি।

রত্নসার।

এবং

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সেবন।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

পুরুষের এই যে প্রকৃতিভাব, ইহা সহজিয়াদের মনগড়া কথা নহে; কবি, দার্শনিক সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "পূর্ণতা" শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

> আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
> পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
> মুহূর্ত্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
> ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
> মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
> উঠেছ আমার শোকযজ্ঞ-হুতাশনে
> নবীন নির্ম্মলমূর্ত্তি,—আজি তুমি, সতি,
> ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,—
> নাহি তাহে শোক, দাহ, নাহি মলিনিমা—
> ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা—
> নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোর চিত্ত সনে।
> তাই আজি অনুভব করি সর্ব্বমনে—
> মোর পুরুষের প্রাণ গিয়াছে—বিস্তারি'
> নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী।

আবার প্রেমনেত্রে দেখিলেও দেখা যায়—

> শুধু একা পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
> তুমি, এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি
> মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি বিশ্রাম রূপিণী।
>
> চিত্রাঙ্গদা।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে মানুষের "দেহাভিমান", "প্রমত্ততা" বা "ত্রিগুণ-বশীভূত অবস্থাই" পুরুষ-ভাব। এই সকল পরিত্যাগ না করিলে ধর্ম্মজগতে উন্নতি লাভ করা যায় না। ভগবান্ বলিয়াছেন—

> যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
> তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥
>
> গীতা, ২।৫২।

অর্থাৎ যখন তোমার বুদ্ধি দেহাভিমান-জনিত মোহ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ভাগবতেও (৫।১১।৪) আছে—যাবৎ পুরুষের মন সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণের বশীভূত থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহা নিরঙ্কুশ হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা পুরুষের ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম বিস্তার করে, কিন্তু নির্গুণ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। অতএব মনকে গুণাতীত করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃতি-ভাব। ভরতের উপাখ্যানে "স্বাং প্রকৃতিং ভজিষ্যসীতি" উক্তির ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং অপ্রমত্ততাম্" (ভাগবতের ৫।১০।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অতএব প্রমত্ততাই পুরুষভাব, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এজন্য সাধনার প্রয়োজন হয়, কারণ পুরুষদিগের আপনা হইতে জ্ঞান, ভক্তি বা বৈরাগ্য কিছুই হইতে পারে না। (ভাগবত, ৩।৭।৩৯)। আবার ইহাও ঠিক যে পুরুষের যাহা কিছু পুরুষত্ব আছে তৎসমুদায়ই কৃষ্ণানুকম্পিত (ভাগবত, ১০।৮৯।৩৩)। এই ধারণা যাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাঁহার অহঙ্কার করিবার কিছুই থাকে না, তাঁহার পুরুষ-ভাব চলিয়া যায়। এই জন্যই চরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

> অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
> রাত্রিদিনে চিন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
>
> মধ্যের অষ্টমে।

প্রেম ও দর্শনের দিক্ দিয়া প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচিত হইল। এই সকল তত্ত্বই সহজিয়ারা নানাভাবে প্রচার করিয়াছেন, যথা—

> লোভ, মোহ, দম্ভ আদি ত্যাগ করিবে।
> গোপী সঙ্গে গোপী হৈলে কিশোরী পাইবে॥
>
> রাগসিন্ধুকারিকা।

> নির্ব্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
> বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে॥
>
> অমৃতরসাবলী।

> নির্ব্বিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়।
>
> অমৃতরত্নাবলী।

পঞ্চভূত আত্মাসহ পশিতে না পারে।
তমোগুণ হাথি সেই করয়ে সংহারে ॥

দেহনির্ণয়গ্রন্থ।

তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে। ইত্যাদি। চণ্ডীদাস, পদ নং ৭৯৬।

ঘোর তান্ত্রিক সাধনায় এই প্রকৃতি-ভাবেরও একটা বিশেষ অর্থ আছে। সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ৭০ পৃষ্ঠায় এবং ৮ম পদ-ব্যাখ্যায় ("ব্যভিচারীর" ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য সহজিয়া পদেও এই রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীতি
দেহরতি নাহি রয়।
প্রকৃতি প্রভাবে স্বভাব রাখিবে
এ কথা কহিতে ভয় ॥
পুরুষের রতি শূন্য দিয়া তথি
প্রকৃতি রসের অঙ্গ।
প্রকৃতি হইয়া পুরুষ আচরে
করিবে নারীর সঙ্গ ॥
চণ্ডীদাসের পদাবলী, পরিশিষ্ট, পদ নং ২।

নিষ্কামী হইয়া রাধা রতি লঞা
একান্ত করিয়া রবে।
তবে সে জানিবে দেহ রতি শূন্য
প্রকৃতি জানিতে পাবে ॥
ঐ, পদ নং ৩।

ভাবার্থ:—চণ্ডীদাসের প্রশ্ন ছিল এই যে, তাঁহারা উভয়ে (অর্থাৎ চণ্ডীদাস এবং রামী) মরিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। তদুত্তরে বাশুলী দেবী একমাত্র চণ্ডীদাসকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমি মরিয়া রজক-কন্যার রূপত্ব প্রাপ্ত হইবে।" তৎপরে ইহা আরও স্পষ্ট-রূপে ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন,—"তুমি পুরুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি-ভাব গ্রহণ

করিবে। তখন তোমাতে আর রামীতে কোনই প্রভেদ থাকিবে না, এবং এইরূপে উভয়ে একরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিত্যাখ্য পরম ধামে গমন করিবে।" এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চণ্ডীদাস ও রামীর নাম ব্যবহার করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "চণ্ডীদাস মরিয়া রজক-ঝি হইবে" অর্থাৎ "পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হইবে," ইহা বাশুলীরই উক্তি। অতএব চণ্ডীদাস এবং রজক-ঝি বা রামী এখানে উদ্দেশ্য-সাধক সংজ্ঞা মাত্র; ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় এই সংজ্ঞাদ্বয় প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে ইহাদের প্রয়োগ-মূলক আর কোন সার্থকতা নাই।

একদেহ ইত্যাদি :—৫২শ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিত্য :—১ম পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পীরিতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা?
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই।
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাস কহে রসের রতি॥

ব্যাখ্যা

পং ১—২। ইহার ব্যাখ্যা ৮ম পদের টীকায় বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজভাবের উপাসনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, সহজিয়ারাও তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় ব্রজ, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণব সম্পর্কই ধরা পড়ে।

পং ৩—৪। সহজ সাধনায় পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই সমপর্য্যায়ের রসিক হইবে, নতুবা তাহাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না। প্রেম-বিলাস গ্রন্থে আছে—

উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে।
সাধারণী হৈলে ইথে যায় রসাতলে॥

অন্যত্র

দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে॥
দোঁহার মন ঐক্য ভাবে ডুবি এক হয়।
তবে সে সহজ সিদ্ধ জানিহ নিশ্চয়॥

প্রেমানন্দলহরী।

পং ৫—৬। সহজিয়া মতে প্রকৃত রাগ বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে অণুমাত্রও শারীরিক সম্বন্ধ নাই, এখানে ইহাই বলা হইল। ইতিপূর্ব্বে ৮ম পদের ব্যাখ্যায় ("ব্যভিচারী হৈলে" ইত্যাদির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। চোখে চোখে, মনে মনে ভালবাসা সহজিয়াদের প্রেম সাধনার প্রকৃষ্ট রীতি। আনন্দ-ভৈরবে আছে—

সাক্ষাতে দেখিবে অন্তরে ভাবিবে গুণ।

অন্যত্র

মনেতে করহ রতি শ্রীরূপ পরম পতি
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর সার।

অমৃতরত্নাবলী।

পং ৭—১৪। রাগের উদয় কি ভাবে হয়, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। কবিরা নায়িকাকে নায়কের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সময়ে নানাভাবে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর নায়ক যখন নায়িকার প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যই প্রধানতঃ তাঁহার মনকে মোহিত করিয়া থাকে। রাগের উদয়ের ইহাই প্রাথমিক কারণ। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় এই সাধারণ মনস্তত্ব সহজিয়ারা উপেক্ষা করেন নাই। যাহা মানবের সহজ বা স্বভাবসিদ্ধ, যে সত্যের উপর পার্থিব প্রেমতত্ব প্রতিষ্ঠিত, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। মদন, মাদন প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা এই তত্বই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জাতীয় উক্তি অন্যান্য সহজিয়া গ্রন্থেও পাওয়া যায়, যথা—

মদন, মাদন, আর শোষণ, স্তম্ভন।
সম্মোহন আদি করি রসিক-করণ॥
মদন, মাদন দুই-নেত্রে অবস্থিতি। ইত্যাদি।

রত্নসার।

রস-বিশ্লেষণের জন্য এই প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে।

১১

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পদ্মমণি।
কীটের স্বভাব-দোষে তাহে নহে ধনী॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হৈলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশিযোগে শুকসারী এই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায়॥

ব্যাখ্যা

পং ১—২। এখানে পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। লোচন-দাসের রসকল্পলতিকা গ্রন্থে আছে—

এক বস্তু দুই কাম মদন যার নাম।
কামের বিষয় মদনের প্রেম দান॥

এবং

এই মদন-তত্ত্ব রাধা চন্দ্রমুখী।
কৃষ্ণতত্ত্ব কন্দর্প, রাধাতত্ত্ব মদন॥

আবার

পুরুষ প্রকৃতি দুই কাম আর মদন।
নায়ক-নায়িকা-তত্ত্ব রসের কারণ॥

অতএব কামরূপে কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে, আর মদনরূপে রাধাকে বুঝাইতেছে। কৃষ্ণকে কাম বলে কেন, তাহারও ব্যাখ্যা রত্নসার নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়—

যেই হেতু সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করে।
স্থাবর জঙ্গম আদি সর্ব্বচিত্ত হরে॥
সকলের মন যেই কামে হরি লয়।
অতএব কামরূপে কৃষ্ণ নিশ্চয়॥

এবং

কামরূপী কৃষ্ণ কহেন, "শুন ভক্তগণ।
স্বসুখ ছাড়িয়া কর আমারে ভজন॥"

আবার

এইত আপনি কৃষ্ণ কাম-কলেবর।
কামরূপে নানামূর্ত্তি ধরে নিরন্তর॥

এই সম্বন্ধে ১ম পদের ব্যাখ্যায় (১২-১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

তাহার পিতার পিতা ইত্যাদি। এখানে প্রথমতঃ একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম পংক্তিতে কাম ও মদনের কথা বলা হইয়াছে, অথচ দ্বিতীয় পংক্তিতে তাহাদের পরিবর্ত্তে "তাহার" এই একবচনান্ত সর্ব্বনাম পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পদকর্ত্তার অসাবধানতাবশতঃ হয় নাই, বরং সুসঙ্গতই হইয়াছে। কাম ও মদনের পূর্ব্বপুরুষের খোঁজ করিতে গেলে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী গ্রন্থে আছে—

পরমপুরুষ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি।
ইচ্ছা হৈলে তিঁহো চান মায়া প্রতি।
গোলোক বৈকুণ্ঠ হৈতে করেন ঈক্ষণ।
তেজোরূপী পরমাত্মা প্রবেশ তখন॥

এবং

দেহে আসি পরমাত্মা হৈল অবতীর্ণ।

পরমেশ্বরই যে পরমাত্মা রূপে দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হন ইহা বেদান্তের শিক্ষা। উপনিষদের সোঽহমস্মি, তত্ত্বমসি, প্রভৃতি ঋষিবাক্য এই সত্যই প্রচার করিতেছে। আর ঐ "ঈক্ষণ" করিবার কথাও উপনিষদ্ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্; তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" (ছান্দো°—৬।২।১); "স ঐক্ষত —লোকান্ নু সৃজা ইতি" (ঐত°—১।১।২); "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" (প্রশ্ন°—৬।৩-৪) ইত্যাদি উপনিষদ্-বাক্য। পুরাণাদিতে ইহাই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে এখানে বৃহন্নারদীয় পুরাণের বাক্যই উদ্ধৃত হইল :—

যেনেদমখিলং জাতং ব্রহ্মরূপধরেণ বৈ।
তস্মাৎ পরতরো দেবো নিত্য ইত্যভিধীয়তে॥ ঐ, ৩।১৮।

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মারূপে অখিল জগতের সৃষ্টিকর্তা, তদপেক্ষা পরমদেব "নিত্য" নামে আখ্যাত। এই নিত্যদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—"তুমি পরমেশ্বর, পরস্বরূপ, পর হইতে পর, এবং পরম হইতে পরম, তুমি অপারের পার, পরমাত্মার সৃষ্টিকর্তা, ও অন্য হইতে পরম পবিত্রকারী, তোমাকে নমস্কার" (ঐ, ৪।৮৪)। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিত্যদেব হইতে ব্রহ্মা বা পরমাত্মার উদ্ভব হইয়াছে, আর এই পরমাত্মাই তেজোরূপে দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হন। এখন, এই দেহমধ্যে পরমাত্মা কি ভাবে অবস্থান করেন, সহজিয়া মতে তাহার ধারণা কি, তাহাই দেখা যাউক। উক্ত নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতেই আছে—

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে স্থিতি।
দেহ-নিরূপণ তরে কহেন নিশ্চিতি॥

অন্যত্র

এক প্রভু দুই হৈলা রস আস্বাদিতে।
দুয়ে এক হৈয়া পূর্বে আছিলা নিশ্চিতে॥
এখন দুয়েতে দেখ রহে এক হৈয়া।
দেহ মধ্যে দুই জন দেখ বিচারিয়া॥

বাম অঙ্গে প্রকৃতি পুরুষ দক্ষিণে।
দুই দেহে দোঁহে আছে ভাবি দেখ মনে॥

এবং

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে জোড়া।
দুই তনু এক আত্মা কভু নহে ছাড়া॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে পরমাত্মা পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই পুরুষ ও প্রকৃতিই যে কাম ও মদন আখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব দাঁড়াইল এই—কাম ও মদন একীভূত হইয়া জীবাত্মা রূপে দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই জীবাত্মার (একবচনান্ত সর্ব্বনাম "তাহার" দ্বারা যাহাকে বুঝাইতেছে) উদ্ভব হইয়াছে পরমাত্মা হইতে, আর পরমাত্মার উৎপত্তি হইয়াছে নিত্যদেব হইতে। কাজেই নিত্যদেব হইলেন কাম ও মদনের পিতার পিতা, তিনিই সহজ মানুষ। বিবর্ত্ত-বিলাসে এই পদটি উদ্ধৃত করিয়া লেখা হইয়াছে—

কাম মদন যে, দুইয়ের পিতা যেহ।
তার পিতা যারে কহি, সহজ মানুষ সেহ॥

এই জন্যই নিত্যদেবের আদেশে বাশুলী সহজধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, এবং তিনি নিত্যেতে থাকেন, ইত্যাদি তত্ত্ব সহজিয়ারা প্রচার করিয়াছেন। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সহজিয়ারা বৈদান্তিক মত অনুসরণ করেন, উপনিষদের ব্রহ্মকেই তাঁহারা নিত্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। কৃষ্ণকেও তাঁহারা নিত্যদেবের নিম্নে আসন প্রদান করিয়াছেন, যথা—

নরবপু দেহ এই মানুষ আকার।
সে মানুষ অনেক দূর এ মানুষের পার॥
জন্মমৃত্যু নাহি তার নহে সে ঈশ্বর।
গোলোকের পতি যারে ভাবে নিরন্তর॥
সেই মানুষ হৈতে বহু কৈল পরিশ্রম।
ব্রজপুরে নন্দঘরে লভিল জনম॥
সহজবস্তু সহজপ্রেম সহজ মানুষ হ'য়া।
লীলা করে গোপীসঙ্গে মায়া আচ্ছাদিয়া॥ অমৃতরসাবলী।

অন্যত্র

কত শত জন কৈল বহুশ্রম
কেহত যাইতে নারে।
শিব হলধর সে নহে গোচর
গোলোকনাথ ভাবে যারে ॥

অমৃতরসাবলী।

কৃষ্ণও অন্যকে চিন্তা করেন এইরূপ কথা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও লিখিত আছে। নারদ বদরিকাশ্রমে নারায়ণকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি যাইয়া দেখেন যে নারায়ণ নিজেই ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে নারায়ণ তাঁহার মুখ্যা প্রকৃতির ধ্যান করিতেছেন। কৃষ্ণেরও উপাস্য আছে, ইহা সহজিয়াদের উদ্ভট পরিকল্পনা নহে।

পং ৩-৪। এক জাতীয় উপাসনায় পরমাত্মাকে পুরুষাকারে কল্পনা করিয়া দেহমধ্যে স্থাপন করা হয়। এই বিষয়ক আলোচনা ব্রহ্মসূত্রের ১।২।৩০-৩৩ সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১।২।৩২ সূত্রে বলা হইয়াছে যে "সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি," অর্থাৎ "সম্পৎ (একের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া অপরকে তদ্রূপে উপাসনা করা) উপাসনার জন্য এইরূপ করা হইয়া থাকে, ইহা জৈমিনি আচার্য্যও মনে করেন।" ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।১।১ সূত্রেও আছে—"অথ যদি-দমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, ইত্যাদি;" অর্থাৎ "এই যে ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে।" এই সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে "পুরমেবোপাসকশরীরং নির্দ্দিশ্য ইত্যাদি," অর্থাৎ "উপাসক-শরীরকে ব্রহ্মপুর শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" এই দেহমধ্যে পরমাত্মা কোথায়, কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহার সন্ধানও পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যের ৫।১৮।২ সূত্রে আছে "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ, ইত্যাদি।" ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—"উপাসকস্য মূর্দ্ধৈব পরমাত্মমূর্দ্ধভূতা দ্যৌরিত্যর্থঃ," অর্থাৎ উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় দ্যুলোক, ইত্যাদি। পরমাত্মা নিষ্পাপ, জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-পিপাসা-রহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প (ছান্দো° ৮।১।৫)। ইঁহাকে জানিলে সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দগতি হয়, এবং যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে (ঐ, ৮।১।৬; ৮।২।১০)। এমন কি এই দহরাকাশ উপাসনা-দ্বারা নিষ্পাপাদি

কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় (শ্রীভাষ্য, পরিষদ্-সংস্করণ, ৫৬৭ পৃঃ)।

আলোচ্য পংক্তিদ্বয়েও এই কথাই বলা হইয়াছে। এখানে "ব্রহ্মাণ্ড" অর্থে "ব্রহ্মপুর" বা মানবদেহ, যথা—"জগৎ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড কহি আপন শরীরে।"—বিবর্ত্ত বিলাস। "তাহা" অর্থে "সেই পরমাত্মা" যাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পংক্তিতে বলা হইয়াছে যে তিনি কাম ও মদনের পিতা। অতএব ভাবার্থ হইল এই—সেই পরমাত্মা দূরে অর্থাৎ শরীরের বহির্দ্দেশস্থ স্বর্গাদি কোন স্থানে থাকেন না। তিনি নিকটে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড আখ্যাত এই দেহের মধ্যেই আছেন। কিরূপ ভাবে আছেন? ইহার উত্তরে বলা হইল যে, কোন মূর্ত্তি চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া যেরূপ থাকে, সেইরূপ ভাবে আছেন। "চিত্রপটের" বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত ৫।১৮।২ সূত্রটি ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল—"উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় দ্যুলোক, উপাসকের চক্ষুই পরমাত্মার চক্ষুস্থানীয় আদিত্য, উপাসকের প্রাণই পরমাত্মার প্রাণস্থানীয় বায়ু, উপাসকের দেহমধ্যই পরমাত্মার দেহমধ্যভূত আকাশ, ইত্যাদি।" এই ভাবে পরমাত্মার আকৃতি উপাসকের দেহমধ্যে কল্পনা করা মানস-পটে অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। এতদ্ভিন্ন সমভাবে নিত্য-বর্ত্তমান সাক্ষিভূত পরমাত্মা নিরহঙ্কার, নিষ্ক্রিয়, এবং নির্লিপ্ত বলিয়াও "চিত্রপট" পরিকল্পনার সার্থকতা লক্ষিত হয়। এই জন্যই এখানে "চিত্রপট" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

দূরে নহে আছয়ে নিকটে। এই জাতীয় কথা রাধারস-কারিকাতেও পাওয়া যায়, যথা—

> বৈকুণ্ঠ ভিতরে নাহি, নাহিক বাহিরে।
> সেই বস্তু জগতে আছে ভকত অন্তরে॥

ধর্ম্মজগতে এই কথাগুলি অতিশয় মূল্যবান্। এক প্রকার উপাসনা আছে যাহাতে বাহিরের দেবতার আরাধনা করিয়া ঐ দেবতার সাহায্যে লোকে মুক্তি কামনা করে। আর এক প্রকার উপাসনা আছে যাহাতে নিজের আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিয়া নিজের মুক্তি নিজে করিতে হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> আমাকে তুমি করিবে ত্রাণ
> এ নহে মোর প্রার্থনা।
> তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

উপনিষদের "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ," এই বাণীটির মূলেও এই ধারণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে জীবাত্মার স্বরূপও অবশ্য জ্ঞাতব্য, এই কথা নানাভাবে উপনিষদে প্রচারিত হইয়াছে। সহজিয়ারাও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রয়াসী—

আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।

অমৃতরসাবলী।

ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই জন্যই তাঁহারা দেহ ও আত্মা এই উভয়েরই স্বরূপনির্ণয়ে ব্যস্ত হইয়াছেন। পরমাত্মাকে শরীরে স্থাপন করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

শরীরের রাজা এই পরমাত্মা গণি।

রসতত্ত্ব।

দেহমধ্যে অধিকারী পরমাত্মা মহাশয়।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই দেহে সেই প্রভু সদা বিরাজমান।

আত্ম-নিরূপণ গ্রন্থ।

অতএব

সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজদেহ জানিলে আপনে হবে স্থির॥

অমৃতরত্নাবলী।

দেহতত্ত্ব জানিলেই সব হয় স্থির।
দেহমধ্যে সব আছে বুঝহ সুধীর॥

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

ভজনের মূল এই নরবপু দেহ।

অমৃতরসাবলী।

এই পরমাত্মা যে দেহমধ্যে কোথায় থাকেন, তাহার নির্দ্দেশও সহজিয়ারা করিয়াছেন—

পরমাত্মা থাকেন কোথা ? শিরে সহস্রদল পদ্মে।

স্বরূপ-কল্পতরু।

দেহের ভিতরে আছে সরোবর অক্ষয়।
পরমাত্মা হন তিঁহো অক্ষয় অব্যয়।
পরমাত্মা স্থিতি স্থান অক্ষয় সরোবর।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

সেই সরোবরে আছে সহস্র কমল।
মহাসত্ত্বা শুদ্ধসত্ত্বা তার পরিমল॥

মহাসত্ত্বা অধিকারী পরমাত্মা হয়।

অমৃতরত্নাবলী।

অতএব পরমাত্মা যে দূরে নয়, নিকটে আছেন, অর্থাৎ দেহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, এই ধারণা সহজিয়াদের স্বাভাবিক। পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারগণের মতের অনুবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মনগড়া কথা নয়, বেদান্তের শিক্ষা মাত্র। ব্রজভাব লাভেচ্ছু উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মানম্ মাম্ একমেব শরণং যাহি" বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তদনুসারে বিশুদ্ধ সহজপন্থিগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবে তথা প্রকাশমান জগতে কৃষ্ণবুদ্ধি করিয়া থাকেন। সুতরাং এভাবেও সাধ্যতত্ত্ব সর্ব্বদা নিকটেই বর্ত্তমান।

পং ৫—৮। পরমাত্মা যে মানবদেহে মস্তকে সহস্রদল-পদ্মে বিরাজ করেন তাহা বলা হইয়াছে। তৎপরে এখন বলা হইতেছে যে পরমাত্মা দেহমধ্যে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও মানব তাহা বুঝিতে পারে না। সাপের মাথায় মণি থাকিলেও যেমন সাপ ঐ মণি-দ্বারা নিজেকে ধনী মনে করে না, অথবা গাভীর মাথায় গোরোচনা জন্মিলেও যেমন গাভী তাহার গুণ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ দেহমধ্যে পরমাত্মাকে পাইয়াও মানবগণ তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারে না। এই দুইটি উপমা-দ্বারা এখানে বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মানবগণের এইরূপ অজ্ঞতার কারণ কি ? উপনিষদের মত উদ্ধৃত করিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে মানুষ পরমাত্মার অংশসম্ভূত (ছান্দো°, ৬।৯।২, ৪।১১।১ ; মুণ্ড°, ২।৩ ; কঠ, ১।১৪, ৩।১২, ইত্যাদি)। কিন্তু জন্মের পরই মোহ, মায়া বা অজ্ঞানতা দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহারা সংসারে জড়িত হইয়া পড়ে (সাংখ্য,

৬।১৬ ; যোগ, ২।২৪, ইত্যাদি)। তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা এই মোহের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই তাহারা পুনরায় মুক্ত হইতে পারে (ছান্দো°, ৭।১।৩ ; কঠ, ২।২।১২ ; সাংখ্য, ১।১০৪ ; যোগ, ২।২৬ ; ইত্যাদি)। সহজিয়া গ্রন্থাদিতেও ঠিক এই কথাই পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের শক্তি সেই জীবের হৃদয়ে।
স্বরূপের শক্তি সত্য ইহা মিথ্যা নহে ॥
ঈশ্বরের শক্তি যেই জ্বলিত জ্বলন।
জীবেতে স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
সেই শক্তিকণা তেঁহো হয় অগ্নিময়।

আত্মনিরূপণগ্রন্থ।

অন্যত্র—

এই মত মনুষ্য ঈশ্বর জ্ঞাতিগণ।

রত্নসার।

কিন্তু জন্মের পরে—

তারপর বিষ্ণুমায়া আসিয়া বেড়িল।
কোথা প্রভু নিজবস্তু সর্ব্ব পাসরিল ॥

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

এই যে মায়া, তাহাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ নিজের স্বভাব বিস্মৃত হয়। এই জন্যই পরমাত্মা দেহমধ্যে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না।

পং ৯-১২। কৈতব অর্থ কপটতা, ছল বা মোহ।

চরিতামৃতে আছে—

অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বাঞ্ছা এই সব ॥

আদির প্রথমে।

মানুষের অজ্ঞানান্ধকারকেই এখানে কৈতব শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আলোচ্য

3

চারি পঙ্‌ক্তির অর্থ এই—"এই যে সুন্দর মানব-দেহ যাহাতে পরমাত্মা অবস্থান করেন (এই জন্যই সুন্দর বলা হইয়াছে), তাহাতেও মায়ামোহজনিত কৈতব বর্ত্তমান আছে। এই কৈতবদ্বারা অভিভূত হইলে লোক দুঃখরূপ বিষের সাগরে নিমজ্জিত হয়। কৈতবই কামনার উদ্রেক করে, এবং ইহাই দুঃখের কারণ। অতএব অকৈতব না হইলে মুক্তি লাভ করা যায় না। এখানে বলা হইল যে অকৈতব বৃক্ষের মূল নাড়িলেও তাহাতে কোন ফল হয় না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি অকৈতব হন, তাহা হইলে তিনি মায়া-দ্বারা কিছুতেই অভিভূত হন না। ইহাই সাঙ্খ্যের মতে পরমপুরুষার্থ।

পং ১৩-১৪। নিদ্রার আবেশে কপাল পানে চাওয়ার অর্থ ধ্যানস্থ হইয়া তত্ত্বদর্শী হওয়া। মেয়ে অর্থ প্রকৃতি, আর এই প্রকৃতিই মায়া (তুঁ—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌, ৪।১০)। অতএব ভাবার্থ হইল এই যে, আত্মস্থ হইয়া তত্ত্বদর্শী হইতে চেষ্টা কর, দেখিবে যে এই পৃথিবী একমাত্র মায়ার খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিত্রপটে অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের "সিনেমার" চিত্রের ন্যায়, মায়াই পৃথিবীতে নৃত্য করিয়া যাইতেছে; সবই ছলনা, দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র।

"নিদ্রা" ও "কপাল" শব্দদ্বয় যোগশাস্ত্রাদি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। পতঞ্জলীর ১।৩৮ সূত্রে আছে যে যোগীরা সাত্ত্বিক নিদ্রাদ্বারাও মন স্থির করিতে পারেন। "দেশবন্ধ চিত্তের ধারণাদ্বারা" অর্থাৎ শরীরের অংশবিশেষ, যেমন নাভি, হৃদয়, মস্তক, বা কপালে মন স্থির করিয়া ধ্যানস্থ হইতে হয় (যোগ, ৩।১)। আনন্দলহরী নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের ৪১ শ্লোকে আছে—"আজ্ঞাচক্রে, দুই চক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, অবস্থিত শতসহস্র চন্দ্রসূর্য্যের প্রভায় উদ্ভাসিত পরমশম্ভু শিবকে আমি প্রণাম করি। তিনি তথায় পরমা চিৎ শক্তির সহিত অবস্থান করিতেছেন," ইত্যাদি। অতএব ধ্যানযোগে "কপাল" পানে চাহিয়া চিন্তা করা, যোগেরই প্রকারভেদ মাত্র।

দ্রষ্টব্য :—ইংরাজী সনেটের অনুকরণে মাইকেল বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রবর্ত্তন করেন, ইহাই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু মাইকেলের বহুপূর্ব্বেই এই জাতীয় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ছিল। সাহিত্য-পরিষদ্‌ সংস্করণের চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৪ ও ৭৭৬ সংখ্যক পদদ্বয় নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রথার সহিত তুলনা করিলে, দেশীয় প্রথায় এই জাতীয় কবিতা রচনার কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কখনও ইহারা

ষোড়শপদীও হইত, যেমন আলোচ্য পদটিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কবির বর্ণনীয় বিষয় চতুর্দ্দশ পদেই শেষ হইয়াছে, শেষ দুই পদ কবির ভণিতামাত্র। আর একটি বিশেষত্ব এই যে এই জাতীয় কবিতা পদে পদে মিল রাখিয়া পয়ারের পদ্ধতিতে রচিত হইত।

১২

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গুটিক হয়॥
সখি হে, রসিক বলিব কারে?
বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটী সুবর্ণের ঘটী
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রসপান রজনী দিবসে
অঞ্জলি পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়ায়ে
উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক গুনা রসিক না পাইলে
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুঃখ॥

ব্যাখ্যা

পং ১-৪। সহজধর্ম্মের রীতি এই যে প্রকৃত রসিক না হইলে কাহারও সহজ সাধনায় ব্রতী হইবার অধিকার নাই। রসিক কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ কি, ইত্যাদি বিষয় কয়েকটি রাগাত্মক পদে আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য পদটি এই জাতীয়। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলীতে আছে—

রসতত্ত্বজ্ঞাতা হৈলে রসিক নাম তার।

সহজ কথায় বলিতে গেলে, যে রসতত্ত্ব জানে সেই রসিক। এখন, এই রসতত্ত্ব কি? আলঙ্কারিকগণ বলেন যে আমাদের মনে কতকগুলি স্থায়িভাব আছে। তাহারা সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু কোন প্রকার বাহ্য উত্তেজনা পাইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। বিবিধ ভাব এইরূপে জাগরিত হইলে মনে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহাই রস। আনন্দই রসের প্রাণ, আর অনুভূতিতেই ইহার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। নানাভাবে রসের অনুভূতি জন্মিতে পারে। কোন দৃশ্য দেখিয়া বা কাব্য পড়িয়া যখন মনে আনন্দের উদ্রেক হয়, তখনই রসের উৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে রসের জন্মস্থান মনে, শরীরে নহে। রসভোগ করিতে হইলে মানুষকে দ্রষ্টার পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে,—তাহার সম্মুখে ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, আর তাহা দেখিয়া সে আনন্দ পাইতেছে, ইহাতেই রসের জন্ম। নতুবা নটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সে রস সৃষ্টি করিতে পারে মাত্র, রসভোগ করিতে হইলে তাহার দ্রষ্টার আসনে উপবিষ্ট হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই নীতির উপরেই সহজিয়াদের রস-সাধনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিবর্ত্তবিলাসে আছে—

দধিবৎ আছে রস জানিহ অন্তরে।
চারি মসলায় পাক কর একত্তরে॥

অর্থাৎ অন্তরে যে স্থায়িভাব আছে, তাহাকে প্রবুদ্ধ কর।

অন্যত্র—

এক স্থানে রসদ্রব্য আছে চিরকাল।
থাকিলে বা কিবা হয়, বুঝহ সকল॥

স্থানান্তরে রস লইয়া মসলা তাহে দিয়ে।
ভিয়ান করহ রস, যেই তারে পিয়ে ॥
তাহাকে রসিক কহি, আর কেহ নহে।
হেন সাধন বিনে কেহ রসিক না হয়ে ॥

বিবর্ত্তবিলাস।

ইহার পরেই উক্ত গ্রন্থে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের আলোচ্য পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটির ভাবার্থ এই—

পং ১-৪। অনেকেই নিজেকে রসিক বলিয়া প্রচার করে, কিন্তু তাহাদের কেহই প্রকৃত রসিক নয়। বিচার করিলে এইরূপ তথাকথিত এক কোটি রসিক লোকের মধ্যে দুই একটি প্রকৃত রসিক পাওয়া যায় মাত্র।

পং ৫-৭। প্রকৃত রসিক কাহাকে বলে, ইহার উত্তরে বলা হইল যে প্রকৃত রসিক ব্যক্তি "স্থানান্তরে রস লইয়া, তাহাতে বিবিধ মসলা দিয়া ভিয়ান করে।" এই ভিয়ান করার উদ্দেশ্য কি? বিবর্ত্তবিলাসে এই সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—

অতএব রস লইয়া ভিয়ান করিলে।
তবে তারে রাধাকৃষ্ণ সেই কাম মিলে ॥
ইক্ষু রসে যৈছে ওলামিছরি হয়।
তৈছে দ্রব্যশক্তি হৈতে মহাভাব পায় ॥
বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, তবে খণ্ড সার।
শর্করা, সিতাওলা, শুদ্ধ-মিছরি আর ॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিকে তৈছে বাড়ায় আস্বাদ ॥

অর্থাৎ এইরূপ ভিয়ানে প্রেম নির্ম্মল হয়। রসিকগণ বিবিধ প্রণালীতে রসকে নির্ম্মল করিয়া আস্বাদন করে। এইরূপ গুণ যাহার আছে সেই রসিক। সহজ মতে প্রকৃত রসিকের এই এক বিশেষত্ব এখানে বর্ণিত হইল।

পং ৮-১৫। প্রকৃত রসিক নানা প্রক্রিয়ায় রসকে নির্ম্মল করিয়া আস্বাদন করে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই আস্বাদন করিবার প্রণালী কি, এখন

তাহাই বলা হইতেছে। প্রকৃত রসিকগণের প্রকৃতি এইরূপ হইবে যে তাহারা রসসাগরে সর্ব্বদা নিমজ্জিত থাকিয়া রস আস্বাদন করিলেও, তাহাদের রসপানের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই অতৃপ্ত রহিয়া যাইবে। যেন একটি সুবর্ণের ঘটী পূর্ণ করিয়া নির্ম্মল রসের তরল সার সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে অবিরত রস পান করা হইতেছে, অথচ তৃপ্তি হইতেছে না। প্রকৃত রসিকগণ এইরূপ ভাবে রস আস্বাদন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ অবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি সর্ব্বদাই ভগবৎ-প্রেমে বিভোর থাকিতেন, কৃষ্ণের প্রতি গোপীজনোচিত প্রেমে তিনি নিজেকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার সমাধি হইত, তিনি মিলনানন্দ উপভোগ করিতেন, আবার সমাধি ভঙ্গ হইলেই অধিকতর আবেগের সহিত মিলনের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেন। ইহাকেই বলা হইয়াছে—"খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ায়ে, উছলিয়া বহি যায়।" সহজ সাধনায় রসিকপর্য্যায়ভুক্ত লোকগণ প্রেমের জন্য এইরূপ বাউল হইবেন, ইহাই বক্তব্য। সাধারণ লোকেরা এইরূপ হয় না বলিয়াই বলা হইয়াছে যে "কোটিতে গোটিক হয়।" সমগ্র পদটি এই উক্তিরই ব্যাখ্যা মাত্র।

টীকা :—রসিক রসিক ইত্যাদি। সহজিয়ারা একটি নব রসিকের দল গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, লীলাশুক, রামানন্দ, চিন্তামণি, রামী, পদ্মাবতী এবং লছিমা নবরসিকের দলভুক্ত। এমন কি বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের সঙ্গে এক একটি প্রকৃতি জুড়িয়া দিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকেও সহজ সাধনার পথে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ এই কথা শুনিয়া অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠেন, আর সহজিয়াদের নিন্দা করেন। কিন্তু সহজিয়াদের এই প্রকার উক্তির কারণ কি তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে ধরা কষ্টকর নয়। এপর্য্যন্ত যে কয়টি রাগাত্মক পদের ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে বর্ত্তমান সহজধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্যই সহজিয়ারা বৈষ্ণব গোস্বামী ও কবিগণকেই জড়িত করিয়া সহজধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রসিক যাঁহারাই থাকুন না কেন, সহজিয়া-সাধনা-প্রচারের ফলে দেশে যে অনেক তথাকথিত রসিকের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা এই পদেই ধরা পড়ে। তাহারা যে প্রকৃত রসিক নহে, তাহা উল্লেখ করিয়া এখানে রসিকের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

কেবল যে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা ঘটিত সাধনা-সম্বন্ধেই রসিক শব্দ ব্যবহৃত

হইয়াছে, তাহা নহে, পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় সাধনাতেও ইহার শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ লক্ষিত হইয়া থাকে। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে

প্রেম নিত্যসাধ্য বস্তু সাধনের সার।
ইহা বিনে বস্তুতত্ত্ব নাহি কিছু আর॥
পরমাত্মা-সাধন যদি নিজ দেহে হয়।
তবে বস্তুজ্ঞাতা ইহা কিবা কয়॥
হৃদয় মাঝারে তারে জানিবারে পারে।
তবে শুদ্ধসত্ত্ব হয়, মানুষ বলি তারে॥

এবং—

তবেই সহজলোক রসের ভাণ্ডার।
রসতত্ত্বজ্ঞাতা হৈলে রসিক নাম তার॥

এই যে রসতত্ত্ব, ইহা পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় রসজাত। সহজতত্ত্ব-গ্রন্থে একমাত্র চৈতন্যদেবকে এই রসের যাজনকারী বলা হইয়াছে—

সহজভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের উপাসনা।
তাহার আশ্রয় চৈতন্যগোসাই-যাজনা॥
গৌড়ে আসি অবতীর্ণ কৈল।
সহজভক্তি যাজন করিব, বড় ক্ষোভ ছিল
গৌরাঙ্গের মনে।
সত্ত্ব রজ তম ছাড়া নহে কদাচনে॥
সহজভক্তি যাজন করিল একজন।

অন্যত্র—

তাহা আস্বাদিতে এক বই নহে দ্বিতীয় জন।

এই জন্যই বলা হইয়াছে যে ভাবরাজ্যের এইরূপ রসিক এককোটি লোকের মধ্যে একজন মাত্র হয়। ইহা সহজিয়াদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কারণ এই জাতীয় উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।

৭৮২ নং পদ।

বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহত নয়।
তরতম করি বিচার করিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥

৭৯০ নং পদ।

পরতত্ত্ব কোটি মধ্যে কচিৎ জানে কেহ।

বিবর্ত্তবিলাস।

এই পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সাধনাতেই রসিক শব্দের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ, অন্যত্র ইহার অনুকরণ মাত্র।

১৩

রসের কারণে রসিকা রসিক
কায়াদি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত
যাহাতে প্রেম-বিলাস॥
স্থূলত পুরুষে কাম সূক্ষ্ম গতি
স্থূলত প্রকৃতি রতি।
চুঁম্বক ঘটনে সে রস হোয়ত
এবে তাহে নাহি গতি॥
চুঁম্বক জোটন বিন হি কখন
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যো কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি-সুখ কালে অধিক সুখাতি
তা নাকি পুরুষে পায়ে।

চুঁহুক নয়নে নিকষয়ে বাণ
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ নাহিক কখন
তবে কৈছে নিকষয় ?
কাম দাবানল রতি সে শীতল
সলিল প্রণয়-পাত্র।
কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয়
পচনে পীরিতি মাত্র ॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া
যবে ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে বিলাসে উপজে
তাহারে রস যে কয় ॥
বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস ভণি
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ২৬শ পল্লবেও উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে উভয় গ্রন্থের মিলিত পাঠ দেওয়া হইল। পদকল্পতরুতে পদটি বিদ্যাপতির ভণিতায় দৃষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা

এই পদেও রস-বিবৃতি চলিয়াছে। প্রথম পঙ্‌ক্তির অর্থ এই—সহজিয়া সাধনায় একমাত্র রস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যেই রসিক-রসিকার মিলন বিহিত হইয়াছে, অন্য কোন কারণে (পরে বলা হইতেছে) নহে। রস আস্বাদনের জন্য রসিক-রসিকার মিলনের প্রয়োজন কি ? তাহারই উত্তরে বলা হইল (২য় পঙ্‌ক্তিতে) যে কায়াদি ঘটনে রস উৎপন্ন হয়। রস মনের অনুভূতিজাত, কিন্তু ইহা জন্মাইতে হইলে সাধারণতঃ বাহ্য উত্তেজনার প্রয়োজন হয়,

নতুবা হৃদয়ের স্থায়ী ভাবগুলি জাগরিত হয় না, ইহাই আলঙ্কারিকগণের মত (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (দক্ষিণ, ১।২) আছে—

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ॥
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।

অর্থাৎ, কৃষ্ণরতি বিভাব অনুভাব প্রভৃতি দ্বারা শ্রবণাদি কর্ত্তৃক আস্বাদনীয়ত্ব-রূপে ভক্তজনের হৃদয়ে আনীত হইলে তাহাকে ভক্তিরস বলে। এখানে কৃষ্ণরতির শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, এবং বিভাব অনুভাবাদির প্রভাব স্বীকৃত হওয়াতে তাহার রূপত্বও স্বীকৃত হইল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে রস আস্বাদন করিতে হইলে রূপত্ব গড়িয়া লইতে হয়, নতুবা উত্তেজনা সহজে হৃদয়ে আসিয়া পেঁাছে না, অর্থাৎ রূপত্ব স্বীকৃত না হইলে রস আস্বাদনীয়ত্ব-রূপে অনুভব করা যায় না। এই জন্যই বলা হইল "কায়াদি ঘটনে রস।"

পং ৩-৪। কিন্তু রসিক যদি আত্মতৃপ্তির জন্য (নির্ম্মল রস আস্বাদন করিবার জন্য নহে) রসিকার সহিত মিলিত হয়, তবে তাহার ফল হয় কেবল মাত্র প্রেমের বিলাস; প্রকৃত রস আস্বাদন নহে। এখানে বলা হইল যে স্ত্রীপুরুষ আত্মতৃপ্তির জন্য মিলিত হইবে না, তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে পরম রস আস্বাদন, মিলনটা উদ্দেশ্য সাধনের সোপান মাত্র। একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

রাগ-সাধনের এমনি রীত।
সে পথীজনার তেমতি চিত॥

পদ নং ৭৮৬।

অন্যত্র—

আরোপ, রূপ-সাধন আর রস-আস্বাদন।

সহজতত্ত্বগ্রন্থ।

স্বয়ং ভগবান্‌ও রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মানুষাশ্রয় হইয়াছিলেন—

নিজ কার্য্য প্রেম-আস্বাদন, এই মনে।
সেই কার্য্য লাগি মানুষ-আশ্রয় হৈল ভগবানে॥

ঐ

অতএব নায়ক-নায়িকার মিলনে আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্য থাকিবে না, ইহাই বলা হইল।

পং ৫-৮। "কায়াদি ঘটনে রস," ইহা দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হইয়াছে। পাছে কেহ ইহার কদর্থ গ্রহণ করে, এই জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে বলা হইল যে এই "কায়া ঘটন" রসভোগের জন্য, নতুবা তাহাতে বিলাসের উৎপত্তি হয় মাত্র। এই কথা বলিবার কারণ কি, তাহাই এখন বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ সামান্য পুরুষ অন্তর্নিহিত গুপ্ত কামের প্রতিমূর্ত্তি, আর সামান্যা প্রকৃতি দেহজ রতির প্রতিকৃতি, এই উভয়ের মিলনে যাহা কিছু বিলাস-রসের উদয় হয়, এবে অর্থাৎ এই সহজ সাধনায় তাহাতে গতি নাই, বা গমন নিষেধ, অর্থাৎ এই জাতীয় রস আস্বাদনের জন্য সহজ-সাধনা অনুষ্ঠিত হয় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক লইয়া যে মিলন তাহাতে সহজ সাধনার বিধি নাই। এখানে এই একটি নূতন কথা পাওয়া যাইতেছে। ইহার অর্থ কি, এখন তাহাই বলা হইতেছে।

পং ৯-১০। পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয়েরই বিশিষ্টতা জ্ঞাপক বিভিন্নতা আছে। তাহা বজায় রাখিয়া মিলিত হওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রথায় কি তাহারা মিলিত হইতে পারে না? সহজ-সাধনার নিয়ম এই যে পুরুষ প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইবে। এই কথাই এখানে বলা হইয়াছে। সহজ-সাধনার রীতি এই—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।

রসসারগ্রন্থ।

স্বভার প্রকৃতি হৈলে তবে রাগ রতি।

অমৃতরত্নাবলী।

তত্ত্বজ্ঞান যার হৈল, তাহার সাধন—
প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সেবন॥

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই জাতীয় বিবিধ উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেও করা হইয়াছে (৯নং পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আমি পুরুষ, আর তুমি স্ত্রীলোক এইরূপ ধারণা যতক্ষণ মনে আছে,

ততক্ষণ কামের বশীভূত হইতেই হইবে। ইহা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে প্রেমের সাধনা হয় না।

রমণ ও রমণী তারা দুইজন
কাঁচা পাকা দুটি থাকে।
এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তাকে ॥ পদ নং ৮০৪।

অন্যত্র—

দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।
পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ পদ নং ৩৮৪।

৪নং পদের ব্যাখ্যায় ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই জাতীয় সাধনা বড়ই কঠিন, এজন্যই বলা হইয়াছে যে সহজ-সাধনায় কৃতকার্য্য "কোটিতে গুটিক হয়।"

পং ১১-১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তিতে বলা হইল যে পুরুষ প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইবে, নতুবা রসের সাধনা হইতে পারে না। এখন স্ত্রীপুরুষের মিলন সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কি বিশ্বাস, তাহাই বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ প্রকৃতিপুরুষে যাহা কিছু হয়, তাহাই রতি, প্রেম ইত্যাদি আখ্যায় প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল, প্রকৃত প্রেমের লীলা ইহাতে হয় না। কেন, তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। যাহারা উক্তরূপ ধারণার বশবর্ত্তী তাহারাই বলিয়া থাকে যে স্ত্রীপুরুষের মিলনে পুরুষ অধিক আত্মহারা হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক ততটা হয় না, এবং ইহাতে সর্ব্বদাই রস-অনুভবের তারতম্য হইয়া থাকে। এইরূপ বৈষম্য যেখানে লক্ষিত হয়, সহজমতে তাহাতে প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। কারণ—

উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে।
সাধারণী হৈলে ইথে যায় রসাতলে ॥ প্রেমবিলাস।

দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে ॥
দোঁহার মন ঐক্যভাবে ডুবি এক হয়।
তবে সে সহজসিদ্ধ জানিহ নিশ্চয় ॥

প্রেমানন্দলহরী।

পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি
সে রতি সাধিতে হয়।

পদ নং ৮১১।

অতএব এইরূপ বৈষম্য যেখানে আছে, সেখানে কামের বিলাস হয় ইহা বুঝিতে হইবে। সহজিয়া সাধনায় তাহার স্থান নাই, ইহাই বলা হইল।

পং ১৭-২১। সামান্য পুরুষ ও স্ত্রীর কাম-বিলাস সম্বন্ধেই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে (যেমন কবি বা দার্শনিকগণ বর্ণনা করেন) যে তাহাদের উভয়েরই নয়ন হইতে বাণ নির্গত হয়। এই বাণ কামের, প্রেমের নহে। কামনার তীব্রতাই বাণ স্বরূপ, রতি অর্থাৎ নির্ম্মল অনুরাগে কামের তীব্রতা নাই, কাজেই কাম-বাণের ন্যায় রতির বাণ কল্পিত হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।৩।১৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতাই রতির লক্ষণ। অতএব এই স্নিগ্ধতা হইতে কাম-বাণের উদ্ভব হয় না। যদি রতির বাণই নাই, তবে তাহা নির্গত হয় কি করিয়া? সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা কাম বিষয়ক, কিন্তু রতি বিষয়ক নহে। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার জন্যই কাম দাবানল-স্বরূপ, আর স্নিগ্ধতার জন্য রতি শীতলতা-সম্পন্ন। অতএব সাধারণ পুরুষ প্রকৃতির মিলন সম্বন্ধে রতিপ্রেম প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া যাহা বলা হয়, তাহা কাম-বিলাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সহজিয়া সাধনায় তাহার স্থান নাই।

পং ২২-২৮। রতি ও কামের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া, এখন প্রকৃত রসের বর্ণনা করা হইতেছে। জলে কাঠ খড় পচিতে দিলে, তাহা পচিয়া পচিয়া তাহা হইতে যেমন এক প্রকার রস নির্গত হইয়া ঐ কাঠ খড় দ্রব করিয়া ফেলে, সেইরূপ প্রণয়-পাত্রের জন্য কুল ইত্যাদি বিসর্জ্জন করিলে, সেই ত্যাগের উপর যে আসক্তি জন্মে তাহাই রস নামে খ্যাত। এই উপমায় প্রণয় পাত্রকে সলিলের সহিত, কুলকে কাঠ খড়ের সহিত, এবং দ্রব্যজাত রসকে প্রেমরসের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রেম যেন কুলরূপ কাঠখড় জাতীয়

বস্তুর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ, এই জন্যই তাহাকে আধেয় বলা হইয়াছে। পচিতে পচিতে যখন কাঠরূপ কুল দ্রব হয়, তখন তাহা হইতে লোভরূপ আসক্তি জন্মে। তাহার বিলাসে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই রস।

কুল অর্থ, বংশ, মর্য্যাদা ইত্যাদি। ইহা সীমা বা বন্ধনী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন অকুল সাগর, নদীর কুল, ইত্যাদি। সমাজে সতী স্ত্রীকে কুলনারী বলে, কারণ তাহা দ্বারা বংশের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় না, অথবা সে কুলাচরিত প্রথার গণ্ডী অতিক্রম করে না। তন্ত্রে কুলনায়িকা শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে ইহা বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আলোচ্য পদটিতে কুল শব্দও বিশিষ্টার্থজ্ঞাপক, পুরুষের কুল অর্থে পুরুষের পুরুষত্ব, যতদিন তাহার ঐ কঠোরতা বজায় থাকে, ততদিন সে প্রেমের রাজ্যে পৌঁছিতে পারে না, কামের বিলাস করিতে পারে মাত্র। প্রণয়পাত্ররূপ সলিলে যখন তাহা দ্রব হয়, তখন প্রেম জন্মিতে থাকে। এইরূপে পচিতে পচিতে লোভরূপ আঠাল আসক্তি জন্মে; তখন তাহার বিলাসে সে বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহাই রস। সহজধর্ম্মে রসের সংজ্ঞা এইরূপ। সহজ যে সহজ নয়, তাহার তাৎপর্য্যও এই।

লোভ :—রসসারগ্রন্থে আছে—

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈলে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
সিদ্ধে গতি হৈতে রুচি জন্ময়ে যখন।
আসক্তি-আশ্রয় রুচি জানিহ কারণ॥
আসক্তি প্রগাঢ় হৈলে ভাব সিদ্ধ হয়।
উত্তম সাধক সেই প্রেমের আলয়॥

রসের ক্রমিক অভিব্যক্তির পর্য্যায় এখানে বিবৃত হইয়াছে।

পং ২৯-৩২। এই পদটি পদকল্পতরুতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে শেষ চারি পঙ্‌ক্তিতে বিদ্যাপতি ঠাকুরের ভণিতা পাওয়া যায়, যথা—

ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ-সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥

আর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি) ইহা এইরূপে আছে—

বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ-সঙ্গে ॥
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥

সহজিয়ারা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে নবরসিকের দলে টানিয়া আনিয়াছেন। কয়েকটি সহজিয়া পদেও বিদ্যাপতির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য পদটি তন্মধ্যে অন্যতম। রসসার নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে, তাহাতে বিদ্যাপতির ভণিতায় নিম্নলিখিত পদ দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

সহজ না জানে যে জন আচরে
সামান্য মানিহ তায়।
সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায় ?
সহজ ভজন সহজাচরণ
এ বড় বিষম দায়।
সকাম লাগিয়া লোভেতে পড়িয়া
মিছা সুখ ভুঞ্জে তায় ॥
বামন হইয়া যেন শশধর
ধরিবারে করে আশ।
কিন্নরের গান শুনিয়া যেমন
ভেকে করে অভিলাস ॥
সুধাকর দেখি খদ্যোৎ যেমন
সমতেজ হৈতে চায়।
শত শত কোটি করিয়ে উদয়
তবু সম নাহি হয় ॥

শিব নৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে
দেবের সমাজে হাস।
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্লভ
কপিতে করয়ে আশ॥
তেমতি নৃত্য সহজ শুনিয়া
সামান্য দেহেতে যজে।
না জানে মরম করে আচরণ
কেবল রৌরবে মজে॥
লছিমা সহিতে দেহ বাড়াইনু
হেরিয়ে ও-রূপ তার।
সেই অনুভবে ব্রজভাব লইয়া
গোপী অনুগত সার॥
নিজ দেহ যেবা ঘটায় সহজ
আচরিতে করে আশ।
ভণে বিদ্যাপতি কোটি জন্ম তার
রৌরবেতে হবে বাস॥

(২)

একদিন রজকিনী সনে
চণ্ডীদাসে বসি কয়।
শ্যামের পীরিতি শুনলো প্রেয়সী
যেমন অমিয়াময়॥
আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।
তোমা আমা যেন রতি শূন্য হেন
এমতি হইলে পারে॥

এক বহি আর পুরুষ নাহিক
সেই সে মানুষ-সার।
তাহার আশ্রয় প্রকৃতি না হলে
কোথা না পাইবে পার ॥
তোমা আমা যেন করিনু পীরিতি
রতি বাড়াইয়া অতি।
এমতি হইলে তবে সে পাইবে
ভণে কবি বিদ্যাপতি ॥

প্রথম পদটিতে বিদ্যাপতি নিজেই বলিতেছেন যে তিনি লছিমার সহিত সহজসাধনা করিতেন, আর দ্বিতীয় পদে চণ্ডীদাস যে রামীর সহিত সহজসাধনা করিতেন তাহার সন্ধান তিনি দিয়াছেন। অর্থাৎ নবরসিকের দলের অন্তর্ভূত বলিয়া যেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই উভয়ের গুহ্য সাধন-তত্ত্ব অবগত ছিলেন। আবার এই দুইটি পদ পাওয়া যাইতেছে নরোত্তম ঠাকুরের ভণিতাযুক্ত রসসার নামক গ্রন্থে। নরোত্তম বৃন্দাবনে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে কবি গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাষা অনুকরণ করিয়া অনেক বৈষ্ণব-পদ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই বিদ্যাপতির ভাষার সহিত যে তিনি সুপরিচিত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় উদ্ধৃত পদ দুইটি মিথিলার কবি বিদ্যাপতির নামে চালাইবার প্রয়াস তাঁহার হইতেই পারে না। বোধ হয় বিদ্যাপতি নামে কোন বাঙ্গালী কবি এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, অথবা বিদ্যাপতির নামে এই সকল পদ পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়া থাকিবে।

আলোচ্য পদাংশে বলা হইয়াছে যে চণ্ডীদাস ও রূপনারায়ণ প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এই চণ্ডীদাস যে বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় (১২৬-১৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) করিয়াছেন। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ২৬শ পল্লবে কতকগুলি সহজিয়া পদের সহিত উক্ত প্রকার মিলন-ঘটিত কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পদকল্পতরু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত (সংগৃহীত) হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে ঐ সময়ের পূর্ব্বেই প্রেমমূলক বর্ত্তমান সহজিয়া

ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এবং তাহার প্রভাব বৈষ্ণবগণও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

১৪

প্রেমের আকৃতি— দেখিয়া মুরতি
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিষম দায়॥
আপন মাধুরী দেখিতে না পাই
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি করয়ে ভাবনি,
"কি হৈল, কি হৈল," বলে॥
মানুষ অভাবে মন মরিচিয়া
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া করে ছট্‌ফট্‌
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই॥
বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি পরে ছট্‌ফটি
চণ্ডীদাস ইহা ভণে॥

ব্যাখ্যা

সহজিয়া মতে রস কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পদে বর্ণনা করা হইয়াছে; এখন প্রকৃত রসিকের লক্ষণ কি, তাহাই বলা হইতেছে। যাহারা বাহিরের কোন সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেমে পতিত হয়, তাহারা রসিক নহে। প্রকৃত রসিক ব্যক্তিগণের প্রাণ স্বতঃই রসপ্রেমে ভরপুর হইবে, এবং তাহার আবেগে তাহারা ছট্‌ফট্‌ করিয়া কস্তুরী মৃগের ন্যায় উন্মত্ত হইবে। রূপ দেখিয়া যে প্রেম জন্মে, সেই প্রেম রসের নহে, ভোগের, তাহাতে রসিক হওয়া যায় না। নিজের মন প্রথমতঃ প্রেমে ভরপুর করিয়া নিজেকে প্রেম-পাগলা করিতে হইবে; যে ইহা করিতে পারে সেই প্রকৃত রসিকপদবাচ্য। ইহাই সহজিয়া মত।

পং ১-৪। বাহিরের কোন সৌন্দর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া যদি কাহারও মন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, এবং তাহাতে প্রেম মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তবে সে জন যে কিরূপ রসিক তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নিজের প্রাণে রস না থাকিলে, বাহিরের রসে রসিক হওয়া যায় না, ইহাই সহজিয়া মত। তবে রসিক কাহাকে বলে? ইহারই উত্তরে প্রকৃত রসিকের লক্ষণ কি, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

পং ৫-৮। কস্তুরী মৃগের অভ্যন্তরে স্বভাবতঃই কস্তুরী জন্মিয়া থাকে। মৃগ ইহার গন্ধ অনুভব করে, অথচ তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। তখন সে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে উন্মত্তের মত চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে। প্রকৃত রসিক ব্যক্তির স্বভাবও কস্তুরী মৃগের ন্যায়। রস তাহার প্রাণে স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে, আর তাহার প্রভাবে, নিজের মন যে মাধুর্য্যপূর্ণ হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সে সর্ব্বদাই অন্তরে জ্বালা অনুভব করে। তখন সে পাগলের ন্যায় হয়, এবং "কি হৈল, কি হৈল" বলিয়া ভাবনা করিতে করিতে আপনা আপনি অস্থির হইয়া উঠে। নিজের অন্তর্নিহিত রসের প্রভাবে রসিকের মনে এই প্রকার অস্থিরতা উপস্থিত হয়। চঞ্চল ভাব দেখিলেই যেমন বুঝা যায় যে মৃগের অভ্যন্তরে কস্তুরী জন্মিয়াছে, সেইরূপ রসসঞ্চারের দরুন উন্মত্ততা দেখিলেই বুঝা যায় যে লোকটি রসিক হইয়াছে।

পং ৯-১২। যখন রসিকের এইরূপ অবস্থা হয়, তখন সে রস আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু লোক অভাবে ত রস আস্বাদন করা

যায় না, কারণ পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "কায়াদি-ঘটনে রস" আস্বাদনযোগ্য হয়। লোকে রসিক হইতে পারে, কিন্তু রস আস্বাদনীয় করিতে হইলে, রূপত্বের সৃষ্টি করিয়া লইতে হয় (পূর্ব্বালোচনা দ্রষ্টব্য)।

চরিতামৃতে আছে—

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

আদির চতুর্থে।

এখানে কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে যে তাঁহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহাকে রাধার স্বরূপ হইতে হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে এই উদ্দেশ্যেই রাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব অরূপের রূপত্ব কল্পনা রসভোগের জন্য, আর সেই রসভোগ কিরূপ, তাহা চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ অবস্থা বর্ণনায় চরিতামৃতে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন
কারে পুছোঁ কে কহে উপায়।
হা হা সখী, কি করি উপায় ?
কাহা করোঁ কাহা যাঙ কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়॥

মধ্যের সপ্তদশে।

কাহা করোঁ, কাহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥

মধ্যের দ্বিতীয়ে।

অথবা—

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ মধ্যের দ্বিতীয়ে।

ইহাকেই বলে "আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি, কি হৈল কি হৈল বলে," এবং এই ভাবেই "সদাই অন্তর জ্বলে।" "মানুষ অভাবে যে মন তরাসে আছাড় খায়, এবং আছাড় খাইয়া ছট্‌ফট্‌ করে," তাহার দৃষ্টান্ত চৈতন্যদেবের জীবনে আমরা দেখিতে পাই। ভগবৎপ্রেম আগে তাঁহার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল, তারপরে তিনি কৃষ্ণের খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন। প্রকৃত রসিক বলিতে কোটিতে গুটিকের মধ্যে তিনিই পড়েন, অন্য সকলে ধর্ম্মাত্মা বা গোস্বামী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন প্রেমপাগলা চৈতন্যদেবের মত জগতে খুব কম লোকই হইয়াছেন। বোধ হয় সহজিয়ারা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া প্রকৃত রসিকের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। কোন বৈষ্ণবের ইহাতে আপত্তি করিবার কোনই কারণ নাই। আলোচ্য পদটিতে এমন কথা কোথাও বলা হয় নাই যে, যে রস সম্বন্ধে ইহাতে আলোচনা হইয়াছে, তাহা ভগবৎসম্বন্ধীয় নহে। সহজিয়ারা যে কেবল মাত্র প্রাকৃত প্রকৃতি-পুরুষেরই উপাসনা করে, এই ভ্রান্ত ধারণা অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ইহা যে অমূলক, তাহা যে কয়টি রাগাত্মিক পদ লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। উন্নততর রসের ধারণা যে তাহাদের ছিল না, এমন কথা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না। অমৃতরসাবলী নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে। তাহাতে রস-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—

বাহ্যের আন্ধার মনের আন্ধার
দুই কৈল নাশ।
নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ ॥
রসপ্রেম জন্মাইয়া মূর্ত্তিমান কৈল।
সেই কালে শ্রীরূপ আসি দরশন দিল ॥

কি ক্ষণে দেখিলাঙ তারে আকুল করিল মোরে
ধড়ে প্রাণ নাই সেই হৈতে।
আকাশে তাঁহার গুণ মুখে বাক্য নাহি কন
ভয় নাই মায়ারে বধিতে ॥
রসগুণে রস বশ অতি বড় কর্কশ
জীবন থাকিতে হৈল মরা।
অন্তরে প্রেমাঙ্কুর বাহ্যে অতি কঠোর
যার হয় সেই জন সারা ॥

উন্নততর রসের ধারণা এই পদেও পাওয়া যায়। এই ধরনের উক্তি অনেক সহজিয়া গ্রন্থেই আছে। সহজধর্ম্মের এই উজ্জ্বল দিক্‌টার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনেক নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

আলোচ্য পদাংশের অর্থ এই—সাধকের মনে রস জন্মিয়াছে, এখন সেই রস আস্বাদন করিবার জন্য মানুষের (রূপের, নতুবা রস আস্বাদন করা যায় না) অভাবে তাহার মন আছাড় খাইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে জীয়ন্তে মরিয়া যাইতেছে (যেমন ভাবোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যদেবের হইয়াছিল)। এখানে একটি প্রচ্ছন্ন উপমার সাহায্যে এই ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। তৃষ্ণাকুল মৃগ মরুভূমিতে জলের আশায় প্রবেশ করিয়াছে। মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে জল না পাইয়া, চমকিত ও ভীত হইয়া, আছাড় খাইতে খাইতে ছট্‌ফট্ করিয়া সে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। প্রকৃত রসিকের অবস্থাও ঐ মৃগের ন্যায় হইয়া থাকে। জীয়ন্তে মরা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ৬৮-৭০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

পং ১৩-২০। এইরূপ মরণ যে কি, তাহা যে জানে সেই অমরত্ব লাভ করিয়া চিরজীবী হয়, এবং এইরূপ মরণই শ্লাঘ্য।

যদি রসিকরসিকা উভয়েরই এইরূপ প্রেম-সমাধি হয়, তবে উভয়েই অমরত্ব লাভ করিতে পারে। সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারে না।

চণ্ডীদাস বলেন যে যখন প্রেম এইরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তখন সাধক উক্তরূপ ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। ইহাই প্রকৃত রসিকের লক্ষণ।

১৩

শুন শুন দিদি প্রেম-সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা দল!

কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥

আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে॥

সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥

ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগৎ তরায়
তাহাকে তরাবে কে!

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥

৭৮২ সং প।

ব্যাখ্যা

পং ১-৪। এই পদটির সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আক্ষেপানুরাগ বিভাগে সন্নিবিষ্ট অনেক পদের ভাবগত মিল আছে। তন্মধ্যে ৩৮৭ সংখ্যক পদ আলোচ্য এই অংশটির সহিত অনেকাংশে তুলনীয় হইতে পারে।

প্রেম-সুধানিধি=প্রেমরূপ সমুদ্র; চণ্ডীদাস বহু স্থানে প্রেমকে বড় জলাধারের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যথা—

পীরিতি-রসের সাগর দেখিয়া
ইত্যাদি, ৩৮৭ সং পদ।
পীরিতি-সায়রে সিনান করিব
ইত্যাদি, ৩৯০ সং পদ।
পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া
ইত্যাদি, ৩৭৯ সং পদ।

উপরে শেহালা দল। উক্ত ৩৮৭ সং পদে আছে—

গুরুজন-জ্বালা জলের সেহলা, ইত্যাদি।

"দল" প্রয়োগে অন্যান্য আবর্জ্জনাও বুঝাইতেছে, যথা—

কুল-পানীফল- কাঁটাতে সকল
সলিল ঢাকিয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ইত্যাদি, ঐ।

অতএব শেহালাদল অর্থে রূপকভাবে গুরুজন-জ্বালা, কুলকণ্টক, কলঙ্কপানা ইত্যাদি বুঝাইতেছে। এই সকল বাহ্য আবর্জ্জনা "ছানিয়া" অর্থাৎ অপসারিত করিয়া প্রেমজল পান করিতে হয়। সমুদ্রে সাধারণতঃ শেওলা জন্মে না, এজন্য উক্ত ৩৮৭ সং পদে শেওলার উপমার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য "প্রেমসাগরকে" "প্রেম-সরোবর"ও বলা হইয়াছে।

মর্ম্মার্থ :—প্রেমসমুদ্রের জল কেমন, এবং তাহা কত গভীর, তাহা আমি জানি না, কিন্তু ঐ জলের উপরে গুরুজন-জ্বালা, কুলকণ্টক প্রভৃতি শৈবালরূপে অবস্থান করে, তাহা জানি। এই সকল আবর্জ্জনা অপসারিত না করিতে পারিলে প্রেমজল পান করা যায় না—ইহাই মর্ম্মার্থ। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কুল অর্থে সীমাবদ্ধতা, রূপধর্ম্মত্ব ; ইহার বিনাশেই অরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্ম্মের পথে প্রগতির অন্তরায় বলিয়া ইহা পরিত্যাজ্য।

পং ৫-৮। মর্ম্মার্থ :—কিরূপ দক্ষ হইলে এই সাগরে ডুব দেওয়া যায়, এবং লোকেরা কি জন্য এই সাগরে ডুব দেয়, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে আমি নিজে ডুবিয়াও কোন রত্ন চিনিতে পারিলাম না, পিছনে পড়িয়া রহিলাম। ভবে অর্থাৎ পার্থিবতার গণ্ডির মধ্যে, এইজন্যই অপার্থিব প্রেমরত্নের সন্ধান করিতে পারি নাই।

না জানি কি লাগি ডুবে ?

ডুবিবার কারণ এই—

সিন্ধুর ভিতরে অমিয়া থাকয়ে

৩৪০ সং পদ।

অর্থাৎ অমৃত আস্বাদন করিবার জন্য। কেবল প্রেমিকেরাই নহে, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকলেই এই অমৃতের প্রয়াসী। অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করা যায়। কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তত্ত্বের সাগর মন্থন করিয়া জ্ঞানামৃত ও অমরত্ব আহরণ করেন, প্রকৃত রসিকেরা আনন্দচিন্ময়রসে মগ্ন হন, আর নিম্নস্তরের যাঁহারা পঞ্চভূতাত্মক দেহের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও জননোৎপাদন-ক্রিয়া দ্বারা বংশপরম্পরায় অমরত্ব-লাভের প্রয়াসী। বিভিন্ন প্রথায় সকলেই সেই অমরত্বের সাধনা করিতেছে।

পং ৯-১২। প্রেমসমুদ্রে যে কি রত্ন আছে, এবং তাহার স্বরূপ কি, সেই সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা নাই, তথাপি আমার মনে হয় যে ঐ জিনিষটার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। আমার এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রেমনিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি যুগল রাধাকৃষ্ণ আমার এই সঙ্কোচের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

"নন্দের নন্দন" বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যভাবাত্মক বৃন্দাবন-লীলার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, যেহেতু সহজিয়ারা একমাত্র মাধুর্য্যেরই উপাসক।

পং ১৩-১৬। মর্ম্মার্থ :—কেবল যে প্রেমবিজ্ঞ কিশোরা কিশোরী আমার অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছেন, তাহা নহে, ভাবরূপা সখীগণও আনন্দে করধ্বনি করিয়া সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ যুগল মূর্ত্তিতে একীভূত হইয়া মিশিয়া গেলেন, যেন আমাকে শিক্ষা দিলেন যে রূপের সহিত স্বরূপের ঐরূপ মিলনেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়।

এখানে "স্বরূপ" ও "রূপ" এই দুইটি বিশিষ্টার্থজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "স্বরূপ" সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে (পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবন্ধের ২০-২৩; ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায়) কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আলোচ্য পদাংশের মর্ম্মার্থে প্রবেশ করিতে হইবে। স্বরূপ=স্ব-রূপ, বা আত্মরূপ; এই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার কথা এখানে বলা হইয়াছে। তত্ত্ব ব্যাখ্যায় শাস্ত্রাদিতে বলা হইয়া থাকে—"ঘটপটাদিবৎ"। মৃত্তিকা দ্বারা যে সকল ঘটপটাদি প্রস্তুত হয়, তাহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট, কিন্তু ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? বিভিন্ন সংজ্ঞায় ইহারা অভিহিত হইলেও, একমাত্র মৃত্তিকাই ইহাদের কারণভূত। এইরূপ বিচারে উক্ত বস্তু সকলের মূলতত্ত্বে উপস্থিত হওয়া যায়। সেইরূপ আত্মতত্ত্ব বিচারেও দেখা যায় যে আমি, তুমি, ঘট, পটাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র, সর্ব্ববিশ্বব্যাপী এক অনন্ত আত্মা হইতেই সকলের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই আত্মতত্ত্বের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। রসরত্নসারে আছে—

বস্তু আর আত্মা শুধু ইন্দ্রিয় বিবাদ ॥
যাবৎ না আত্মজ্ঞান জনময় মনে।
বস্তু লয়ে ক্রীড়া করে ইন্দ্রিয়ের গণে ॥
ফলে বস্তু আর আত্মা ভেদহীন সব।
আত্মজ্ঞানে বস্তূপাধি হয় অসম্ভব ॥
ভেদবুদ্ধি চিত্তে তবে তিলেক না রয়।
আত্মরূপ বলি বিশ্বে উপলব্ধি হয় ॥

ইহাই হইল আত্মজ্ঞান বা স্বরূপতত্ত্ব, এবং উক্তরূপ জ্ঞান জন্মিলেই প্রকৃত রূপতত্ত্বে প্রবেশ করা যায়। এই জন্যই আলোচ্য পদাংশে বলা হইয়াছে—

স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়া দেখিলে হয়।

অন্যত্র আছে—

স্বরূপ-তরণী বাহিতে বাহিতে
রূপ-কর্ণধার মিলে।
তরণী সেবিয়া শ্রীরূপ ভাবিয়া
বাহিয়া চলিলা হেলে॥ সহজিয়া সাহিত্য, ৬৩ পৃঃ।

অতএব সহজিয়া সাধনায় স্বরূপ ও রূপের মিশ্রণ না করিতে পারিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না—

স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া
মিশাল করিয়া থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে শ্রীমতী পাবে॥ ঐ, ৩৮ পৃঃ।

কি প্রণালীতে ইহা করা যায়?

রূপের আবেশ রূপে অনুগত
রূপেতে সকল রয়।
ইহা বুঝি যেবা একান্ত করিলে
স্বরূপে মিশাল হয়॥ ঐ, ৪০ পৃঃ।

অর্থাৎ সর্ব্বদা রূপের আবেশ হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে হইবে, অর্থাৎ সকল বস্তুতেই অনন্ত রূপের সত্ত্বা অনুভব করিতে হইবে। কিন্তু শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝিলে চলিবে না। সহজিয়ারা প্রেমমার্গের উপাসক, তাই শাস্ত্রাদির জ্ঞানগর্ভ বিচার-মূলক যুক্তিতর্কের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা একমাত্র প্রেমের পন্থাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রেম অবলম্বনে আত্মতত্ত্ব হইতে রূপতত্ত্বে উপস্থিত হইতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম।

রসের মানুষ প্রেম সরোবরে
রাগের মানুষে পাবে।
প্রেম সরোবরে জনম লইয়া
রূপে মিশে তনু রবে॥ ঐ

রসিক মানুষ প্রেম সরোবরে অবগাহন করিয়া রাগের মানুষ হইতে পারিলে রূপতন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে। আলোচ্য পদাংশেও প্রেমের পন্থাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া "নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী" এবং "সখীগণের" উল্লেখ রূপকভাবে করা হইয়াছে।

পং ১৭-২০। মর্ম্মার্থ :—যে ব্যক্তি উক্তরূপ মহাভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পায়। সে নিজ শক্তির প্রভাবেই সিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হয়, এবং নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবুদ্ধ করিয়া (চৈতন্যদেবের ন্যায়) অপরকেও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। তাহার উদ্ধারের জন্য অন্য কোন দৈব শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

আপনি তরিয়ে ইত্যাদি। অন্য একটি পদেও আছে—

সে আপনার গুণে তরিল আপনে
তাহারে তরাবে কে ? ৮২১ নং পদ।

পুরাণাদিতেও এইরূপ উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। নারদভক্তিসূত্রে (১৫০) আছে—"স তরতি লোকাংস্তারয়তি", অর্থাৎ সে নিজে তরে, এবং অন্যকে তরায়। বৃহন্নারদীয় পুরাণেও আছে—"পণ্ডিতগণ বলেন যে, যে ব্যক্তি হরি সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে সংসার সাগর হইতে নিস্তার করে, সে জগতকেই নিস্তার করে (৯।১২৮ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

পং ২১-২৪। মর্ম্মার্থ :—চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে এক লক্ষ লোকের মধ্যে একজন মাত্র এইরূপ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, কারণ সাধারণ লোকেরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ রূপধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিতে পারে, একমাত্র তাহারাই সহজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে, অন্যে নহে।

১৬

সহজ[১] জানিবে[২] কে।
নিবিড়[৩] আঁধার হইয়াছে পার
সহজে[৪] পশেছে[৪] সে ॥[৫]
চান্দের কাছে অবলা যে আছে
সেই সে রসেরি[৬] সার।
বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে
কে বুঝে[৭] মরম[৭] তার ॥
বাহিরে[৮] তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে[৮]।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকহ[৯] একের কাছে[৯] ॥
যেন আম্রফল ভিতর[১০] বাহির[১০]
কুসিছাল তার কসা।
তার আস্বাদন জানে সেই জন
পূরয়ে[১১] তাহার আশা ॥ [১২]
সহজ জানিতে সাধ লাগে[১৩] চিতে
সহজ বিষম[১৪] বড়।
আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিহ দড় ॥[১৫]
আপনা বুঝিলে লাখে এক মিলে
ঘুচিলে মনেরি ধান্ধা।
শ্রীরূপ-কৃপাতে ইহা পাবে হাতে
সহজে মন রহু বান্ধা ॥[১৬]

মন্তব্য—

অমৃতরসাবলী নামে সহজিয়া সম্প্রদায়ের এক গ্রন্থ আছে, ইহা বৈষ্ণব সহজিয়াদের চতুর্থ গ্রন্থ বলিয়া সহজিয়া সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে। উদ্ধৃত পদটি উক্ত গ্রন্থের প্রথমভাগে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা স্বরূপ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে অমৃতরসাবলীর কবিই এই পদের

প্রকৃত রচয়িতা। এজন্য এই পদমধ্যে ভনিতায় কবির নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (৭৯৩ নং পদ দ্রষ্টব্য) এই পদটিকে চণ্ডীদাসের ভনিতায় উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬, এবং ২৫২০ নম্বরের পুথিতেও এই পদটি পাওয়া যাইতেছে। এই সকল পুথিতে পদটির যে পাঠ-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।

১। এই পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে একমাত্র চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আছে—"সহজ সহজ, সহজ কহয়ে।"

২। ৩৪৩৬ নং পুথিতে "বুঝিবে"।

৩। সকল পুথিতেই "তিমির"।

৪-৪। সহজ জেনেছে, পসং।

৫। এড়ুই তিন পঙ্‌ক্তি ২৫২০ নং পুথিতে নাই।

৬। পীরিতি, পসং; অন্যত্র, পৃথিবী।

৭-৭। জানে মহিমা, ২৫২০ নং পুথি।

৮-৮। ভিতরে তাহার, তিনটি দুয়ার, বাহিরে যে কাম হয়, ২৫২০ নং পুথি।

৯-৯। একের কাছেতে রয়, ঐ।

১০-১০। অতি সে রসাল, পসং।

১১। করহ, অন্যত্র।

১২। ইহার পরে পরিষদের বহিতে আছে—

অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূত-মুকুলে॥
নবীন মদন আছে এক জন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজবধূগণ
করে তার উপাসনা।

কিন্তু ৩৪৩৬, ২৫২০ সং পুথিতে নাই।

১৩। করে, অন্যত্র।

১৪। সহজ, ঐ

১৫। এই চারি পংক্তি পরিষদের বহিতে নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে—

সহজ কথাটি মনে করি রাখ
শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥

[ইহা ৩১৩৬, ২৫২০ নং পুথিতে নাই।]

১৬। এই চারি পংক্তির স্থানে পরিষদের পুথিতে আছে—

রূপ-করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

এবং ৩৪৩৬ সংখ্যক পুথিতে আছে—

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচায় মনের ধান্ধা।
শ্রীরূপ-কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা॥

আর ২৫২০ নং পুথিতে আছে—

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচাই মোনের ধান্ধা।

তৎপরে এই চরণটি পুর্ণ হয় নাই।

দ্রষ্টব্য :—একটি ভনিতাহীন পদকে কিরূপে চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণদাসের নামে চালানো হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ব্যাখ্যা

পং ১-৩। মর্ম্মার্থ :—সহজতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না, কারণ, অজ্ঞানতারূপ নিবিড় অন্ধকার অতিক্রম না করিলে সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

টীকা :—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আলোচ্য পদটি অমৃতরসাবলী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা স্বরূপ উক্ত গ্রন্থের প্রথমভাগে সন্নিবিস্ট হইয়াছে, অতএব এই পদের ব্যাখ্যা ঐ গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অমৃতরসাবলীতে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই একটিমাত্র পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্ধকার সম্বন্ধে অমৃতরসাবলীতে আছে—

বাহ্যের আন্ধার মনের আন্ধার
দুই কৈলে নাশ।
নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ॥

অর্থাৎ বাহ্যের অন্ধকার এবং মনের অন্ধকার এই উভয়ই দূরীভূত হইলে সহজ জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। বাহ্যের অন্ধকার ইন্দ্রিয়জাত বিকারাদি, আর মনের অন্ধকার অজ্ঞানতা বা অবিদ্যাজাত মায়ামোহাদি। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী না হইলে, এবং অবিদ্যা ধ্বংস করিতে না পারিলে সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, ইহাই বলা হইল। এই বিষয়টি অমৃতরসাবলীতে আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, যথা—

নির্ব্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে॥
অমৃতরসাবলী।

কারণ,—

নির্ব্বিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়।
প্রেম না জন্মিলে বস্তু স্থায়ী নাহি হয়॥
অমৃতরত্নাবলী।

যেহেতু—

পঞ্চভূত আত্মাসহ পশিতে না পারে।
তমোগুণ হাথি সেই করয়ে সংহারে॥ দেহনির্ণয়।

অতএব ইহাও বলা হইয়া থাকে যে—

নিষ্কামী হইলে পাবে শ্রীরূপচরণ।
রাগসিদ্ধকারিকা।

এই জাতীয় উক্তি প্রায় সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার ৩।৪০-৪১ সূত্রদ্বয়ে আছে—"ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনটিই কামের অধিষ্ঠানভূমি, ইহারাই দেহাভিমানী মানুষদিগের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। হে ভারত, তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সকল পাপের মূল এবং জ্ঞানবিজ্ঞান-বিনাশকারী কামকে বিনষ্ট কর।" নারদভক্তিসূত্রে (১।৩৫) আছে—"বিষয়-ত্যাগ এবং সঙ্গ (আসক্তি) ত্যাগ হইলে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ করা যায়।" সাংখ্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত, কিন্তু মায়া বা প্রকৃতির সংসর্গেই তাহার বিকার উপস্থিত হয়; মায়ামুক্ত বা বিকার-রহিত হইতে পারিলেই তাহার পরমপুরুষার্থ লাভ ঘটে। অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ বিবৃতি আছে।

পং ৪-৭। চান্দের কাছে অবলা আছে, ইত্যাদি। অমৃতরসাবলীতে "আপনা জানিলে তবে সহজবস্তু জানে" এই কথা বলিয়াই আলোচ্য পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে আত্মতত্ত্ব বা নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই সহজধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। আলোচ্য পদটি তাহার পরে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ঐ পদেও যে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় কথাই বলা হইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। জ্ঞান বা যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু সহজিয়ারা এই সকল পন্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের দিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, অতএব প্রেমমার্গীয় ব্যাখ্যাই এখানে অবলম্বনীয়। অমৃতরসাবলীতে রূপকভাবে যে উপাখ্যানের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে প্রকৃতিকে একটি রমণীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে তিনি থাকেন "গুপ্তচন্দ্রপুরে", আর তাঁহার বাড়ীর বাহিরে "একটি দ্বার", এবং "ভিতরে তিনটি।" ইহারই সূত্ররূপে আলোচ্য পদমধ্যে "চান্দের কাছে অবলা আছে ইত্যাদি" বলা হইয়াছে।

এই তত্ত্বই সহজিয়ারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আনন্দভৈরব নামে তাঁহাদের এক গ্রন্থ আছে, সহজিয়া সাহিত্যে ইহাকে সহজধর্ম্মের দ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। শিবশক্তির কথোপকথন-ব্যপদেশে তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

এই কথা কহিতে শক্তি অমৃত হইল।
চন্দ্রগুণে-বিহ্বল হর ললাটে পরিল॥

শক্তি অমৃত হইলেন, আর তাঁহাকে যিনি ধারণ করিলেন তাঁহার বিশেষণ হইল এই যে তিনি "চন্দ্রগুণে-বিহ্বল"। বক্তব্য এই যে অমৃতত্বে পরিণত শক্তিকে ধারণ করিতে হইলে চন্দ্রগুণে বিভূষিত হওয়াই ধারণকারীর প্রধান বিশেষত্ব হইবে।

এখন, চন্দ্রগুণ কি? চন্দ্রের গুণ=চন্দ্রগুণ, অর্থে শীতলতা, সে জন্য চন্দ্রকে শীতাংশু বলে। সূর্য্যের উত্তাপ, এবং চন্দ্রের শীতলতা ধর্ম্মব্যাখ্যায় কাম ও প্রেমের বিশেষত্বের সঙ্গে উপমিত হইয়া থাকে—

সূর্য্যোদয়ে তপোদ্ভব, তারে বলি কাম।
চন্দ্রের কিরণে জ্যোৎস্না ধরে প্রেম নাম॥

আত্মনিরূপণ-গ্রন্থ।

অন্যত্র—

কাম দাবানল রতি যে শীতল
সলিল প্রণয় পাত্র। ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৭৭৯।

অতএব যাঁহার মধ্যে কামের অভাব এবং প্রেমের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাঁহাকেই চন্দ্রগুণে বিভূষিত বলা হয়। উপনিষদের ভাষায় তাঁহাকেই বলে "বিরজ, নির্ব্বিকার", গীতায় "স্থিতপ্রজ্ঞ" (গীতা ২।৫৫-৬১), পুরাণাদিতে "গুণসমতাপ্রাপ্ত," (বিষ্ণুপুরাণ ১।২।২৫-২৭) এবং সহজিয়া সাহিত্যে "জীয়ন্তে মৃত" ইত্যাদি। যাঁহারা এইরূপ গুণবিশিষ্ট, তাঁহাদের প্রকৃতিই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া "চান্দের কাছে অবলা আছে" ইহার পরিকল্পনা। সহজিয়ারা নানাভাবে ইহা প্রচার করিয়াছেন—

সে কেমন পুরুষ পরশ-রতন
সে বা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে (দেহজ সপ্তধাতুতে) পাষাণ পড়িলে
পরশ-পাষাণ হয়॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৮০৪।

অথবা

শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয়। ঐ, পদ নং ৮০২।

অন্যত্র—

সমুদ্রের ঢেউ যদি সমুদ্রে মরিবে।
তবে কেন তার দেহ অপ্রাকৃত না হবে॥

বিবর্ত্তবিলাস।

অর্থাৎ বাহ্য আকর্ষণে যাঁহাদের দেহে বিকার উপস্থিত হয় না, তাঁহারাই অপ্রাকৃত দেহধারী। কামের তাপ তাঁহারা অনুভব করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকেই চন্দ্রগুণ-সম্পন্ন বলা হয়। এই জাতীয় লোকের মধ্যেই (সহজিয়া মতে) প্রকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি হয়, ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে—

প্রেমের স্থিতি চন্দ্রমণ্ডলে।

আত্মনিরূপণগ্রন্থ।

অতএব আলোচ্য পদাংশে বলা হইল যে অমৃতত্বে পরিণত প্রকৃতিই জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ, অতএব একমাত্র সাধ্য বস্তু।

দ্রষ্টব্য :—চন্দ্রে যে অমৃত আছে, এই তত্ত্ব অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রচারিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে পাওয়া যায় যে দেবতাগণ চন্দ্রমণ্ডলে অমৃত পান করিয়া থাকেন (বিষ্ণুপুঃ ২।১২।৪-৭, ইত্যাদি)। সোমরূপ অমৃত দেবতারা চন্দ্রমণ্ডলে ভক্ষণ করেন, ইহাও উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে (ছান্দোঃ উপঃ, ৫।১০।৪, এবং তাহার টীকা)। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত অমৃত দেবতারা পান করিলেন, আর বিষের ভাগী হইলেন অসুরগণ, ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় এই উপাখ্যানের সার্থকতা আছে। প্রেমের রাজ্যে অসুরভাবাপন্ন লোকেরা বিষ, এবং দেবভাবাপন্ন লোকেরা অমৃত পান করেন।

বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে ইত্যাদি। প্রকৃতিকে অমৃতত্বে পরিণত করিতে হইবে, কিন্তু সাধকের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতি বিষও হইতে পারে, অমৃতও হইতে পারে। এই জন্যই আলোচ্য পদমধ্যে বলা হইয়াছে "বিষে অমৃতে মিলন" ইত্যাদি। আর একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

নারীর সৃজন অতি সে কঠিন
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি নারিলেক বিধি
বিষমৃত একত্রে রয়॥ ৮০৫ নং পদ।

সংসারে এই সত্যের উপলব্ধি অনেকেই করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় এক একটি স্ত্রীলোক সংসারকে সর্ব্বসুখের আকর নন্দনকাননে পরিণত করেন, ইঁহারাই অমৃতরূপিণী। আর যাহাদের ব্যবহারে অশান্তির অনলে পুড়িয়া সংসার ছারখার হইয়া যায়, তাহারাই বিষ। জগৎ চলিতেছে, কিন্তু বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে ইহা ধ্বংসলীলার অভিনয়ক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, আবার ইহাও সত্য যে এক সঞ্জীবনী শক্তি ইহার অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে কার্য্য করিয়া প্রতি অণুপরমাণুতে প্রাণের সঞ্চার, পোষণ ও পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। এই জন্যই ভাবুকগণ বলিয়া থাকেন—"পৃথিবীর এক দৃশ্য শ্মশান, অপর দৃশ্য সূতিকাগার।" প্রকৃতির এই দ্বিবিধ বিশেষত্বের সন্ধান "উর্ব্বশী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দিয়াছেন—

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে॥

আবার বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইহাদের সংস্থান কল্পনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিলে দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'।
এক জনা উর্ব্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।

অন্তরূপা লক্ষ্মী, সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী। ইত্যাদি

এই কবিতায় কবি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন যে একরূপে নারী কামনার রাণী, আর অন্যরূপে তিনি জগতের কল্যাণকারিণী সঞ্জীবনী শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী। সহজিয়া শাস্ত্রে এই তত্ত্বই কাম এবং প্রেম আখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে—

বিষামৃত হয় দেখ কাম আর প্রেম।
নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

যেহেতু—

একাধারেই এই উভয়ের অবস্থিতি—

এবং— প্রেম-অমৃত, কাম রহে একঠাঁই। ইত্যাদি।
বিবর্ত্তবিলাস।

অতএব রসজ্ঞ লোকেরা কামরূপ বিষ পরিত্যাগ করিয়া অমৃতরূপ প্রেম আস্বাদন করিয়া থাকেন—

রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে।
৮০৫ নং পদ।

অথবা ঐ বিষকেও অমৃতে পরিণত করেন—

বিষকে অমৃত ভাই যে করিতে পারে।
কামাতি বিষ জারি হবে প্রেমামৃতে॥
বিবর্ত্তবিলাস।

অর্থাৎ প্রেমরূপ অমৃত দ্বারা কামবিষকে জারিত করিয়া তাহাকে অমৃতময় করিতে হইবে, কারণ কাম দূরীভূত না হইলে প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে না—

কামগন্ধহীন হৈলে প্রেমের সঞ্চার।
বিবর্ত্তবিলাস।

এই তত্ত্বই পরবর্ত্তী পদাংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পং ৮-১১। বাহিরে তাহার একটি দুয়ার ইত্যাদি। যে অমৃতরসাবলীগ্রন্থ হইতে আলোচ্য পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই দ্বার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—

দশ দণ্ড বেলা যখন হইল গগনে।
মহল দেখিতে যাত্রা কৈল ছয়জনে॥
বাহির দুয়ার দেখি করিল প্রণাম।
স্থিতি দেহের হয় এই নিত্যধাম॥
এক রঙ্গ দুই রঙ্গ তিন রঙ্গ উঠে।
একতলা দুইতলা তিনতলা বটে॥
দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নাই কেবা যাইতে পারে।
তসলি কপাট আছে একটি দুয়ারে॥
তিন দ্বার হয় তার এক দ্বার মুক্ত।
দুই দ্বার নাহি ছোয় যেই হয় ভক্ত॥
মধ্য দুয়ারে সবে করিল গমনে।
আপনার স্থান বুঝি বসিলা ছয়জনে॥
হিয়ার ভিতরে বৈসে বান্ধে তার গুণ।
এ চৌদ্দ ভুবন তাহে করে আকর্ষণ॥
সেই গুণে মনের যে জন্মায় আনন্দ।
সেই ছয়জনার ঘটিত আনন্দের আনন্দ॥
অমৃতের গুণে আগে করে আকর্ষণ।
রসিক ভক্ত বিনে ইহা না জানে অন্য জন॥ ইত্যাদি।

এই উল্লেখ হইতে দেখা যায় যে বাহিরের দ্বারটি "স্থিতি দেহের নিত্যধাম।" গীতায় (৭।৪-৫) আছে—"ভূমি, জল, বায়ু, অনল, আকাশ, এবং মন, বুদ্ধি, ও অহংকার, আমার এই আট প্রকার প্রকৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটির দ্বারা পঞ্চভূতাত্মক দেহ হয়, অপর তিনটি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়, তন্মধ্যে আবার মন শ্রেষ্ঠ।" অতএব পঞ্চভূতাত্মক দেহজ প্রকৃতিই (যাহা "স্থিতি দেহের নিত্যধাম" বলিয়া বর্ণীত হইয়াছে) বাহিরের দ্বার, আভ্যন্তরিণ তিন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন মনই অবলম্বনীয়, ইহাই বলা হইল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের (২৬৮।২৩) শ্লোকে আছে—"শরীর-মধ্যস্থ আত্মার চারটি দ্বার,

ইত্যাদি।" টীকাকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদিগকেই চারি দ্বার বলা হইয়াছে। অতএব এইরূপ দ্বারের কল্পনা পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রাদিতেও পাওয়া যায়।

নানাভাবে এই দ্বারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫২০ নং পুথি হইতে ইতিপূর্ব্বে যে পাঠান্তর (৮-৮ নং পাঠান্তর দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বাহিরের দ্বারটিকে কামদ্বার বলা হইয়াছে, যথা—

ভিতরে তাহার তিনটি দুয়ার
বাহিরে যে কাম হয়।

চরিতামৃতকারের ভাষায় আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাই কাম—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
আদির চতুর্থে।

অর্থাৎ নিজের প্রীতি বা সুখ কামনা করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই স্বকাম বা স্বকীয়া পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত। রাগময়ীকণাতে আছে—

মত্ত হয়ে স্বকামেতে চন্দ্রাবলী রয়।
হইলে স্বকামী ভাই, এই মত হয়॥
নিজ হেতু যত কাম চন্দ্রাবলী স্থলে।
তার জন্য স্বকীয় ভাব সকলেতে বলে॥ ইত্যাদি।

সহজিয়ারা স্বকীয়া হইতে পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। দার্শনিক মতে ইহার অর্থ এই যে সকাম হইতে নিষ্কাম সাধনা শ্রেষ্ঠ। (মৎপ্রণীত "চৈতন্য পরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থের ৭৯-৯৬ পৃষ্ঠায় ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।) এই নিষ্কাম সাধনাকেই সহজিয়ারা পরকীয়া আখ্যা দিয়াছেন—

পরকিয়া রতি হয় নিষ্কাম কৈতব।
ভৃঙ্গরত্নাবলী।

অতএব বাহিরের দ্বারটি পরিত্যাগ করা অর্থে সকাম সাধনা অবলম্বন না করা। এখন ভিতরের তিনটি দ্বার কি? সকাম সাধনা পরিত্যাগ করিয়া পরকীয়া বা নিষ্কাম সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে। সজজিয়া মতে এই পরকীয়া ত্রিবিধ,—(১) কর্ম্মী পরকীয়া, (২) জ্ঞানী পরকীয়া, (৩) শুদ্ধ পরকীয়া।

তন্মধ্যে—

কর্ম্মী, জ্ঞানী মিছাভক্ত না হবে তার অনুরক্ত
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।

বিপুঃ ১১৬৩।

অর্থাৎ কর্ম্মী ও জ্ঞানী পরকীয়া পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পরকীয়া আশ্রয় করিতে হইবে। ইহাই "চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া, একের কাছেতে রয়" এই পদাংশে বলা হইয়াছে।

কর্ম্মীদের বিশেষত্ব সহজিয়া গ্রন্থাদিতে এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

ভক্তিপরায়ণ হৈয়া নানা কর্ম্ম করে।
কর্ম্মবন্ধে সদা ফিরে কর্ম্মী বলি তারে॥

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

যাহারা ভক্তিপরায়ণ হইয়াও কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করে তাহাদিগকে কর্ম্মী বলে। এই পন্থা সহজিয়াদের অনুমোদিত নহে। আর—

জ্ঞানী পরকীয়া ধর্ম্ম কহে মায়াশ্রিতে।
ইহার প্রমাণ দেখ শ্রীমৎভাগবতে॥

ঐ

ভাগবতের ১০৷৩৩৷৩৭ শ্লোকে আছে যে নারায়ণ যখন গোপীদিগকে লইয়া বৃন্দারণ্যে বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজ ঐশ্বরিক শক্তি-প্রভাবে গোপীদের অনুরূপ মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ভগবানের এই যে ঐশ্বর্য্যলীলার ধারণা, ইহাই জ্ঞানী পরকীয়ার ভিত্তি। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

ভগবানের পরকীয়া ভরত-মুখে শুনি।
শুদ্ধ পরকীয়া নহে, পরকীয়া জ্ঞানী॥
জ্ঞান মার্গে পরকীয়া ভগবান্ কৈল। ঐ

ইহাতে ঈশ্বরত্বের ধারণা থাকে বলিয়া সহজিয়া মতে ইহা স্বকীয়া পর্য্যায়ভুক্ত—

ঈশ্বরত্ব ভজন করয়ে যেই জন।
স্বকীয়া করয়ে তারা জানিবে কারণ॥

বিপুঃ ৫৯১, ১০ পৃঃ

এবং ইহা বৈধী সাধনার অন্তর্গত—

কেবল বিধি মার্গে এই জ্ঞানী পরকীয়া।

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ৮ পৃঃ।

অতএব রাগানুগমতাবলম্বী পূর্ণ মাধুর্য্যের উপাসক সহজিয়ারা উক্ত উভয় পন্থাই পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পরকীয়া অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী। শুদ্ধ পরকীয়া সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত এই—

বিশুদ্ধ সত্বের কহি শুদ্ধ পরকীয়া।

বিপুঃ ২৫৩৩, ৫ পৃঃ।

ইহার বিশেষত্ব এই যে—

অখণ্ড নিষ্কাম তার স্বাভাবিক রতি।
সেই স্বাভাবিক রতি চৈতন্য গোসাঞি॥

ভৃঙ্গরত্নাবলী, ১১ পৃঃ।

অর্থাৎ চৈতন্যদেব যেরূপ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভাব অবলম্বন করার নাম শুদ্ধ পরকীয়া। ইহাই সহজিয়াদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বনীয় পন্থা, এই বিধিই এই পদাংশে দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়তঃ। বাহিরের দ্বারটি বৈধী সাধনা, আর ভিতরের দ্বারত্রয় রাগানুগ মতের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ক্রিয়াকাণ্ড-সমন্বিত সাধনাকে বৈধী বলে—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

চরিতামৃত, মধ্যের দ্বাবিংশে।

রাগহীন বলিয়া ব্রজভাবের ভজনায় ইহার স্থান নাই—

বিধি ভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।

ঐ, আদির তৃতীয়ে।

অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—

ছাড় অন্য জ্ঞান কর্ম্ম বিধি আচরণ।
নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম স্বকীয়া সাধন॥

রত্নসার, ৩৮ পৃঃ।

অন্যত্র—

বিধিপথ পরিত্যজ রাগানুগ হয়ে ভজ
রাগ নৈলে মিলে না সে ধন।

প্রেমানন্দলহরী, ৬ পৃঃ।

বাহিরের এই সকল আচার-নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের প্রেমভক্তিজাত রাগানুগ ভজন অবলম্বন করিতে হইবে। এই রাগানুগ ত্রিবিধ—(১) কায়িক, (২) বাচিক, এবং (৩) মানসিক।

সেই রাগানুগ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
কায়িকী, বাচিকী দুই, মানসিক আর ॥

রাগানুগ-বিবৃতি, ১ পৃঃ।

তন্মধ্যে—

মনেতে করহ রতি শ্রীরূপ পরাণ-পতি
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর সার।

অমৃতরত্নাবলী, ৮ পৃঃ।

অন্যত্র—

রাগময়ই আত্মাতে বিহার করেন। বিপুঃ ৫৬১।

এবং—

নিজসুখ নাই মাত্র আত্মাতে রমণ।
রমিলে করিতে হয় এ সব ভজন ॥

রত্নসার, ৮৮ পৃঃ।

অতএব কায়িক ও বাচিক ভজন পরিত্যাগ করিয়া মানসিক ভজন অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই এই পদাংশে বিবৃত হইল।

তৃতীয়তঃ। এই দ্বারতত্ত্বের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে।

চরিতামৃতে আছে—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥

মধ্যের অষ্টমে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, আর স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা। এই অন্তরঙ্গা শক্তি আবার ত্রিবিধ—

সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥ ঐ

তন্মধ্যে—

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম।
আনন্দচিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥ ঐ

অতএব দেখা যাইতেছে যে বাহিরের দ্বারটি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি; আর অন্তরঙ্গা শক্তির সৎ, চিৎ, আনন্দরূপ ত্রিবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে প্রেম আনন্দ-চিন্ময় রস বলিয়া রাগানুগ সাধনায় তাহাই অবলম্বনীয়, ইহাই এই পদাংশে বিবৃত হইল।

চতুর্থতঃ। এই পদের ৪-১১ পংক্তির তান্ত্রিক মতের ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে। শিবসংহিতার পঞ্চম পটলের ১০১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"নিজ দেহস্থ শিব ত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি বহিস্থ দেবকে পূজা করে, সেই ব্যক্তি হস্তস্থ ভক্ষ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণধারণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া থাকে।" অতএব বহিস্থ দেবকে পূজা করা (তাহার আনুসঙ্গিক ধ্যান পূজাদি সহ) বহিরঙ্গ সাধনার অন্তর্গত। ইহাই রূপকভাবে বাহিরের দ্বার বলিয়া কথিত হইয়াছে। তান্ত্রিকেরা এই বহিরঙ্গ সাধনা পরিত্যাগ করিয়া দেহস্থ শিবকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইহাই অন্তরঙ্গ সাধনার বিষয়ীভূত। এই সাধনায় "বুদ্ধিমান্ যোগী ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে সংযত করিয়া অধিষ্ঠিত থাকিবে" (ঐ, ১২৮ শ্লোক), ইহাও বাহিরের দ্বার রুদ্ধ করিতে বলার অর্থ হইতে পারে। মস্তকে যে সহস্রদল-কমল রহিয়াছে, তাহার নীচে এক চন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান আছে (ঐ, ১৩৮ শ্লোঃ), তাহা হইতে সর্ব্বদা অমৃত ক্ষরিত হইতেছে (ঐ, ১৩৯ শ্লোঃ), ইহাই "চান্দের কাছে অবলা আছে" বলিবার তাৎপর্য্য। মস্তকস্থ কপালরন্ধ্রে ষোড়শকলাযুক্ত

সুধারশ্মিসমন্বিত হংসনামক নিরঞ্জনকে ধ্যান করিতে হয় (ঐ, ১৯১ শ্লোঃ), এবং সহস্রার কমল হইতে যে সুধাধারা বিনির্গত হয়, সাধক সর্ব্বদা তাহা পান করিয়া মৃত্যুকে জয় করেন (ঐ, ২০২), এ জন্যই চান্দের কাছে যে অবলা আছে, তাহাকেই পৃথিবীর সার বলা হইয়াছে। দেহমধ্যস্থ প্রধান নাড়ী তিনটি—ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না, ইহারাই ভিতরের তিন দ্বার বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইড়া অমৃতবাহী (ঐ, ১৪০ শ্লোঃ), আর মূলাধারে যে রবি অবস্থিত আছে, তাহা হইতে জলময় বিষ সর্ব্বদা ক্ষরিত হইয়া পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চারিত হইতেছে (ঐ, ১৪৫-১৪৬ শ্লোঃ), এবং এই উভয় নাড়ীই আজ্ঞাপদ্মে মিলিত হইয়াছে, এ জন্যই বলা হইয়াছে যে "বিষেতে অমৃতে একত্র মিলন" ইত্যাদি। তন্ত্রের উপদেশ এই যে সুষম্নার শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিতে হয়, এ জন্যই বলা হইয়াছে যে "চতুর হইয়া দুইকে (অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলাকে) ছাড়িয়া একের (অর্থাৎ সুষুম্নার) কাছেতে থাক" ইত্যাদি। কিন্তু তান্ত্রিকমতের এই ব্যাখ্যা শক্তি-সাধন ব্যাপার যতটা নির্দ্দেশ করে, পীরিতি-সাধন প্রক্রিয়া ততটা করে না।

পং ১২-১৫। আম সুস্বাদু ফল বটে, কিন্তু তাহার বহির্দ্দেশ কটুছাল-দ্বারা আচ্ছাদিত। যে আম খাইতে জানে, সে বাহিরের ছাল পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের অমৃতোপম রস আস্বাদন করে। প্রকৃত প্রেমিকেরাও সেইরূপ বাহিরের সৌন্দর্য্যে অভিভূত না হইয়া, সারভূত রস আস্বাদন করিতেই যত্নবান্ হয়। বাহিরের দ্বার পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের দ্বারে প্রবেশ করিবার যে নির্দ্দেশ পূর্ব্ববর্ত্তী পদাংশে দেওয়া হইয়াছে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই উপমা প্রদত্ত হইল।

দ্রষ্টব্য :—পরিষদের পদাবলীতে ইহার পরে যে চারি পংক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (এই পদের ১২নং পাঠান্তর দ্রষ্টব্য), তাহার ভাব চরিতামৃত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উক্ত গ্রন্থে মধ্যের অষ্টমে আছে—

> অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্ব ফলে।
> রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
> অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
> কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

পরবর্ত্তী চারি পংক্তিও চরিতামৃতের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে, যথা—

> বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
> কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ মধ্যের অষ্টমে।

পরবর্ত্তী কালে এই যোজনা হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় এই আট পংক্তি ৩৪০৬, এবং ২৫২০ নং পুঁথিদ্বয়ে নাই।

পং ১৬-১৯। সহজ কি, তাহা নির্দ্দেশ করাই আলোচ্য পদটির উদ্দেশ্য। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার পরে কবি নিজেই বলিতেছেন যে তাঁহার সহজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তিনি দেখিতেছেন যে ইহা বড়ই জটিলতাপূর্ণ। নিজেকে জানিয়া অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যদি সুজনের সঙ্গে পীরিতি করা যায়, তাহা হইলে ইহার গূঢ়মর্ম্ম জানা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ যাঁহারা নিজেকে জানেন, এবং মনের অন্ধকারও দূরীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যেও এক লক্ষে একজন সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন মাত্র। এইরূপ সাধকগণও শ্রীরূপের কৃপা না হইলে সহজবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন না।

এখানে "শ্রীরূপ" শব্দটির ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাদ্বারা শ্রীরূপ-মঞ্জরীকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ইনি কে তাহাই আলোচ্য বিষয়। সহজিয়ারা প্রেমমার্গীয় উপাসক, ইহার মূলতত্ত্ব এই যে রূপ, প্রেম, ও আনন্দ পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। সহজিয়ারা বলেন—"রসেতে রূপের জন্ম প্রেমের আলয়" (অমৃতরত্নাবলী), অর্থাৎ প্রেমের গৃহে রসেতে রূপের জন্ম, অথবা প্রেমের আশ্রয়ে রসের অনুভূতি হইতেই রূপের উদ্ভব হয়। কোন একটি বস্তু সুন্দর, ইহা যখনই আমরা অনুভব করি, তখনই বুঝিতে হইবে যে সেই বস্তুটির প্রতি আমরা আকৃষ্ট হইয়াছি, এবং তাহাতে রসানন্দও উপভোগ করিয়াছি। এইরূপ আনুকূল্য দৃষ্টি না হইলে রূপের উপলব্ধি হয় না। বস্তুতঃ প্রেমই রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অন্যে সুন্দর না বলিলেও মাতা তাহার পুত্রটিকে শ্রীমান্ বলিয়াই জানেন, কারণ তিনি স্নেহের সহিত আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে নিরীক্ষণ করেন। সেই দৃষ্টি যাহার নাই, তাহার নিকটেই উক্ত বালক রূপহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব প্রেমের সাধনায় রূপের অনুভূতিই সফলতার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে সমগ্র জগতে রূপের সত্তা অনুভব করিতে পারে, সেই প্রেমিক এবং প্রকৃত রসিক। এই জন্যই সহজিয়ারা রূপধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছেন, এবং অশরীরী এই রূপের মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া শ্রীরূপ-মঞ্জরীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সহজিয়াদের "অনুমতি দেবী," অর্থাৎ তাঁহার কৃপা না হইলে কেহই সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা বুঝাইবার জন্যই আলোচ্য পদাংশে শ্রীরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে।

অন্যত্র—

শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ-বান্ধা।
চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৭৮২।

এবং—

শ্রীরূপ আশ্রয়ধর্ম্ম যেই জন লয়।
তবে সেই রাগধর্ম্ম তাহাতে উদয়॥
শ্রীরূপের রূপ হয় নির্ম্মল তার রতি।
রাগধর্ম্ম না হইলে ব্রজে নাহি গতি॥
সেই ব্রজ-অধিকারী শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
নিত্য রসরূপ তিঁহো রাগ অধিকারী॥
তাহা বিনে রাগ বস্তু ব্রজে নাহি আর।
ব্রজ-অধিকারী তিঁহো রাগধর্ম্ম-সার॥ ইত্যাদি।
অমৃতরত্নাবলী।

সিদ্ধ দেহে গুরু শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
যাঁহার কৃপাতে পাই শ্রীরাধিকার চরণ-মাধুরী॥
সহজতত্ত্বগ্রন্থ।

রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম, এ,
লেক্চারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রেস
১৯৩৩

রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা

১

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কলপতরু॥
যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িহ কখন মোরে॥
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কিরূপ হব॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা॥

ব্যাখ্যা

সাহিত্যপরিষদের পদাবলীতে এই পদটি রামীর উক্তির পরে ৭৭৩ নং পদরূপে স্থাপিত হইয়াছে; ইহাতে প্রথমতঃ মনে হয় যে চণ্ডীদাস এই কথাগুলি রামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু আলোচ্য পদটির ১১শ পঙক্তিতে দেখা যায় যে বাশুলী চণ্ডীদাসের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন; অতএব ১ম-১০ম

পংক্তি পর্য্যন্ত বাশুলীর প্রতি চণ্ডীদাসের উক্তি, তৎপরে বাশুলীর উত্তর এই ভাবেই পদটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাশুলীদেবী চণ্ডীদাস ও রামীকে সহজ ভজন সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ১ম-৮ম সংখ্যক পদে আলোচিত হইয়াছে। এই উপদেশের জন্য চণ্ডীদাস এখন বাশুলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা বলাই পদকর্ত্তার উদ্দেশ্য।

পং ৯ম-১৪শ। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের পরে চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব?" প্রেমের জন্য এই যে মরা, ইহার সম্বন্ধে ৫ম পদের ব্যাখ্যায় (৬৮-৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, তথাপি প্রয়োজন-বোধে এখানে আরও কিছু বলা হইল। সহজ সাধনার নিয়ম এই যে ইহাতে পুরুষ মরিয়া প্রকৃতিস্বরূপ হইবে। অনেক সহজিয়া গ্রন্থেই এই রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।

রসসার।

এইভাবে পুরুষ যখন প্রকৃতি হয়, আর প্রকৃতি যখন রতি পরিত্যাগ করে, তখনই "দোঁহার" মরণ হয়। এই কথাই আলোচ্য পদমধ্যে বলা হইয়াছে। এই অবস্থা না হইলে রাগ জন্মিতে পারে না—

স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগরতি।

অমৃতরত্নাবলী।

এবং

প্রকৃতি আশ্রয় বিনে প্রেম নাহি হয়।

রত্নসার।

অতএব সহজিয়া সাধক—

আপনি প্রকৃতি হবে আনুকূল্য করি।

রত্নসার।

এবং

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সেবন।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

পুরুষের এই যে প্রকৃতিভাব, ইহা সহজিয়াদের মনগড়া কথা নহে; কবি, দার্শনিক সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "পূর্ণতা" শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্ত্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
উঠেছ আমার শোকযজ্ঞ-হুতাশনে
নবীন নির্ম্মলমূর্ত্তি,—আজি তুমি, সতি,
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,—
নাহি তাহে শোক, দাহ, নাহি মলিনিমা—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা—
নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোর চিত্ত সনে।
তাই আজি অনুভব করি সর্ব্বমনে—
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়াছে—বিস্তারি'
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী।

আবার প্রেমনেত্রে দেখিলেও দেখা যায়—

শুধু একা পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি বিশ্রাম রূপিণী।

চিত্রাঙ্গদা।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে মানুষের "দেহাভিমান", "প্রমত্ততা" বা "ত্রিগুণ-বশীভূত অবস্থাই" পুরুষ-ভাব। এই সকল পরিত্যাগ না করিলে ধর্ম্মজগতে উন্নতি লাভ করা যায় না। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

গীতা, ২।৫২।

অর্থাৎ যখন তোমার বুদ্ধি দেহাভিমান-জনিত মোহ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ভাগবতেও (৫।১১।৪) আছে—যাবৎ পুরুষের মন সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণের বশীভূত থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহা নিরঙ্কুশ হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা পুরুষের ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম বিস্তার করে, কিন্তু নির্গুণ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। অতএব মনকে গুণাতীত করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃতি-ভাব। ভরতের উপাখ্যানে "স্বাং প্রকৃতিং ভজিষ্যসীতি" উক্তির ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং অপ্রমত্ততাম্" (ভাগবতের ৫।১০।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অতএব প্রমত্ততাই পুরুষভাব, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এজন্য সাধনার প্রয়োজন হয়, কারণ পুরুষদিগের আপনা হইতে জ্ঞান, ভক্তি বা বৈরাগ্য কিছুই হইতে পারে না। (ভাগবত, ৩।৭।৩৯)। আবার ইহাও ঠিক যে পুরুষের যাহা কিছু পুরুষত্ব আছে তৎসমুদায়ই কৃষ্ণানুকম্পিত (ভাগবত, ১০।৮৯।৩৩)। এই ধারণা যাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাঁহার অহঙ্কার করিবার কিছুই থাকে না, তাঁহার পুরুষ-ভাব চলিয়া যায়। এই জন্যই চরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

মধ্যের অষ্টমে।

প্রেম ও দর্শনের দিক্ দিয়া প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচিত হইল। এই সকল তত্ত্বই সহজিয়ারা নানাভাবে প্রচার করিয়াছেন, যথা—

লোভ, মোহ, দম্ভ আদি ত্যাগ করিবে।
গোপী সঙ্গে গোপী হৈলে কিশোরী পাইবে॥

রাগসিদ্ধকারিকা।

নির্ব্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে॥

অমৃতরসাবলী।

নির্ব্বিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়।

অমৃতরত্নাবলী।

পঞ্চভূত আত্মাসহ পশিতে না পারে।
তমোগুণ হাথি সেই করয়ে সংহারে ॥

দেহনির্ণয়গ্রন্থ।

তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে। ইত্যাদি। চণ্ডীদাস, পদ নং ৭৯১।

ঘোর তান্ত্রিক সাধনায় এই প্রকৃতি-ভাবেরও একটা বিশেষ অর্থ আছে। সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ৭০ পৃষ্ঠায় এবং ৮ম পদ-ব্যাখ্যায় ("ব্যভিচারীর" ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য সহজিয়া পদেও এই রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীতি
দেহরতি নাহি রয়।
প্রকৃতি প্রভাবে স্বভাব রাখিবে
এ কথা কহিতে ভয় ॥
পুরুষের রতি শূন্য দিয়া তথি
প্রকৃতি রসের অঙ্গ।
প্রকৃতি হইয়া পুরুষ আচরে
করিবে নারীর সঙ্গ ॥
চণ্ডীদাসের পদাবলী, পরিশিষ্ট, পদ নং ২।

নিষ্কামী হইয়া রাধা রতি লঞা
একান্ত করিয়া রবে।
তবে সে জানিবে দেহ রতি শূন্য
প্রকৃতি জানিতে পাবে ॥

ঐ, পদ নং ৩।

ভাবার্থ:—চণ্ডীদাসের প্রশ্ন ছিল এই যে, তাঁহারা উভয়ে (অর্থাৎ চণ্ডীদাস এবং রামী) মরিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। তদুত্তরে বাশুলী দেবী একমাত্র চণ্ডীদাসকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমি মরিয়া রজক-কন্যার রূপত্ব প্রাপ্ত হইবে।" তৎপরে ইহা আরও স্পষ্ট-রূপে ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন,—"তুমি পুরুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি-ভাব গ্রহণ

করিবে। তখন তোমাতে আর রামীতে কোনই প্রভেদ থাকিবে না, এবং এইরূপে উভয়ে একরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিত্যাখ্য পরম ধামে গমন করিবে।" এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চণ্ডীদাস ও রামীর নাম ব্যবহার করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "চণ্ডীদাস মরিয়া রজক-ঝি হইবে" অর্থাৎ "পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হইবে," ইহা বাশুলীরই উক্তি। অতএব চণ্ডীদাস এবং রজক-ঝি বা রামী এখানে উদ্দেশ্য-সাধক সংজ্ঞা মাত্র; ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় এই সংজ্ঞাদ্বয় প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে ইহাদের প্রয়োগ-মূলক আর কোন সার্থকতা নাই।

একদেহ ইত্যাদি :—৫২শ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিত্য :—১ম পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পীরিতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা ?
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই
মোহন কুচেতে ধরয়ে তাই।
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাস কহে রসের রতি॥

ব্যাখ্যা

পং ১—২। ইহার ব্যাখ্যা ৮ম পদের টীকায় বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজভাবের উপাসনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, সহজিয়ারাও তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় ব্রজ, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণব সম্পর্কই ধরা পড়ে।

পং ৩—৪। সহজ সাধনায় পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই সমপর্য্যায়ের রসিক হইবে, নতুবা তাহাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না। প্রেম-বিলাস গ্রন্থে আছে—

> উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে।
> সাধারণী হৈলে ইথে যায় রসাতলে ॥

অন্যত্র

> দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে ॥
> দোঁহার মন ঐক্য ভাবে ডুবি এক হয়।
> তবে সে সহজ সিদ্ধ জানিহ নিশ্চয় ॥

প্রেমানন্দলহরী।

পং ৫—৬। সহজিয়া মতে প্রকৃত রাগ বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে অণুমাত্রও শারীরিক সম্বন্ধ নাই, এখানে ইহাই বলা হইল। ইতিপূর্ব্বে ৮ম পদের ব্যাখ্যায় ("ব্যভিচারী হৈলে" ইত্যাদির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। চোখে চোখে, মনে মনে ভালবাসা সহজিয়াদের প্রেম সাধনার প্রকৃষ্ট রীতি। আনন্দ-ভৈরবে আছে—

> সাক্ষাতে দেখিবে অন্তরে ভাবিবে গুণ।

অন্যত্র

> মনেতে করহ রতি শ্রীরূপ পরম পতি
> শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর সার।

অমৃতরত্নাবলী।

পং ৭—১৪। রাগের উদয় কি ভাবে হয়, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। কবিরা নায়িকাকে নায়কের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সময়ে নানাভাবে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর নায়ক যখন নায়িকার প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যই প্রধানতঃ তাঁহার মনকে মোহিত করিয়া থাকে। রাগের উদয়ের ইহাই প্রাথমিক কারণ। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় এই সাধারণ মনস্তত্ব সহজিয়ারা উপেক্ষা করেন নাই। যাহা মানবের সহজ বা স্বভাবসিদ্ধ, যে সত্যের উপর পার্থিব প্রেমতত্ব প্রতিষ্ঠিত, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। মদন, মাদন প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা এই তত্বই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জাতীয় উক্তি অন্যান্য সহজিয়া গ্রন্থেও পাওয়া যায়, যথা—

মদন, মাদন, আর শোষণ, স্তম্ভন।
সম্মোহন আদি করি রসিক-করণ॥
মদন, মাদন দুই-নেত্রে অবস্থিতি। ইত্যাদি।

রত্নসার।

রস-বিশ্লেষণের জন্য এই প্রসঙ্গ এখানে উপাপিত হইয়াছে।

১১

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পদ্মমণি।
কীটের স্বভাব-দোষে তাহে নহে ধনী॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হৈলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশিযোগে শুকসারী এই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায়॥

ব্যাখ্যা

পং ১—২। এখানে পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। লোচন-দাসের রসকল্পলতিকা গ্রন্থে আছে—

এক বস্তু দুই কাম মদন যার নাম।
কামের বিষয় মদনের প্রেম দান॥

এবং

এই মদন-তত্ত্ব রাধা চন্দ্রমুখী।
কৃষ্ণতত্ত্ব কন্দর্প, রাধাতত্ত্ব মদন॥

আবার

পুরুষ প্রকৃতি দুই কাম আর মদন।
নায়ক-নায়িকা-তত্ত্ব রসের কারণ ॥

অতএব কামরূপে কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে, আর মদনরূপে রাধাকে বুঝাইতেছে। কৃষ্ণকে কাম বলে কেন, তাহারও ব্যাখ্যা রত্নসার নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়—

যেই হেতু সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করে।
স্থাবর জঙ্গম আদি সর্ব্বচিত্ত হরে ॥
সকলের মন যেই কামে হরি লয়।
অতএব কামরূপে কৃষ্ণ নিশ্চয় ॥

এবং

কামরূপী কৃষ্ণ কহেন, "শুন ভক্তগণ।
স্বসুখ ছাড়িয়া কর আমারে ভজন ॥"

আবার

এইত আপনি কৃষ্ণ কাম-কলেবর।
কামরূপে নানামূর্ত্তি ধরে নিরন্তর ॥

এই সম্বন্ধে ১ম পদের ব্যাখ্যায় (১২-১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

তাহার পিতার পিতা ইত্যাদি। এখানে প্রথমতঃ একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে কাম ও মদনের কথা বলা হইয়াছে, অথচ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে তাহাদের পরিবর্ত্তে "তাহার" এই একবচনান্ত সর্ব্বনাম পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পদকর্ত্তার অসাবধানতাবশতঃ হয় নাই, বরং সুসঙ্গতই হইয়াছে। কাম ও মদনের পূর্ব্বপুরুষের খোঁজ করিতে গেলে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী গ্রন্থে আছে—

পরমপুরুষ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি।
ইচ্ছা হৈলে তিঁহো চান মায়া প্রতি।
গোলোক বৈকুণ্ঠ হৈতে করেন ঈক্ষণ।
তেজোরূপী পরমাত্মা প্রবেশ তখন ॥

এবং

দেহে আসি পরমাত্মা হৈল অবতীর্ণ।

পরমেশ্বরই যে পরমাত্মা রূপে দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হন ইহা বেদান্তের শিক্ষা। উপনিষদের সোঽহমস্মি, তত্ত্বমসি, প্রভৃতি ঋষিবাক্য এই সত্যই প্রচার করিতেছে। আর ঐ "ঈক্ষণ" করিবার কথাও উপনিষদ্ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্; তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" (ছান্দো°—৬।২।১); "স ঐক্ষত —লোকান্ নু সৃজা ইতি" (ঐত°— ১।১।২); "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" (প্রশ্ন°— ৬।৩-৪) ইত্যাদি উপনিষদ্-বাক্য। পুরাণাদিতে ইহাই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে এখানে বৃহন্নারদীয় পুরাণের বাক্যই উদ্ধৃত হইল :—

যেনেদমখিলং জাতং ব্রহ্মরূপধরেণ বৈ।
তস্মাৎ পরতরো দেবো নিত্য ইত্যভিধীয়তে ॥ ঐ, ৩।১৮।

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মারূপে অখিল জগতের সৃষ্টিকর্তা, তদপেক্ষা পরমদেব "নিত্য" নামে আখ্যাত। এই নিত্যদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—"তুমি পরমেশ্বর, পরস্বরূপ, পর হইতে পর, এবং পরম হইতে পরম, তুমি অপারের পার, পরমাত্মার সৃষ্টিকর্তা, ও অন্য হইতে পরম পবিত্রকারী, তোমাকে নমস্কার" (ঐ, ৪।৮৪)। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিত্যদেব হইতে ব্রহ্মা বা পরমাত্মার উদ্ভব হইয়াছে, আর এই পরমাত্মাই তেজোরূপে দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হন। এখন, এই দেহমধ্যে পরমাত্মা কি ভাবে অবস্থান করেন, সহজিয়া মতে তাহার ধারণা কি, তাহাই দেখা যাউক। উক্ত নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতেই আছে—

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে স্থিতি।
দেহ-নিরূপণ তরে কহেন নিশ্চিতি ॥

অন্যত্র

এক প্রভু দুই হৈলা রস আস্বাদিতে।
দুয়ে এক হৈয়া পূর্ব্বে আছিলা নিশ্চিতে ॥
এখন দুয়েতে দেখ রহে এক হৈয়া।
দেহ মধ্যে দুই জন দেখ বিচারিয়া ॥

বাম অঙ্গে প্রকৃতি পুরুষ দক্ষিণে।
দুই দেহে দোহে আছে ভাবি দেখ মনে॥

এবং

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে জোড়া।
দুই তনু এক আত্মা কভু নহে ছাড়া॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে পরমাত্মা পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই পুরুষ ও প্রকৃতিই যে কাম ও মদন আখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব দাঁড়াইল এই—কাম ও মদন একীভূত হইয়া জীবাত্মা রূপে দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই জীবাত্মার (একবচনান্ত সর্ব্বনাম "তাহার" দ্বারা যাহাকে বুঝাইতেছে) উদ্ভব হইয়াছে পরমাত্মা হইতে, আর পরমাত্মার উৎপত্তি হইয়াছে নিত্যদেব হইতে। কাজেই নিত্যদেব হইলেন কাম ও মদনের পিতার পিতা, তিনিই সহজ মানুষ। বিবর্ত্ত-বিলাসে এই পদটি উদ্ধৃত করিয়া লেখা হইয়াছে—

কাম মদন যে, দুইয়ের পিতা যেহ।
তার পিতা যারে কহি, সহজ মানুষ সেহ॥

এই জন্যই নিত্যদেবের আদেশে বাশুলী সহজধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, এবং তিনি নিত্যোতে থাকেন, ইত্যাদি তত্ত্ব সহজিয়ারা প্রচার করিয়াছেন। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সহজিয়ারা বৈদান্তিক মত অনুসরণ করেন, উপনিষদের ব্রহ্মকেই তাঁহারা নিত্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। কৃষ্ণকেও তাঁহারা নিত্যদেবের নিম্নে আসন প্রদান কারয়াছেন, যথা—

নরবপু দেহ এই মানুষ আকার।
সে মানুষ অনেক দূর এ মানুষের পার॥
জন্মমৃত্যু নাহি তার নহে সে ঈশ্বর।
গোলোকের পতি যারে ভাবে নিরন্তর॥
সেই মানুষ হৈতে বহু কৈল পরিশ্রম।
ব্রজপুরে নন্দঘরে লভিল জনম॥
সহজবস্তু সহজপ্রেম সহজ মানুষ হ'য়া।
লীলা করে গোপীসঙ্গে মায়া আচ্ছাদিয়া॥ অমৃতরসাবলী।

অন্যত্র

কত শত জন কৈল বহুশ্রম
কেহত যাইতে নারে।
শিব হলধর সে নহে গোচর
গোলোকনাথ ভাবে যারে॥

অমৃতরসাবলী।

কৃষ্ণও অন্যকে চিন্তা করেন এইরূপ কথা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও লিখিত আছে। নারদ বদরিকাশ্রমে নারায়ণকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি যাইয়া দেখেন যে নারায়ণ নিজেই ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে নারায়ণ তাঁহার মুখ্যা প্রকৃতির ধ্যান করিতেছেন। কৃষ্ণেরও উপাস্য আছে, ইহা সহজিয়াদের উদ্ভট পরিকল্পনা নহে।

পং ৩-৪। এক জাতীয় উপাসনায় পরমাত্মাকে পুরুষাকারে কল্পনা করিয়া দেহমধ্যে স্থাপন করা হয়। এই বিষয়ক আলোচনা ব্রহ্মসূত্রের ১।২।৩০-৩৩ সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১।২।৩২ সূত্রে বলা হইয়াছে যে "সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি," অর্থাৎ "সম্পৎ (একের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া অপরকে তদ্রূপে উপাসনা করা) উপাসনার জন্য এইরূপ করা হইয়া থাকে, ইহা জৈমিনি আচার্য্যও মনে করেন।" ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।১।১ সূত্রেও আছে—"অথ যদি-দমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, ইত্যাদি;" অর্থাৎ "এই যে ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে।" এই সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে "পুরত্বেনোপাসকশরীরং নির্দ্দিশ্য ইত্যাদি," অর্থাৎ "উপাসক-শরীরকে ব্রহ্মপুর শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" এই দেহমধ্যে পরমাত্মা কোথায়, কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহার সন্ধানও পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যের ৫।১৮।২ সূত্রে আছে "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ, ইত্যাদি।" ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—"উপাসকস্য মূর্দ্ধৈব পরমাত্মমূর্দ্ধভূতা দ্যৌরিত্যর্থঃ," অর্থাৎ উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় দ্যুলোক, ইত্যাদি। পরমাত্মা নিষ্পাপ, জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-পিপাসা-রহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প (ছান্দো° ৮।১।৫)। ইঁহাকে জানিলে সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দগতি হয়, এবং যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে (ঐ, ৮।১।৬; ৮।২।১০)। এমন কি এই দহরাকাশ উপাসনা-দ্বারা নিষ্পাপাদি

কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় (শ্রীভাষ্য, পরিষদ্-সংস্করণ, ৫৬৭ পৃঃ)।

আলোচ্য পঙ্‌ক্তিদ্বয়েও এই কথাই বলা হইয়াছে। এখানে "ব্রহ্মাণ্ড" অর্থে "ব্রহ্মপুর" বা মানবদেহ, যথা—"জগৎ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড কহি আপন শরীরে।"—বিবর্ত্ত বিলাস। "তাহা" অর্থে "সেই পরমাত্মা" যাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তিতে বলা হইয়াছে যে তিনি কাম ও মদনের পিতা। অতএব ভাবার্থ হইল এই—সেই পরমাত্মা দূরে অর্থাৎ শরীরের বহির্দ্দেশস্থ স্বর্গাদি কোন স্থানে থাকেন না। তিনি নিকটে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড আখ্যাত এই দেহের মধ্যেই আছেন। কিরূপ ভাবে আছেন? ইহার উত্তরে বলা হইল যে, কোন মূর্ত্তি চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া যেরূপ থাকে, সেইরূপ ভাবে আছেন। "চিত্রপটের" বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত ৫।১৮।২ সূত্রটি ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল—"উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় দ্যুলোক, উপাসকের চক্ষুই পরমাত্মার চক্ষুস্থানীয় আদিত্য, উপাসকের প্রাণই পরমাত্মার প্রাণস্থানীয় বায়ু, উপাসকের দেহমধ্যই পরমাত্মার দেহমধ্যভূত আকাশ, ইত্যাদি।" এই ভাবে পরমাত্মার আকৃতি উপাসকের দেহমধ্যে কল্পনা করা মানস-পটে অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। এতদ্ভিন্ন সমভাবে নিত্য-বর্ত্তমান সাক্ষিভূত পরমাত্মা নিরহঙ্কার, নিষ্ক্রিয়, এবং নির্লিপ্ত বলিয়াও "চিত্রপট" পরিকল্পনার সার্থকতা লক্ষিত হয়। এই জন্যই এখানে "চিত্রপট" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

দূরে নহে আছয়ে নিকটে। এই জাতীয় কথা রাধারস-কারিকাতেও পাওয়া যায়, যথা—

> বৈকুণ্ঠ ভিতরে নাহি, নাহিক বাহিরে।
> সেই বস্তু জগতে আছে ভকত অন্তরে॥

ধর্ম্মজগতে এই কথাগুলি অতিশয় মূল্যবান্। এক প্রকার উপাসনা আছে যাহাতে বাহিরের দেবতার আরাধনা করিয়া ঐ দেবতার সাহায্যে লোকে মুক্তি কামনা করে। আর এক প্রকার উপাসনা আছে যাহাতে নিজের আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিয়া নিজের মুক্তি নিজে করিতে হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> আমাকে তুমি করিবে ত্রাণ
> এ নহে মোর প্রার্থনা।
> তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

উপনিষদের "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ," এই বাণীটির মূলেও এই ধারণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে জীবাত্মার স্বরূপও অবশ্য জ্ঞাতব্য, এই কথা নানাভাবে উপনিষদে প্রচারিত হইয়াছে। সহজিয়ারাও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রয়াসী—

আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।

অমৃতরসাবলী।

ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই জন্যই তাঁহারা দেহ ও আত্মা এই উভয়েরই স্বরূপনির্ণয়ে ব্যস্ত হইয়াছেন। পরমাত্মাকে শরীরে স্থাপন করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

শরীরের রাজা এই পরমাত্মা গণি।

রসতত্ত্ব।

দেহমধ্যে অধিকারী পরমাত্মা মহাশয়।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই দেহে সেই প্রভু সদা বিরাজমান।

আত্ম-নিরূপণ গ্রন্থ।

অতএব

সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজদেহ জানিলে আপনে হবে স্থির॥

অমৃতরত্নাবলী।

দেহতত্ত্ব জানিলেই সব হয় স্থির।
দেহমধ্যে সব আছে বুঝহ সুধীর॥

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

ভজনের মূল এই নরবপু দেহ।

অমৃতরসাবলী।

এই পরমাত্মা যে দেহমধ্যে কোথায় থাকেন, তাহার নির্দ্দেশও সহজিয়ারা করিয়াছেন—

পরমাত্মা থাকেন কোথা ? শিরে সহস্রদল পদ্মে।

স্বরূপ-কল্পতরু।

দেহের ভিতরে আছে সরোবর অক্ষয়।
পরমাত্মা হন তিঁহো অক্ষয় অব্যয়।
পরমাত্মা স্থিতি স্থান অক্ষয় সরোবর।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

সেই সরোবরে আছে সহস্র কমল।
মহাসত্ত্বা শুদ্ধসত্ত্বা তার পরিমল॥

মহাসত্ত্বা অধিকারী পরমাত্মা হয়।

অমৃতরত্নাবলী।

অতএব পরমাত্মা যে দূরে নয়, নিকটে আছেন, অর্থাৎ দেহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, এই ধারণা সহজিয়াদের স্বাভাবিক। পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারগণের মতের অনুবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মনগড়া কথা নয়, বেদান্তের শিক্ষা মাত্র। ব্রজভাব লাভেচ্ছু উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মানম্ মাম্ একমেব শরণং যাহি" বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তদনুসারে বিশুদ্ধ সহজপন্থিগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবে তথা প্রকাশমান জগতে কৃষ্ণবুদ্ধি করিয়া থাকেন। সুতরাং এভাবেও সাধ্যতত্ত্ব সর্ব্বদা নিকটেই বর্ত্তমান।

পং ৫—৮। পরমাত্মা যে মানবদেহে মস্তকে সহস্রদল-পদ্মে বিরাজ করেন তাহা বলা হইয়াছে। তৎপরে এখন বলা হইতেছে যে পরমাত্মা দেহমধ্যে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও মানব তাহা বুঝিতে পারে না। সাপের মাথায় মণি থাকিলেও যেমন সাপ ঐ মণি-দ্বারা নিজেকে ধনী মনে করে না, অথবা গাভীর মাথায় গোরোচনা জন্মিলেও যেমন গাভী তাহার গুণ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ দেহমধ্যে পরমাত্মাকে পাইয়াও মানবগণ তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারে না। এই দুইটি উপমা-দ্বারা এখানে বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মানবগণের এইরূপ অজ্ঞতার কারণ কি ? উপনিষদের মত উদ্ধৃত করিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে মানুষ পরমাত্মার অংশসম্ভূত (ছান্দো°, ৬।৯।২, ৬।১১।১ ; মুণ্ড°, ২।৩ ; কঠ, ১।১৪, ৩।১২, ইত্যাদি)। কিন্তু জন্মের পরই মোহ, মায়া বা অজ্ঞানতা দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহারা সংসারে জড়িত হইয়া পড়ে (সাঙ্খ্য,

৬।১৬ ; যোগ, ২।২৪, ইত্যাদি)। তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা এই মোহের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই তাহারা পুনরায় মুক্ত হইতে পারে (ছান্দো°, ৭।১।৩ ; কঠ, ২।২।১২ ; সাংখ্য, ১।১০৪ ; যোগ, ২।২৬ ; ইত্যাদি)। সহজিয়া গ্রন্থাদিতেও ঠিক এই কথাই পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের শক্তি সেই জীবের হৃদয়ে।
স্বরূপের শক্তি সত্য ইহা মিথ্যা নহে॥
ঈশ্বরের শক্তি যেই জ্বলিত জ্বলন।
জীবেতে স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
সেই শক্তিকণা তেঁহো হয় অগ্নিময়।

আত্মনিরূপণগ্রন্থ।

অন্যত্র—

এই মত মনুষ্য ঈশ্বর জ্ঞাতিগণ।

রত্নসার।

কিন্তু জন্মের পরে—

তারপর বিষ্ণুমায়া আসিয়া বেড়িল।
কোথা প্রভু নিজবস্তু সর্ব্ব পাসরিল॥

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

এই যে মায়া, তাহাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ নিজের স্বভাব বিস্মৃত হয়। এই জন্যই পরমাত্মা দেহমধ্যে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না।

পং ৯-১২। কৈতব অর্থ কপটতা, ছল বা মোহ।

চরিতামৃতে আছে—

অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বাঞ্ছা এই সব॥

আদির প্রথমে।

মানুষের অজ্ঞানান্ধকারকেই এখানে কৈতব শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আলোচ্য

চারি পংক্তির অর্থ এই—"এই যে সুন্দর মানব-দেহ যাহাতে পরমাত্মা অবস্থান করেন (এই জন্যই সুন্দর বলা হইয়াছে), তাহাতেও মায়ামোহজনিত কৈতব বর্ত্তমান আছে। এই কৈতবদ্বারা অভিভূত হইলে লোক দুঃখরূপ বিষের সাগরে নিমজ্জিত হয়। কৈতবই কামনার উদ্রেক করে, এবং ইহাই দুঃখের কারণ। অতএব অকৈতব না হইলে মুক্তি লাভ করা যায় না। এখানে বলা হইল যে অকৈতব বৃক্ষের মূল নাড়িলেও তাহাতে কোন ফল হয় না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি অকৈতব হন, তাহা হইলে তিনি মায়া-দ্বারা কিছুতেই অভিভূত হন না। ইহাই সাঙ্খ্যের মতে পরমপুরুষার্থ।

পং ১৩-১৪। নিদ্রার আবেশে কপাল পানে চাওয়ার অর্থ ধ্যানস্থ হইয়া তত্ত্বদর্শী হওয়া। মেয়ে অর্থ প্রকৃতি, আর এই প্রকৃতিই মায়া (তুং—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।১০)। অতএব ভাবার্থ হইল এই যে, আত্মস্থ হইয়া তত্ত্বদর্শী হইতে চেষ্টা কর, দেখিবে যে এই পৃথিবী একমাত্র মায়ার খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে চিত্রপটে অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের "সিনেমার" চিত্রের ন্যায়, মায়াই পৃথিবীতে নৃত্য করিয়া যাইতেছে; সবই ছলনা, দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র।

"নিদ্রা" ও "কপাল" শব্দদ্বয় যোগশাস্ত্রাদি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। পতঞ্জলীর ১।৩৮ সূত্রে আছে যে যোগীরা সাত্ত্বিক নিদ্রাদ্বারাও মন স্থির করিতে পারেন। "দেশবন্ধ চিত্তের ধারণাদ্বারা" অর্থাৎ শরীরের অংশবিশেষ, যেমন নাভি, হৃদয়, মস্তক, বা কপালে মন স্থির করিয়া ধ্যানস্থ হইতে হয় (যোগ, ৩।১)। আনন্দলহরী নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের ৪১ শ্লোকে আছে—"আজ্ঞাচক্রে, দুই চক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, অবস্থিত শতসহস্র চন্দ্রসূর্য্যের প্রভায় উদ্ভাসিত পরমশম্ভু শিবকে আমি প্রণাম করি। তিনি তথায় পরমা চিৎ শক্তির সহিত অবস্থান করিতেছেন," ইত্যাদি। অতএব ধ্যানযোগে "কপাল" পানে চাহিয়া চিন্তা করা, যোগেরই প্রকারভেদ মাত্র।

দ্রষ্টব্য :—ইংরাজী সনেটের অনুকরণে মাইকেল বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রবর্ত্তন করেন, ইহাই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু মাইকেলের বহুপূর্ব্বেই এই জাতীয় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ছিল। সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণের চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৪ ও ৭৭৬ সংখ্যক পদদ্বয় নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রথার সহিত তুলনা করিলে, দেশীয় প্রথায় এই জাতীয় কবিতা রচনার কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কখনও ইহারা

ষোড়শপদীও হইত, যেমন আলোচ্য পদটিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কবির বর্ণনীয় বিষয় চতুর্দ্দশ পদেই শেষ হইয়াছে, শেষ দুই পদ কবির ভণিতামাত্র। আর একটি বিশেষত্ব এই যে এই জাতীয় কবিতা পদে পদে মিল রাখিয়া পয়ারের পদ্ধতিতে রচিত হইত।

১২

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গুটিক হয়॥

সখি হে, রসিক বলিব কারে ?

বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটী সুবর্ণের ঘটী
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রসপান রজনী দিবসে
অঞ্জলি পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়ায়ে
উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা রসিক না পাইলে
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুঃখ॥

ব্যাখ্যা

পং ১-৪। সহজধর্ম্মের রীতি এই যে প্রকৃত রসিক না হইলে কাহারও সহজ সাধনায় ব্রতী হইবার অধিকার নাই। রসিক কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ কি, ইত্যাদি বিষয় কয়েকটি রাগাত্মক পদে আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য পদটি এই জাতীয়। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলীতে আছে—

রসতত্ত্বজ্ঞাতা হৈলে রসিক নাম তার।

সহজ কথায় বলিতে গেলে, যে রসতত্ত্ব জানে সেই রসিক। এখন, এই রসতত্ত্ব কি? আলঙ্কারিকগণ বলেন যে আমাদের মনে কতকগুলি স্থায়িভাব আছে। তাহারা সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু কোন প্রকার বাহ্য উত্তেজনা পাইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। বিবিধ ভাব এইরূপে জাগরিত হইলে মনে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহাই রস। আনন্দই রসের প্রাণ, আর অনুভূতিতেই ইহার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। নানাভাবে রসের অনুভূতি জন্মিতে পারে। কোন দৃশ্য দেখিয়া বা কাব্য পড়িয়া যখন মনে আনন্দের উদ্রেক হয়, তখনই রসের উৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে রসের জন্মস্থান মনে, শরীরে নহে। রসভোগ করিতে হইলে মানুষকে দ্রষ্টার পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে,—তাহার সম্মুখে ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, আর তাহা দেখিয়া সে আনন্দ পাইতেছে, ইহাতেই রসের জন্ম। নতুবা নটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সে রস সৃষ্টি করিতে পারে মাত্র, রসভোগ করিতে হইলে তাহার দ্রষ্টার আসনে উপবিষ্ট হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই নীতির উপরেই সহজিয়াদের রস-সাধনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিবর্ত্তবিলাসে আছে—

দধিবৎ আছে রস জানিহ অন্তরে।
চারি মসলায় পাক কর একত্তরে॥

অর্থাৎ অন্তরে যে স্থায়িভাব আছে, তাহাকে প্রবুদ্ধ কর।

অন্যত্র—

এক স্থানে রসদ্রব্য আছে চিরকাল।
থাকিলে বা কিবা হয়, বুঝহ সকল॥

স্থানান্তরে রস লইয়া মসলা তাহে দিয়ে।
ভিয়ান করহ রস, যেই তারে পিয়ে ॥
তাহাকে রসিক কহি, আর কেহ নহে।
হেন সাধন বিনে কেহ রসিক না হয়ে ॥

বিবর্ত্তবিলাস।

ইহার পরেই উক্ত গ্রন্থে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের আলোচ্য পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটির ভাবার্থ এই—

পং ১-৪। অনেকেই নিজেকে রসিক বলিয়া প্রচার করে, কিন্তু তাহাদের কেহই প্রকৃত রসিক নয়। বিচার করিলে এইরূপ তথাকথিত এক কোটি রসিক লোকের মধ্যে দুই একটি প্রকৃত রসিক পাওয়া যায় মাত্র।

পং ৫-৭। প্রকৃত রসিক কাহাকে বলে, ইহার উত্তরে বলা হইল যে প্রকৃত রসিক ব্যক্তি "স্থানান্তরে রস লইয়া, তাহাতে বিবিধ মসলা দিয়া ভিয়ান করে।" এই ভিয়ান করার উদ্দেশ্য কি? বিবর্ত্তবিলাসে এই সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—

অতএব রস লইয়া ভিয়ান করিলে।
তবে তারে রাধাকৃষ্ণ সেই কাম মিলে ॥
ইক্ষু রসে যৈছে ওলামিছরি হয়।
তৈছে দ্রব্যশক্তি হৈতে মহাভাব পায় ॥
বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, তবে খণ্ড সার।
শর্করা, সিতাওলা, শুদ্ধ-মিছরি আর ॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিকে তৈছে বাড়ায় আস্বাদ ॥

অর্থাৎ এইরূপ ভিয়ানে প্রেম নির্ম্মল হয়। রসিকগণ বিবিধ প্রণালীতে রসকে নির্ম্মল করিয়া আস্বাদন করে। এইরূপ গুণ যাহার আছে সেই রসিক। সহজ মতে প্রকৃত রসিকের এই এক বিশেষত্ব এখানে বর্ণিত হইল।

পং ৮-১৫। প্রকৃত রসিক নানা প্রক্রিয়ায় রসকে নির্ম্মল করিয়া আস্বাদন করে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই আস্বাদন করিবার প্রণালী কি, এখন

তাহাই বলা হইতেছে। প্রকৃত রসিকগণের প্রকৃতি এইরূপ হইবে যে তাহারা রসসাগরে সর্ব্বদা নিমজ্জিত থাকিয়া রস আস্বাদন করিলেও, তাহাদের রসপানের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই অতৃপ্ত রহিয়া যাইবে। যেন একটি সুবর্ণের ঘটী পূর্ণ করিয়া নির্ম্মল রসের তরল সার সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে অবিরত রস পান করা হইতেছে, অথচ তৃপ্তি হইতেছে না। প্রকৃত রসিকগণ এইরূপ ভাবে রস আস্বাদন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ অবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি সর্ব্বদাই ভগবৎ-প্রেমে বিভোর থাকিতেন, কৃষ্ণের প্রতি গোপীজনোচিত প্রেমে তিনি নিজেকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার সমাধি হইত, তিনি মিলনানন্দ উপভোগ করিতেন, আবার সমাধি ভঙ্গ হইলেই অধিকতর আবেগের সহিত মিলনের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেন। ইহাকেই বলা হইয়াছে—"খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ায়ে, উছলিয়া বহি যায়।" সহজ সাধনায় রসিকপর্য্যায়ভুক্ত লোকগণ প্রেমের জন্য এইরূপ বাউল হইবেন, ইহাই বক্তব্য। সাধারণ লোকেরা এইরূপ হয় না বলিয়াই বলা হইয়াছে যে "কোটিতে গোটিক হয়।" সমগ্র পদটি এই উক্তিরই ব্যাখ্যা মাত্র।

টীকা:—রসিক রসিক ইত্যাদি। সহজিয়ারা একটি নব রসিকের দল গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, লীলাশুক, রামানন্দ, চিন্তামণি, রামী, পদ্মাবতী এবং লছিমা নবরসিকের দলভুক্ত। এমন কি বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের সঙ্গে এক একটি প্রকৃতি জুড়িয়া দিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকেও সহজ সাধনার পথে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ এই কথা শুনিয়া অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠেন, আর সহজিয়াদের নিন্দা করেন। কিন্তু সহজিয়াদের এই প্রকার উক্তির কারণ কি তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে ধরা কষ্টকর নয়। এপর্য্যন্ত যে কয়টি রাগাত্মক পদের ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে বর্ত্তমান সহজধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্যই সহজিয়ারা বৈষ্ণব গোস্বামী ও কবিগণকেই জড়িত করিয়া সহজধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রসিক যাঁহারাই থাকুন না কেন, সহজিয়া-সাধনা-প্রচারের ফলে দেশে যে অনেক তথাকথিত রসিকের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা এই পদেই ধরা পড়ে। তাহারা যে প্রকৃত রসিক নহে, তাহা উল্লেখ করিয়া এখানে রসিকের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

কেবল যে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা ঘটিত সাধনা-সম্বন্ধেই রসিক শব্দ ব্যবহৃত

হইয়াছে, তাহা নহে, পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় সাধনাতেও ইহার শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ লক্ষিত হইয়া থাকে। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে

প্রেম নিত্যসাধ্য বস্তু সাধনের সার।
ইহা বিনে বস্তুতত্ত্ব নাহি কিছু আর॥
পরমাত্মা-সাধন যদি নিজ দেহে হয়।
তবে বস্তুজ্ঞাতা ইহা কিবা কয়॥
হৃদয় মাঝারে তারে জানিবারে পারে।
তবে শুদ্ধসত্ত্ব হয়, মানুষ বলি তারে॥

এবং—

তবেই সহজলোক রসের ভাণ্ডার।
রসতত্ত্বজ্ঞাতা হৈলে রসিক নাম তার।

এই যে রসতত্ত্ব, ইহা পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় রসজাত। সহজতত্ত্ব-গ্রন্থে একমাত্র চৈতন্যদেবকে এই রসের যাজনকারী বলা হইয়াছে—

সহজভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের উপাসনা।
তাহার আশ্রয় চৈতন্যগোসাই-যাজনা॥
গৌড়ে আসি অবতীর্ণ কৈল।
সহজভক্তি যাজন করিব, বড় ক্ষোভ ছিল
গৌরাঙ্গের মনে।
সত্ত্ব রজ তম ছাড়া নহে কদাচনে॥
সহজভক্তি যাজন করিল একজন।

অন্যত্র—

তাহা আস্বাদিতে এক বই নহে দ্বিতীয় জন।

এই জন্যই বলা হইয়াছে যে ভাবরাজ্যের এইরূপ রসিক এককোটি লোকের মধ্যে একজন মাত্র হয়। ইহা সহজিয়াদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কারণ এই জাতীয় উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।

৭৮২ নং পদ।

বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহত নয়।
তরতম করি বিচার করিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥

৭৯০ নং পদ।

পরতত্ত্ব কোটি মধ্যে কচিৎ জানে কেহ।

বিবর্ত্তবিলাস।

এই পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সাধনাতেই রসিক শব্দের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ, অন্যত্র ইহার অনুকরণ মাত্র।

১৩

রসের কারণে রসিকা রসিক
কায়াদি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত
যাহাতে প্রেম-বিলাস॥
স্থূলত পুরুষে কাম সূক্ষ্ম গতি
স্থূলত প্রকৃতি রতি।
দুঁহুক ঘটনে সে রস হোয়ত
এবে তাহে নাহি গতি॥
দুঁহুক জোটন বিন হি কখন
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যো কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি-সুখ কালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পায়ে।

তুঁহুক নয়নে নিকষয়ে বাণ
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ নাহিক কখন
তবে কৈছে নিকষয় ?
কাম দাবানল রতি সে শীতল
সলিল প্রণয়-পাত্র।
কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয়
পচনে পীরিতি মাত্র ॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া
যবে ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে বিলাসে উপজে
তাহারে রস যে কয় ॥
বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
তুঁহু আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ২৬শ পল্লবেও উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে উভয় গ্রন্থের মিলিত পাঠ দেওয়া হইল। পদকল্পতরুতে পদটি বিদ্যাপতির ভণিতায় দৃষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা

এই পদেও রস-বিবৃতি চলিয়াছে। প্রথম পঙ্‌ক্তির অর্থ এই—সহজিয়া সাধনায় একমাত্র রস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যেই রসিক-রসিকার মিলন বিহিত হইয়াছে, অন্য কোন কারণে (পরে বলা হইতেছে) নহে। রস আস্বাদনের জন্য রসিক-রসিকার মিলনের প্রয়োজন কি? তাহারই উত্তরে বলা হইল (২য় পঙ্‌ক্তিতে) যে কায়াদি ঘটনে রস উৎপন্ন হয়। রস মনের অনুভূতিজাত, কিন্তু ইহা জন্মাইতে হইলে সাধারণতঃ বাহ্য উত্তেজনার প্রয়োজন হয়,

নতুবা হৃদয়ের স্থায়ী ভাবগুলি জাগরিত হয় না, ইহাই আলঙ্কারিকগণের মত (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (দক্ষিণ, ১।২) আছে—

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ॥
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।

অর্থাৎ, কৃষ্ণরতি বিভাব অনুভাব প্রভৃতি দ্বারা শ্রবণাদি কর্ত্তৃক আস্বাদনীয়ত্ব-রূপে ভক্তজনের হৃদয়ে আনীত হইলে তাহাকে ভক্তিরস বলে। এখানে কৃষ্ণরতির শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, এবং বিভাব অনুভাবাদির প্রভাব স্বীকৃত হওয়াতে তাহার রূপত্বও স্বীকৃত হইল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে রস আস্বাদন করিতে হইলে রূপত্ব গড়িয়া লইতে হয়, নতুবা উত্তেজনা সহজে হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছে না, অর্থাৎ রূপত্ব স্বীকৃত না হইলে রস আস্বাদনীয়ত্ব-রূপে অনুভব করা যায় না। এই জন্যই বলা হইল "কায়াদি ঘটনে রস।"

পং ৩-৪। কিন্তু রসিক যদি আত্মতৃপ্তির জন্য (নির্ম্মল রস আস্বাদন করিবার জন্য নহে) রসিকার সহিত মলিত হয়, তবে তাহার ফল হয় কেবল মাত্র প্রেমের বিলাস ; প্রকৃত রস আস্বাদন নহে। এখানে বলা হইল যে স্ত্রীপুরুষ আত্মতৃপ্তির জন্য মিলিত হইবে না, তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে পরম রস আস্বাদন, মিলনটা উদ্দেশ্য সাধনের সোপান মাত্র। একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

রাগ-সাধনের এমনি রীত।
সে পথীজনার তেমতি চিত॥

পদ নং ৭৮৬।

অন্যত্র—

আরোপ, রূপ-সাধন আর রস-আস্বাদন।

সহজতত্ত্বগ্রন্থ।

স্বয়ং ভগবান্‌ও রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মানুষাশ্রয় হইয়াছিলেন—

নিজ কার্য্য প্রেম-আস্বাদন, এই মনে।
সেই কার্য্য লাগি মানুষ-আশ্রয় হৈল ভগবানে॥

ঐ

অতএব নায়ক-নায়িকার মিলনে আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্য থাকিবে না, ইহাই বলা হইল।

পং ৫-৮। "কায়াদি ঘটনে রস," ইহা দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে বলা হইয়াছে। পাছে কেহ ইহার কদর্থ গ্রহণ করে, এই জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে বলা হইল যে এই "কায়া ঘটন" রসভোগের জন্য, নতুবা তাহাতে বিলাসের উৎপত্তি হয় মাত্র। এই কথা বলিবার কারণ কি, তাহাই এখন বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ সামান্য পুরুষ অন্তর্নিহিত গুপ্ত কামের প্রতিমূর্ত্তি, আর সামান্যা প্রকৃতি দেহজ রতির প্রতিকৃতি. এই উভয়ের মিলনে যাহা কিছু বিলাস-রসের উদয় হয়, এবে অর্থাৎ এই সহজ সাধনায় তাহাতে গতি নাই, বা গমন নিষেধ, অর্থাৎ এই জাতীয় রস আস্বাদনের জন্য সহজ-সাধনা অনুষ্ঠিত হয় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক লইয়া যে মিলন তাহাতে সহজ সাধনার বিধি নাই। এখানে এই একটি নূতন কথা পাওয়া যাইতেছে। ইহার অর্থ কি, এখন তাহাই বলা হইতেছে।

পং ৯-১০। পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয়েরই বিশিষ্টতা জ্ঞাপক বিভিন্নতা আছে। তাহা বজায় রাখিয়া মিলিত হওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রথায় কি তাহারা মিলিত হইতে পারে না? সহজ-সাধনার নিয়ম এই যে পুরুষ প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইবে। এই কথাই এখানে বলা হইয়াছে। সহজ-সাধনার রীতি এই—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।

রসসারগ্রন্থ।

স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগ রতি।

অমৃতরত্নাবলী।

তত্বজ্ঞান যার হৈল, তাহার সাধন—
প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সেবন॥

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই জাতীয় বিবিধ উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেও করা হইয়াছে (৯নং পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আমি পুরুষ, আর তুমি স্ত্রীলোক এইরূপ ধারণা যতক্ষণ মনে আছে,

ততক্ষণ কামের বশীভূত হইতেই হইবে। ইহা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে প্রেমের সাধনা হয় না।

রমণ ও রমণী তারা দুইজন
কাঁচা পাকা দুটি থাকে।
এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তাকে ॥ পদ নং ৮০৪।

অন্যত্র—

দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।
পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ পদ নং ৩৮৪।

৪নং পদের ব্যাখ্যায় ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই জাতীয় সাধনা বড়ই কঠিন, এজন্যই বলা হইয়াছে যে সহজ-সাধনায় কৃতকার্য্য "কোটিতে গুটিক হয়।"

পং ১১-১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পংক্তিতে বলা হইল যে পুরুষ প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইবে, নতুবা রসের সাধনা হইতে পারে না। এখন স্ত্রীপুরুষের মিলন সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কি বিশ্বাস, তাহাই বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ প্রকৃতিপুরুষে যাহা কিছু হয়, তাহাই রতি, প্রেম ইত্যাদি আখ্যায় প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল, প্রকৃত প্রেমের লীলা ইহাতে হয় না। কেন, তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। যাহারা উক্তরূপ ধারণার বশবর্ত্তী তাহারাই বলিয়া থাকে যে স্ত্রীপুরুষের মিলনে পুরুষ অধিক আত্মহারা হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক ততটা হয় না, এবং ইহাতে সর্ব্বদাই রস-অনুভবের তারতম্য হইয়া থাকে। এইরূপ বৈষম্য যেখানে লক্ষিত হয়, সহজমতে তাহাতে প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। কারণ—

উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে।
সাধারণী হৈলে ইথে যায় রসাতলে ॥ প্রেমবিলাস।

দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে ॥
দোঁহার মন ঐক্যভাবে ডুবি এক হয়।
তবে সে সহজসিদ্ধ জানিহ নিশ্চয় ॥

প্রেমানন্দলহরী।

পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি
সে রতি সাধিতে হয়।

পদ নং ৮১১।

অতএব এইরূপ বৈষম্য যেখানে আছে, সেখানে কামের বিলাস হয় ইহা বুঝিতে হইবে। সহজিয়া সাধনায় তাহার স্থান নাই, ইহাই বলা হইল।

পং ১৭-২১। সামান্য পুরুষ ও স্ত্রীর কাম-বিলাস সম্বন্ধেই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে (যেমন কবি বা দার্শনিকগণ বর্ণনা করেন) যে তাহাদের উভয়েরই নয়ন হইতে বাণ নির্গত হয়। এই বাণ কামের, প্রেমের নহে। কামনার তীব্রতাই বাণ স্বরূপ, রতি অর্থাৎ নির্ম্মল অনুরাগে কামের তীব্রতা নাই, কাজেই কাম-বাণের ন্যায় রতির বাণ কল্পিত হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।৩।১৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতাই রতির লক্ষণ। অতএব এই স্নিগ্ধতা হইতে কাম-বাণের উদ্ভব হয় না। যদি রতির বাণই নাই, তবে তাহা নির্গত হয় কি করিয়া? সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা কাম বিষয়ক, কিন্তু রতি বিষয়ক নহে। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার জন্যই কাম দাবানল-স্বরূপ, আর স্নিগ্ধতার জন্য রতি শীতলতা-সম্পন্ন। অতএব সাধারণ পুরুষ প্রকৃতির মিলন সম্বন্ধে রতিপ্রেম প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া যাহা বলা হয়, তাহা কাম-বিলাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সহজিয়া সাধনায় তাহার স্থান নাই।

পং ২২-২৮। রতি ও কামের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া, এখন প্রকৃত রসের বর্ণনা করা হইতেছে। জলে কাঠ খড় পচিতে দিলে, তাহা পচিয়া পচিয়া তাহা হইতে যেমন এক প্রকার রস নির্গত হইয়া ঐ কাঠ খড় দ্রব করিয়া ফেলে, সেইরূপ প্রণয়-পাত্রের জন্য কুল ইত্যাদি বিসর্জ্জন করিলে, সেই ত্যাগের উপর যে আসক্তি জন্মে তাহাই রস নামে খ্যাত। এই উপমায় প্রণয় পাত্রকে সলিলের সহিত, কুলকে কাঠ খড়ের সহিত, এবং দ্রব্যজাত রসকে প্রেমরসের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রেম যেন কুলরূপ কাঠখড় জাতীয়

বস্তুর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ, এই জন্যই তাহাকে আধেয় বলা হইয়াছে। পচিতে পচিতে যখন কাঠরূপ কুল দ্রব হয়, তখন তাহা হইতে লোভরূপ আসক্তি জন্মে। তাহার বিলাসে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই রস।

কুল অর্থ, বংশ, মর্য্যাদা ইত্যাদি। ইহা সীমা বা বন্ধনী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন অকুল সাগর, নদীর কুল, ইত্যাদি। সমাজে সতী স্ত্রীকে কুলনারী বলে, কারণ তাহা দ্বারা বংশের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় না, অথবা সে কুলাচরিত প্রথার গণ্ডী অতিক্রম করে না। তন্ত্রে কুলনায়িকা শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে ইহা বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আলোচ্য পদটিতে কুল শব্দও বিশিষ্টার্থজ্ঞাপক, পুরুষের কুল অর্থে পুরুষের পুরুষত্ব, যতদিন তাহার ঐ কঠোরতা বজায় থাকে, ততদিন সে প্রেমের রাজ্যে পৌঁছিতে পারে না, কামের বিলাস করিতে পারে মাত্র। প্রণয়পাত্ররূপ সলিলে যখন তাহা দ্রব হয়, তখন প্রেম জন্মিতে থাকে। এইরূপে পচিতে পচিতে লোভরূপ আঠাল আসক্তি জন্মে; তখন তাহার বিলাসে সে বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহাই রস। সহজধর্ম্মে রসের সংজ্ঞা এইরূপ। সহজ যে সহজ নয়, তাহার তাৎপর্য্যও এই।

লোভ :—রসসারগ্রন্থে আছে—

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈলে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
সিদ্ধে গতি হৈতে রুচি জন্ময়ে যখন।
আসক্তি-আশ্রয় রুচি জানিহ কারণ॥
আসক্তি প্রগাঢ় হৈলে ভাব সিদ্ধ হয়।
উত্তম সাধক সেই প্রেমের আলয়॥

রসের ক্রমিক অভিব্যক্তির পর্য্যায় এখানে বিবৃত হইয়াছে।

পং ২৯-৩২। এই পদটি পদকল্পতরুতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে শেষ চারি পঙ্‌ক্তিতে বিদ্যাপতি ঠাকুরের ভণিতা পাওয়া যায়, যথা—

ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ-সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥

আর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি) ইহা এইরূপে আছে—

বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ-সঙ্গে ॥
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥

সহজিয়ারা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে নবরসিকের দলে টানিয়া আনিয়াছেন। কয়েকটি সহজিয়া পদেও বিদ্যাপতির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য পদটি তন্মধ্যে অন্যতম। রসসার নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে, তাহাতে বিদ্যাপতির ভণিতায় নিম্নলিখিত পদ দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

সহজ না জানে যে জন আচরে
সামান্য মানিহ তায়।
সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায় ?
সহজ ভজন সহজাচরণ
এ বড় বিষম দায়।
সকাম লাগিয়া লোভেতে পড়িয়া
মিছা সুখ ভুঞ্জে তায় ॥
বামন হইয়া যেন শশধর
ধরিবারে করে আশ।
কিন্নরের গান শুনিয়া যেমন
ভেকে করে অভিলাস ॥
সুধাকর দেখি খদ্যোৎ যেমন
সমতেজ হৈতে চায়।
শত শত কোটি করিয়ে উদয়
তবু সম নাহি হয় ॥

শিব নৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে
দেবের সমাজে হাস।
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্লভ
কপিতে করয়ে আশ ॥
তেমতি নৃত্য সহজ শুনিয়া
সামান্য দেহেতে যজে।
না জানে মরম করে আচরণ
কেবল রৌরবে মজে ॥
লছিমা সহিতে দেহ বাড়াইনু
হেরিয়ে ও-রূপ তার।
সেই অনুভবে ব্রজভাব লইয়া
গোপী অনুগত সার ॥
নিজ দেহ যেবা ঘটায় সহজ
আচরিতে করে আশ।
ভণে বিদ্যাপতি কোটি জন্ম তার
রৌরবেতে হবে বাস ॥

(২)

একদিন রজকিনী সনে
চণ্ডীদাসে বসি কয়।
শ্যামের পীরিতি শুনলো প্রেয়সী
যেমন অমিয়াময় ॥
আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।
তোমা আমা যেন রতি শূন্য হেন
এমতি হইলে পারে ॥

এক বহি আর পুরুষ নাহিক
সেই সে মানুষ-সার।
তাহার আশ্রয় প্রকৃতি না হলে
কোথা না পাইবে পার॥
তোমা আমা যেন করিনু পীরিতি
রতি বাড়াইয়া অতি।
এমতি হইলে তবে সে পাইবে
ভণে কবি বিদ্যাপতি॥

প্রথম পদটিতে বিদ্যাপতি নিজেই বলিতেছেন যে তিনি লছিমার সহিত সহজসাধনা করিতেন, আর দ্বিতীয় পদে চণ্ডীদাস যে রামীর সহিত সহজসাধনা করিতেন তাহার সন্ধান তিনি দিয়াছেন। অর্থাৎ নবরসিকের দলের অন্তর্ভূত বলিয়া যেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই উভয়ের গুহ্য সাধন-তত্ত্ব অবগত ছিলেন। আবার এই দুইটি পদ পাওয়া যাইতেছে নরোত্তম ঠাকুরের ভণিতাযুক্ত রসসার নামক গ্রন্থে। নরোত্তম বৃন্দাবনে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে কবি গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাষা অনুকরণ করিয়া অনেক বৈষ্ণব-পদ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই বিদ্যাপতির ভাষার সহিত যে তিনি সুপরিচিত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় উদ্ধৃত পদ দুইটি মিথিলার কবি বিদ্যাপতির নামে চালাইবার প্রয়াস তাঁহার হইতেই পারে না। বোধ হয় বিদ্যাপতি নামে কোন বাঙ্গালী কবি এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, অথবা বিদ্যাপতির নামে এই সকল পদ পরবর্তী কালে রচিত হইয়া থাকিবে।

আলোচ্য পদাংশে বলা হইয়াছে যে চণ্ডীদাস ও রূপনারায়ণ প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এই চণ্ডীদাস যে বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় (১২৬-১৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) করিয়াছেন। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ২৬শ পল্লবে কতকগুলি সহজিয়া পদের সহিত উক্ত প্রকার মিলন-ঘটিত কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পদকল্পতরু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত (সংগৃহীত) হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে ঐ সময়ের পুর্ব্বেই প্রেমমূলক বর্ত্তমান সহজিয়া

ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এবং তাহার প্রভাব বৈষ্ণবগণও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

১৪

প্রেমের আকৃতি— দেখিয়া মুরতি
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিষম দায়॥
আপন মাধুরী দেখিতে না পাই
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি করয়ে ভাবনি,
"কি হৈল, কি হৈল," বলে॥
মানুষ অভাবে মন মরিচিয়া
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া করে ছট্‌ফট্‌
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই॥
বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি পরে ছট্‌ফটি
চণ্ডীদাস ইহা ভণে॥

ব্যাখ্যা

সহজিয়া মতে রস কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পদে বর্ণনা করা হইয়াছে; এখন প্রকৃত রসিকের লক্ষণ কি, তাহাই বলা হইতেছে। যাহারা বাহিরের কোন সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেমে পতিত হয়, তাহারা রসিক নহে। প্রকৃত রসিক ব্যক্তিগণের প্রাণ স্বতঃই রসপ্রেমে ভরপুর হইবে, এবং তাহার আবেগে তাহারা ছট্‌ফট্ করিয়া কস্তুরী মৃগের ন্যায় উন্মত্ত হইবে। রূপ দেখিয়া যে প্রেম জন্মে, সেই প্রেম রসের নহে, ভোগের, তাহাতে রসিক হওয়া যায় না। নিজের মন প্রথমতঃ প্রেমে ভরপুর করিয়া নিজেকে প্রেম-পাগলা করিতে হইবে; যে ইহা করিতে পারে সেই প্রকৃত রসিকপদবাচ্য। ইহাই সহজিয়া মত।

পং ১-৪। বাহিরের কোন সৌন্দর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া যদি কাহারও মন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, এবং তাহাতে প্রেম মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তবে সে জন যে কিরূপ রসিক তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নিজের প্রাণে রস না থাকিলে, বাহিরের রসে রসিক হওয়া যায় না, ইহাই সহজিয়া মত। তবে রসিক কাহাকে বলে? ইহারই উত্তরে প্রকৃত রসিকের লক্ষণ কি, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

পং ৫-৮। কস্তুরী মৃগের অভ্যন্তরে স্বভাবতঃই কস্তুরী জন্মিয়া থাকে। মৃগ ইহার গন্ধ অনুভব করে, অথচ তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। তখন সে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে উন্মত্তের মত চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে। প্রকৃত রসিক ব্যক্তির স্বভাবও কস্তুরী মৃগের ন্যায়। রস তাহার প্রাণে স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে, আর তাহার প্রভাবে, নিজের মন যে মাধুর্য্যপূর্ণ হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সে সর্ব্বদাই অন্তরে জ্বালা অনুভব করে। তখন সে পাগলের ন্যায় হয়, এবং "কি হৈল, কি হৈল" বলিয়া ভাবনা করিতে করিতে আপনা আপনি অস্থির হইয়া উঠে। নিজের অন্তর্নিহিত রসের প্রভাবে রসিকের মনে এই প্রকার অস্থিরতা উপস্থিত হয়। চঞ্চল ভাব দেখিলেই যেমন বুঝা যায় যে মৃগের অভ্যন্তরে কস্তুরী জন্মিয়াছে, সেইরূপ রসসঞ্চারের দরুন উন্মত্ততা দেখিলেই বুঝা যায় যে লোকটি রসিক হইয়াছে।

পং ৯-১২। যখন রসিকের এইরূপ অবস্থা হয়, তখন সে রস আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু লোক অভাবে ত রস আস্বাদন করা

যায় না, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "কায়াদি-ঘটনে রস" আস্বাদনযোগ্য হয়। লোকে রসিক হইতে পারে, কিন্তু রস আস্বাদনীয় করিতে হইলে, রূপত্বের সৃষ্টি করিয়া লইতে হয় (পূর্ব্বালোচনা দ্রষ্টব্য)।

চরিতামৃতে আছে—

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

আদির চতুর্থে।

এখানে কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে যে তাঁহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহাকে রাধার স্বরূপ হইতে হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে এই উদ্দেশ্যেই রাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব অরূপের রূপত্ব কল্পনা রসভোগের জন্য, আর সেই রসভোগ কিরূপ, তাহা চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ অবস্থা বর্ণনায় চরিতামৃতে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন
কারে পুছোঁ কে কহে উপায়।
হা হা সখী, কি করি উপায় ?
কাহা করোঁ কাহা যাঙ কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়॥

মধ্যের সপ্তদশে।

কাহা করোঁ, কাহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥

মধ্যের দ্বিতীয়ে।

অথবা—

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ মধ্যের দ্বিতীয়ে।

ইহাকেই বলে "আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি, কি হৈল কি হৈল বলে," এবং এই ভাবেই "সদাই অন্তর জ্বলে।" "মানুষ অভাবে যে মন তরাসে আছাড় খায়, এবং আছাড় খাইয়া ছটফট্ করে," তাহার দৃষ্টান্ত চৈতন্যদেবের জীবনে আমরা দেখিতে পাই। ভগবৎপ্রেম আগে তাঁহার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল, তারপরে তিনি কৃষ্ণের খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন। প্রকৃত রসিক বলিতে কোটিতে গুটিকের মধ্যে তিনিই পড়েন, অন্য সকলে ধর্ম্মাত্মা বা গোস্বামী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন প্রেমপাগলা চৈতন্যদেবের মত জগতে খুব কম লোকই হইয়াছেন। বোধ হয় সহজিয়ারা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া প্রকৃত রসিকের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। কোন বৈষ্ণবের ইহাতে আপত্তি করিবার কোনই কারণ নাই। আলোচ্য পদটিতে এমন কথা কোথাও বলা হয় নাই যে, যে রস সম্বন্ধে ইহাতে আলোচনা হইয়াছে, তাহা ভগবৎসম্বন্ধীয় নহে। সহজিয়ারা যে কেবল মাত্র প্রাকৃত প্রকৃতি-পুরুষেরই উপাসনা করে, এই ভ্রান্ত ধারণা অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ইহা যে অমূলক, তাহা যে কয়টি রাগাত্মিক পদ লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। উন্নততর রসের ধারণা যে তাহাদের ছিল না, এমন কথা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না। অমৃতরসাবলী নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে। তাহাতে রস-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—

বাহ্যের আন্ধার মনের আন্ধার
দুই কৈল নাশ।
নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ ॥
রসপ্রেম জন্মাইয়া মুর্ত্তিমান কৈল।
সেই কালে শ্রীরূপ আসি দরশন দিল ॥

কি ক্ষণে দেখিলাঙ তারে আকুল করিল মোরে
ধড়ে প্রাণ নাই সেই হৈতে।
আকাশে তাঁহার গুণ মুখে বাক্য নাহি কন
ভয় নাই মায়ারে বধিতে॥
রসগুণে রস বশ অতি বড় কর্কশ
জীবন থাকিতে হৈল মরা।
অন্তরে প্রেমাঙ্কুর বাহ্যে অতি কঠোর
যার হয় সেই জন সারা॥

উন্নততর রসের ধারণা এই পদেও পাওয়া যায়। এই ধরনের উক্তি অনেক সহজিয়া গ্রন্থেই আছে। সহজধর্ম্মের এই উজ্জ্বল দিক্‌টার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনেক নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

আলোচ্য পদাংশের অর্থ এই—সাধকের মনে রস জন্মিয়াছে, এখন সেই রস আস্বাদন করিবার জন্য মানুষের (রূপের, নতুবা রস আস্বাদন করা যায় না) অভাবে তাহার মন আছাড় খাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে জীয়ন্তে মরিয়া যাইতেছে (যেমন ভাবোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যদেবের হইয়াছিল)। এখানে একটি প্রচ্ছন্ন উপমার সাহায্যে এই ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। তৃষ্ণাকুল মৃগ মরুভূমিতে জলের আশায় প্রবেশ করিয়াছে। মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে জল না পাইয়া, চমকিত ও ভীত হইয়া, আছাড় খাইতে খাইতে ছট্‌ফট্‌ করিয়া সে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। প্রকৃত রসিকের অবস্থাও ঐ মৃগের ন্যায় হইয়া থাকে। জীয়ন্তে মরা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ৬৮-৭০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

পং ১৩-২০। এইরূপ মরণ যে কি, তাহা যে জানে সেই অমরত্ব লাভ করিয়া চিরজীবী হয়; এবং এইরূপ মরণই শ্লাঘ্য।

যদি রসিকরসিকা উভয়েরই এইরূপ প্রেম-সমাধি হয়, তবে উভয়েই অমরত্ব লাভ করিতে পারে। সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারে না।

চণ্ডীদাস বলেন যে যখন প্রেম এইরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তখন সাধক উক্তরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। ইহাই প্রকৃত রসিকের লক্ষণ।

১৩

শুন শুন দিদি প্রেম-সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা দল।

কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥

আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে॥

সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥

ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগৎ তরায়
তাহাকে তরাবে কে!

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥

৭৮২ সং প।

ব্যাখ্যা

পং ১-৪। এই পদটির সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আক্ষেপানুরাগ বিভাগে সন্নিবিষ্ট অনেক পদের ভাবগত মিল আছে। তন্মধ্যে ৩৮৭ সংখ্যক পদ আলোচ্য এই অংশটির সহিত অনেকাংশে তুলনীয় হইতে পারে।

প্রেম-সুধানিধি=প্রেমরূপ সমুদ্র; চণ্ডীদাস বহু স্থানে প্রেমকে বড় জলাধারের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যথা—

পীরিতি-রসের সাগর দেখিয়া
ইত্যাদি, ৩৮৭ সং পদ।

পীরিতি-সায়রে সিনান করিব
ইত্যাদি, ৩৯০ সং পদ।

পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া
ইত্যাদি, ৩৭৯ সং পদ।

উপরে শেহালা দল। উক্ত ৩৮৭ সং পদে আছে—

গুরুজন-জ্বালা জলের সেহলা, ইত্যাদি।

"দল" প্রয়োগে অন্যান্য আবর্জ্জনাও বুঝাইতেছে, যথা—

কুল-পানীফল- কাঁটাতে সকল
সলিল ঢাকিয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ইত্যাদি, ঐ।

অতএব শেহালাদল অর্থে রূপকভাবে গুরুজন-জ্বালা, কুলকণ্টক, কলঙ্কপানা ইত্যাদি বুঝাইতেছে। এই সকল বাহ্য আবর্জ্জনা "ছানিয়া" অর্থাৎ অপসারিত করিয়া প্রেমজল পান করিতে হয়। সমুদ্রে সাধারণতঃ শেওলা জন্মে না, এজন্য উক্ত ৩৮৭ সং পদে শেওলার উপমার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য "প্রেমসাগরকে" "প্রেম-সরোবর"ও বলা হইয়াছে।

মর্ম্মার্থ :—প্রেমসমুদ্রের জল কেমন, এবং তাহা কত গভীর, তাহা আমি জানি না, কিন্তু ঐ জলের উপরে গুরুজন-জ্বালা, কুলকণ্টক প্রভৃতি শৈবালরূপে অবস্থান করে, তাহা জানি। এই সকল আবর্জ্জনা অপসারিত না করিতে পারিলে প্রেমজল পান করা যায় না—ইহাই মর্ম্মার্থ। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কুল অর্থে সীমাবদ্ধতা, রূপধর্ম্মত্ব ; ইহার বিনাশেই অরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্ম্মের পথে প্রগতির অন্তরায় বলিয়া ইহা পরিত্যাজ্য।

পং ৫-৮। মর্ম্মার্থ :—কিরূপ দক্ষ হইলে এই সাগরে ডুব দেওয়া যায়, এবং লোকেরা কি জন্য এই সাগরে ডুব দেয়, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে আমি নিজে ডুবিয়াও কোন রত্ন চিনিতে পারিলাম না, পিছনে পড়িয়া রহিলাম। ভবে অর্থাৎ পার্থিবতার গণ্ডির মধ্যে, এইজন্যই অপার্থিব প্রেমরত্নের সন্ধান করিতে পারি নাই।

না জানি কি লাগি ডুবে ?

ডুবিবার কারণ এই—

সিন্ধুর ভিতরে অমিয়া থাকয়ে

৩৪০ সং পদ।

অর্থাৎ অমৃত আস্বাদন করিবার জন্য। কেবল প্রেমিকেরাই নহে, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকলেই এই অমৃতের প্রয়াসী। অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করা যায়। কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তত্ত্বের সাগর মন্থন করিয়া জ্ঞানামৃত ও অমরত্ব আহরণ করেন, প্রকৃত রসিকেরা আনন্দচিন্ময়রসে মগ্ন হন, আর নিম্নস্তরের যাঁহারা পঞ্চভূতাত্মক দেহের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও জননোৎপাদন-ক্রিয়া দ্বারা বংশপরম্পরায় অমরত্ব-লাভের প্রয়াসী। বিভিন্ন প্রণায় সকলেই সেই অমরত্বের সাধনা করিতেছে।

পং ৯-১২। প্রেমসমুদ্রে যে কি রত্ন আছে, এবং তাহার স্বরূপ কি, সেই সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা নাই, তথাপি আমার মনে হয় যে ঐ জিনিষটার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। আমার এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রেমনিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি যুগল রাধাকৃষ্ণ আমার এই সঙ্কোচের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

"নন্দের নন্দন" বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যভাবাত্মক বৃন্দাবন-লীলার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, যেহেতু সহজিয়ারা একমাত্র মাধুর্য্যেরই উপাসক।

পং ১৩-১৬। মর্ম্মার্থ :—কেবল যে প্রেমবিজ্ঞ কিশোরা কিশোরী আমার অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছেন, তাহা নহে, ভাবরূপা সখীগণও আনন্দে করধ্বনি করিয়া সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ যুগল মূর্ত্তিতে একীভূত হইয়া মিশিয়া গেলেন, যেন আমাকে শিক্ষা দিলেন যে রূপের সহিত স্বরূপের ঐরূপ মিলনেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়।

এখানে "স্বরূপ" ও "রূপ" এই দুইটি বিশিষ্টার্থজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "স্বরূপ" সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে (পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবন্ধের ২০-২৩; ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায়) কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আলোচ্য পদাংশের মর্ম্মার্থে প্রবেশ করিতে হইবে। স্বরূপ=স্ব-রূপ, বা আত্মরূপ; এই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার কথা এখানে বলা হইয়াছে। তত্ত্ব ব্যাখ্যায় শাস্ত্রাদিতে বলা হইয়া থাকে—"ঘটপটাদিবৎ"। মৃত্তিকা দ্বারা যে সকল ঘটপটাদি প্রস্তুত হয়, তাহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট, কিন্তু ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? বিভিন্ন সংজ্ঞায় ইহারা অভিহিত হইলেও, একমাত্র মৃত্তিকাই ইহাদের কারণভূত। এইরূপ বিচারে উক্ত বস্তু সকলের মূলতত্ত্বে উপস্থিত হওয়া যায়। সেইরূপ আত্মতত্ত্ব বিচারেও দেখা যায় যে আমি, তুমি, ঘট, পটাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র, সর্ববিশ্বব্যাপী এক অনন্ত আত্মা হইতেই সকলের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই আত্মতত্ত্বের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। রসরত্নসারে আছে—

বস্তু আর আত্মা শুধু ইন্দ্রিয় বিবাদ॥
যাবৎ না আত্মজ্ঞান জনময় মনে।
বস্তু লয়ে ক্রীড়া করে ইন্দ্রিয়ের গণে॥
ফলে বস্তু আর আত্মা ভেদহীন সব।
আত্মজ্ঞানে বস্তূপাধি হয় অসম্ভব॥
ভেদবুদ্ধি চিত্তে তবে তিলেক না রয়।
আত্মরূপ বলি বিশ্বে উপলব্ধি হয়॥

ইহাই হইল আত্মজ্ঞান বা স্বরূপতত্ত্ব, এবং উক্তরূপ জ্ঞান জন্মিলেই প্রকৃত রূপতত্ত্বে প্রবেশ করা যায়। এই জন্যই আলোচ্য পদাংশে বলা হইয়াছে—

স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়া দেখিলে হয়।

অন্যত্র আছে—

স্বরূপ-তরণী বাহিতে বাহিতে
রূপ-কর্ণধার মিলে।
তরণী সেবিয়া শ্রীরূপ ভাবিয়া
বাহিয়া চলিলা হেলে ॥ সহজিয়া সাহিত্য, ৬৩ পৃঃ।

অতএব সহজিয়া সাধনায় স্বরূপ ও রূপের মিশ্রণ না করিতে পারিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না—

স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া
মিশাল করিয়া থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে শ্রীমতী পাবে ॥ ঐ, ৩৮ পৃঃ।

কি প্রণালীতে ইহা করা যায়?

রূপের আবেশ রূপে অনুগত
রূপেতে সকল রয়।
ইহা বুঝি যেবা একান্ত করিলে
স্বরূপে মিশাল হয় ॥ ঐ, ৪০ পৃঃ।

অর্থাৎ সর্ব্বদা রূপের আবেশ হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে হইবে, অর্থাৎ সকল বস্তুতেই অনন্ত রূপের সত্বা অনুভব করিতে হইবে। কিন্তু শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝিলে চলিবে না। সহজিয়ারা প্রেমমার্গের উপাসক, তাই শাস্ত্রাদির জ্ঞানগর্ভ বিচার-মূলক যুক্তিতর্কের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা একমাত্র প্রেমের পন্থাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রেম অবলম্বনে আত্মতত্ত্ব হইতে রূপতত্ত্বে উপস্থিত হইতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম।

রসের মানুষ প্রেম সরোবরে
রাগের মানুষে পাবে।
প্রেম সরোবরে জনম লইয়া
রূপে মিশে তনু রবে ॥ ঐ

রসিক মানুষ প্রেম সরোবরে অবগাহন করিয়া রাগের মানুষ হইতে পারিলে রূপতন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে। আলোচ্য পদাংশেও প্রেমের পন্থাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া "নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী" এবং "সখীগণের" উল্লেখ রূপকভাবে করা হইয়াছে।

পং ১৭-২০। মর্ম্মার্থ :—যে ব্যক্তি উক্তরূপ মহাভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পায়। সে নিজ শক্তির প্রভাবেই সিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হয়, এবং নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবুদ্ধ করিয়া (চৈতন্যদেবের ন্যায়) অপরকেও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। তাহার উদ্ধারের জন্য অন্য কোন দৈব শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

আপনি তরিয়ে ইত্যাদি। অন্য একটি পদেও আছে—

সে আপনার গুণে তরিল আপনে
তাহারে তরাবে কে ? ৮২১ নং পদ।

পুরাণাদিতেও এইরূপ উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। নারদভক্তিসূত্রে (১।৫০) আছে—"স তরতি লোকাংস্তারয়তি", অর্থাৎ সে নিজে তরে, এবং অন্যকে তরায়। বৃহন্নারদীয় পুরাণেও আছে—"পণ্ডিতগণ বলেন যে, যে ব্যক্তি হরি সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে সংসার সাগর হইতে নিস্তার করে, সে জগতকেই নিস্তার করে (৯।১২৮ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

পং ২১-২৪। মর্ম্মার্থ :—চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে এক লক্ষ লোকের মধ্যে একজন মাত্র এইরূপ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, কারণ সাধারণ লোকেরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ রূপধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিতে পারে, একমাত্র তাহারাই সহজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে, অন্যে নহে।

১৩

সহজ[১] জানিবে[২] কে।
নিবিড়[৩] আঁধার হইয়াছে পার
সহজে[৪] পশেছে[৪] সে ॥[৫]
চান্দের কাছে অবলা যে আছে
সেই সে রসেরি[৬] সার।
বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে
কে বুঝে[৭] মরম[৭] তার ॥
বাহিরে[৮] তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে[৮]।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকহ[৯] একের কাছে[৯] ॥
যেন আম্রফল ভিতর[১০] বাহির[১০]
কুসিছাল তার কসা।
তার আস্বাদন জানে সেই জন
পুরয়ে[১১] তাহার আশা ॥ [১২]
সহজ জানিতে সাধ লাগে[১৩] চিতে
সহজ বিষম[১৪] বড়।
আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিহ দড় ॥[১৫]
আপনা বুঝিলে লাখে এক মিলে
ঘুচিলে মনেরি ধান্ধা।
শ্রীরূপ-কৃপাতে ইহা পাবে হাতে
সহজে মন রহু বান্ধা ॥[১৬]

মন্তব্য—

অমৃতরসাবলী নামে সহজিয়া সম্প্রদায়ের এক গ্রন্থ আছে, ইহা বৈষ্ণব সহজিয়াদের চতুর্থ গ্রন্থ বলিয়া সহজিয়া সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে। উদ্ধৃত পদটি উক্ত গ্রন্থের প্রথমভাগে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা স্বরূপ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে অমৃতরসাবলীর কবিই এই পদের

প্রকৃত রচয়িতা। এজন্য এই পদমধ্যে ভনিতায় কবির নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (৭৯৩ নং পদ দ্রষ্টব্য) এই পদটিকে চণ্ডীদাসের ভনিতায় উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬, এবং ২৫২০ নম্বরের পুথিতেও এই পদটি পাওয়া যাইতেছে। এই সকল পুথিতে পদটির যে পাঠ-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত পাঠান্তরে প্রদর্শিত হইল।

১। এই পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে একমাত্র চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আছে—"সহজ সহজ, সহজ কহয়ে।"

২। ৩৪৩৬ নং পুথিতে "বুঝিবে"।

৩। সকল পুথিতেই "তিমির"।

৪-৪। সহজ জেনেছে, পসং।

৫। এই তিন পঙ্‌ক্তি ২৫২০ নং পুথিতে নাই।

৬। পীরিতি, পসং; অন্যত্র, পৃথিবী।

৭-৭। জানে মহিমা, ২৫২০ নং পুথি।

৮-৮। ভিতরে তাহার, তিনটি দুয়ার, বাহিরে যে কাম হয়, ২৫২০ নং পুথি।

৯-৯। একের কাছেতে রয়, ঐ।

১০-১০। অতি সে রসাল, পসং।

১১। করহ, অন্যত্র।

১২। ইহার পরে পরিষদের বহিতে আছে—

অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূত-মুকুলে॥
নবীন মদন আছে এক জন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজবধূগণ
করে তার উপাসনা।

কিন্তু ৩৪৩৬, ২৫২০ নং পুথিতে নাই।

১৩। করে, অন্যত্র।

১৪। সহজ, ঐ

১৫। এই চারি পঙ্‌ক্তি পরিষদের বহিতে নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে—

সহজ কথাটি মনে করি রাখ
শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥

[ইহা ৩৪৩৬, ২৫২০ নং পুথিতে নাই।]

১৬। এই চারি পঙ্‌ক্তির স্থানে পরিষদের পুথিতে আছে—

রূপ-করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

এবং ৩৪৩৬ সংখ্যক পুথিতে আছে—

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচায় মনের ধান্ধা।
শ্রীরূপ-কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা॥

আর ২৫২০ নং পুথিতে আছে—

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচাই মোনের ধান্ধা।

তৎপরে এই চরণটি পূর্ণ হয় নাই।

দ্রষ্টব্য :—একটি ভনিতাহীন পদকে কিরূপে চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণদাসের নামে চালানো হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ব্যাখ্যা

পং ১-৩। মর্ম্মার্থ :—সহজতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না, কারণ, অজ্ঞানতারূপ নিবিড় অন্ধকার অতিক্রম না করিলে সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

টীকা :—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আলোচ্য পদটি অমৃতরসাবলী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা স্বরূপ উক্ত গ্রন্থের প্রথমভাগে সন্নিবিস্ট হইয়াছে, অতএব এই পদের ব্যাখ্যা ঐ গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অমৃতরসাবলীতে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই একটিমাত্র পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্ধকার সম্বন্ধে অমৃতরসাবলীতে আছে—

বাহ্যের আন্ধার মনের আন্ধার
দুই কৈলে নাশ।
নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ ॥

অর্থাৎ বাহ্যের অন্ধকার এবং মনের অন্ধকার এই উভয়ই দূরীভূত হইলে সহজ জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। বাহ্যের অন্ধকার ইন্দ্রিয়জাত বিকারাদি, আর মনের অন্ধকার অজ্ঞানতা বা অবিদ্যাজাত মায়ামোহাদি। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী না হইলে, এবং অবিদ্যা ধ্বংস করিতে না পারিলে সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, ইহাই বলা হইল। এই বিষয়টি অমৃতরসাবলীতে আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, যথা—

নির্ব্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে ॥
অমৃতরসাবলী।

কারণ,—

নির্ব্বিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়।
প্রেম না জন্মিলে বস্তু স্থায়ী নাহি হয় ॥
অমৃতরত্নাবলী।

যেহেতু—

পঞ্চভূত আত্মাসহ পশিতে না পারে।
তমোগুণ হাথি সেই করয়ে সংহারে॥ দেহনির্ণয়।

অতএব ইহাও বলা হইয়া থাকে যে—

নিষ্কামী হইলে পাবে শ্রীরূপচরণ।
রাগসিদ্ধকারিকা।

এই জাতীয় উক্তি প্রায় সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার ৩।৪০-৪১ সূত্রদ্বয়ে আছে—"ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনটিই কামের অধিষ্ঠানভূমি, ইহারাই দেহাভিমানী মানুষদিগের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। হে ভারত, তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সকল পাপের মূল এবং জ্ঞানবিজ্ঞান-বিনাশকারী কামকে বিনষ্ট কর।" নারদভক্তিসূত্রে (১।৩৫) আছে—"বিষয়-ত্যাগ এবং সঙ্গ (আসক্তি) ত্যাগ হইলে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ করা যায়।" সাংখ্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত, কিন্তু মায়া বা প্রকৃতির সংসর্গেই তাহার বিকার উপস্থিত হয়; মায়ামুক্ত বা বিকার-রহিত হইতে পারিলেই তাহার পরমপুরুষার্থ লাভ ঘটে। অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ বিবৃতি আছে।

পং ৪-৭। চান্দের কাছে অবলা আছে, ইত্যাদি। অমৃতরসাবলীতে "আপনা জানিলে তবে সহজবস্তু জানে" এই কথা বলিয়াই আলোচ্য পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে আত্মতত্ত্ব বা নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই সহজধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। আলোচ্য পদটি তাহার পরে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ঐ পদেও যে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় কথাই বলা হইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। জ্ঞান বা যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু সহজিয়ারা এই সকল পন্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের দিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, অতএব প্রেমমার্গীয় ব্যাখ্যাই এখানে অবলম্বনীয়। অমৃতরসাবলীতে রূপকভাবে যে উপাখ্যানের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে প্রকৃতিকে একটি রমণীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে তিনি থাকেন "গুপ্তচন্দ্রপুরে", আর তাঁহার বাড়ীর বাহিরে "একটি দ্বার", এবং "ভিতরে তিনটি।" ইহারই সূত্ররূপে আলোচ্য পদমধ্যে "চান্দের কাছে অবলা আছে ইত্যাদি" বলা হইয়াছে।

এই তত্বই সহজিয়ারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আনন্দভৈরব নামে তাঁহাদের এক গ্রন্থ আছে, সহজিয়া সাহিত্যে ইহাকে সহজধর্ম্মের দ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। শিবশক্তির কথোপকথন-ব্যপদেশে তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

এই কথা কহিতে শক্তি অমৃত হইল।
চন্দ্রগুণে-বিহ্বল হর ললাটে পরিল॥

শক্তি অমৃত হইলেন, আর তাঁহাকে যিনি ধারণ করিলেন তাঁহার বিশেষণ হইল এই যে তিনি "চন্দ্রগুণে-বিহ্বল"। বক্তব্য এই যে অমৃতত্বে পরিণত শক্তিকে ধারণ করিতে হইলে চন্দ্রগুণে বিভূষিত হওয়াই ধারণকারীর প্রধান বিশেষত্ব হইবে।

এখন, চন্দ্রগুণ কি? চন্দ্রের গুণ=চন্দ্রগুণ, অর্থে শীতলতা, সে জন্য চন্দ্রকে শীতাংশু বলে। সূর্য্যের উত্তাপ, এবং চন্দ্রের শীতলতা ধর্ম্মব্যাখ্যায় কাম ও প্রেমের বিশেষত্বের সঙ্গে উপমিত হইয়া থাকে—

সূর্য্যোদয়ে তপোদ্ভব, তারে বলি কাম।
চন্দ্রের কিরণে জ্যোৎস্না ধরে প্রেম নাম॥

আত্মনিরূপণ-গ্রন্থ।

অন্যত্র—

কাম দাবানল রতি যে শীতল
সলিল প্রণয় পাত্র। ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৭৭৯।

অতএব যাঁহার মধ্যে কামের অভাব এবং প্রেমের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাঁহাকেই চন্দ্রগুণে বিভূষিত বলা হয়। উপনিষদের ভাষায় তাঁহাকেই বলে "বিরজ, নির্ব্বিকার", গীতায় "স্থিতপ্রজ্ঞ" (গীতা ২।৫৫-৬১), পুরাণাদিতে "গুণসমতাপ্রাপ্ত," (বিষ্ণুপুরাণ ১।২।২৫-২৭) এবং সহজিয়া সাহিত্যে "জীয়ন্তে মৃত" ইত্যাদি। যাঁহারা এইরূপ গুণবিশিষ্ট, তাঁহাদের প্রকৃতিই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া "চান্দের কাছে অবলা আছে" ইহার পরিকল্পনা। সহজিয়ারা নানাভাবে ইহা প্রচার করিয়াছেন—

সে কেমন পুরুষ পরশ-রতন
সে বা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে (দেহজ সপ্তধাতুতে) পাষাণ পড়িলে
পরশ-পাষাণ হয়॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৮০৪।

অথবা

শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয়। ঐ, পদ নং ৮০২।

অন্যত্র—

সমুদ্রের ঢেউ যদি সমুদ্রে মরিবে।
তবে কেন তার দেহ অপ্রাকৃত না হবে॥

বিবর্ত্তবিলাস।

অর্থাৎ বাহ্য আকর্ষণে যাঁহাদের দেহে বিকার উপস্থিত হয় না, তাঁহারাই অপ্রাকৃত দেহধারী। কামের তাপ তাঁহারা অনুভব করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকেই চন্দ্রগুণ-সম্পন্ন বলা হয়। এই জাতীয় লোকের মধ্যেই (সহজিয়া মতে) প্রকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি হয়, ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে—

প্রেমের স্থিতি চন্দ্রমণ্ডলে।

আত্মনিরূপণগ্রন্থ।

অতএব আলোচ্য পদাংশে বলা হইল যে অমৃতত্বে পরিণত প্রকৃতিই জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ, অতএব একমাত্র সাধ্য বস্তু।

দ্রষ্টব্য :—চন্দ্রে যে অমৃত আছে, এই তত্ত্ব অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রচারিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে পাওয়া যায় যে দেবতাগণ চন্দ্রমণ্ডলে অমৃত পান করিয়া থাকেন (বিষ্ণুপুঃ ২।১২।৪-৭, ইত্যাদি)। সোমরূপ অমৃত দেবতারা চন্দ্রমণ্ডলে ভক্ষণ করেন, ইহাও উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে (ছান্দোঃ উপঃ, ৫।১০।৪, এবং তাহার টীকা)। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত অমৃত দেবতারা পান করিলেন, আর বিষের ভাগী হইলেন অসুরগণ, ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় এই উপাখ্যানের সার্থকতা আছে। প্রেমের রাজ্যে অসুরভাবাপন্ন লোকেরা বিষ, এবং দেবভাবাপন্ন লোকেরা অমৃত পান করেন।

বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে ইত্যাদি। প্রকৃতিকে অমৃতত্বে পরিণত করিতে হইবে, কিন্তু সাধকের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতি বিষও হইতে পারে, অমৃতও হইতে পারে। এই জন্যই আলোচ্য পদমধ্যে বলা হইয়াছে "বিষে অমৃতে মিলন" ইত্যাদি। আর একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

নারীর স্বজন অতি সে কঠিন
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি নারিলেক বিধি
বিষামৃত একত্রে রয়॥ ৮০৫ নং পদ।

সংসারে এই সত্যের উপলব্ধি অনেকেই করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় এক একটি স্ত্রীলোক সংসারকে সর্ব্বসুখের আকর নন্দনকাননে পরিণত করেন, ইঁহারাই অমৃতরূপিণী। আর যাহাদের ব্যবহারে অশান্তির অনলে পুড়িয়া সংসার ছারখার হইয়া যায়, তাহারাই বিষ। জগৎ চলিতেছে, কিন্তু বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে ইহা ধ্বংসলীলার অভিনয়ক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, আবার ইহাও সত্য যে এক সঞ্জীবনী শক্তি ইহার অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে কার্য্য করিয়া প্রতি অণুপরমাণুতে প্রাণের সঞ্চার, পোষণ ও পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। এই জন্যই ভাবুকগণ বলিয়া থাকেন—"পৃথিবীর এক দৃশ্য শ্মশান, অপর দৃশ্য সূতিকাগার।" প্রকৃতির এই দ্বিবিধ বিশেষত্বের সন্ধান "উর্ব্বশী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দিয়াছেন—

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে॥

আবার বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইহাদের সংস্থান কল্পনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিলে দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'।
এক জনা উর্ব্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।

অন্যজনা লক্ষ্মী, সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী। ইত্যাদি

এই কবিতায় কবি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন যে একরূপে নারী কামনার রাণী, আর অন্যরূপে তিনি জগতের কল্যাণকারিণী সঞ্জীবণী শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী। সহজিয়া শাস্ত্রে এই তত্ত্বই কাম এবং প্রেম আখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে—

বিষামৃত হয় দেখ কাম আর প্রেম।
নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

যেহেতু—

একাধারেই এই উভয়ের অবস্থিতি—

এবং— প্রেম-অমৃত, কাম রহে একঠাঁই। ইত্যাদি।
বিবর্ত্তবিলাস।

অতএব রসজ্ঞ লোকেরা কামরূপ বিষ পরিত্যাগ করিয়া অমৃতরূপ প্রেম আস্বাদন করিয়া থাকেন—

রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে।
৮০৫ নং পদ।

অথবা ঐ বিষকেও অমৃতে পরিণত করেন—

বিষকে অমৃত ভাই যে করিতে পারে।
কামাতি বিষ জারি হবে প্রেমামৃতে॥
বিবর্ত্তবিলাস।

অর্থাৎ প্রেমরূপ অমৃত দ্বারা কামবিষকে জারিত করিয়া তাহাকে অমৃতময় করিতে হইবে, কারণ কাম দূরীভূত না হইলে প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে না—

কামগন্ধহীন হৈলে প্রেমের সঞ্চার।
বিবর্ত্তবিলাস।

এই তত্ত্বই পরবর্ত্তী পদাংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পং ৮-১১। বাহিরে তাহার একটি দুয়ার ইত্যাদি। যে অমৃতরসাবলীগ্রন্থ হইতে আলোচ্য পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই দ্বার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—

দশ দণ্ড বেলা যখন হইল গগনে।
মহল দেখিতে যাত্রা কৈল ছয়জনে॥
বাহির দুয়ার দেখি করিল প্রণাম।
স্থিতি দেহের হয় এই নিত্যধাম॥
এক রঙ্গ দুই রঙ্গ তিন রঙ্গ উঠে।
একতলা দুইতলা তিনতলা বটে॥
দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নাই কেবা যাইতে পারে।
তসলি কপাট আছে একটি দুয়ারে॥
তিন দ্বার হয় তার এক দ্বার মুক্ত।
দুই দ্বার নাহি ছোয় যেই হয় ভক্ত॥
মধ্য দুয়ারে সবে করিল গমনে।
আপনার স্থান বুঝি বসিলা ছয়জনে॥
হিয়ার ভিতরে বৈসে বাহে তার গুণ।
এ চৌদ্দ ভুবন তাহে করে আকর্ষণ॥
সেই গুণে মনের যে জন্মায় আনন্দ।
সেই ছয়জনার ঘটিত আনন্দের আনন্দ॥
অমৃতের গুণে আগে করে আকর্ষণ।
রসিক ভক্ত বিনে ইহা না জানে অন্য জন॥ ইত্যাদি।

এই উল্লেখ হইতে দেখা যায় যে বাহিরের দ্বারটি "স্থিতি দেহের নিত্যধাম।" গীতায় (৭।৪-৫) আছে—" ভূমি, জল, বায়ু, অনল, আকাশ, এবং মন, বুদ্ধি, ও অহংকার, আমার এই আট প্রকার প্রকৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটির দ্বারা পঞ্চভূতাত্মক দেহ হয়, অপর তিনটি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়, তন্মধ্যে আবার মন শ্রেষ্ঠ।" অতএব পঞ্চভূতাত্মক দেহজ প্রকৃতিই (যাহা " স্থিতি দেহের নিত্যধাম " বলিয়া বর্ণীত হইয়াছে) বাহিরের দ্বার, আভ্যন্তরিণ তিন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন মনই অবলম্বনীয়, ইহাই বলা হইল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের (২৬৮।২৩) শ্লোকে আছে—" শরীর-মধ্যস্থ আত্মার চারটি দ্বার,

ইত্যাদি।" টীকাকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদিগকেই চারি দ্বার বলা হইয়াছে। অতএব এইরূপ দ্বারের কল্পনা পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রাদিতেও পাওয়া যায়।

নানাভাবে এই দ্বারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫২০ নং পুঁথি হইতে ইতিপূর্ব্বে যে পাঠান্তর (৮-৮ নং পাঠান্তর দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বাহিরের দ্বারটিকে কামদ্বার বলা হইয়াছে, যথা—

ভিতরে তাহার তিনটি দুয়ার
বাহিরে যে কাম হয়।

চরিতামৃতকারের ভাষায় আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাই কাম—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

আদির চতুর্থে।

অর্থাৎ নিজের প্রীতি বা সুখ কামনা করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই স্বকাম বা স্বকীয়া পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত। রাগময়ীকণাতে আছে—

মত্ত হয়ে স্বকামেতে চন্দ্রাবলী রয়।
হইলে স্বকামী ভাই, এই মত হয়॥
নিজ হেতু যত কাম চন্দ্রাবলী স্থলে।
তার জন্য স্বকীয় ভাব সকলেতে বলে॥ ইত্যাদি।

সহজিয়ারা স্বকীয়া হইতে পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। দার্শনিক মতে ইহার অর্থ এই যে সকাম হইতে নিষ্কাম সাধনা শ্রেষ্ঠ। (মৎপ্রণীত "চৈতন্য পরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থের ৭৯-৯৬ পৃষ্ঠায় ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।) এই নিষ্কাম সাধনাকেই সহজিয়ারা পরকীয়া আখ্যা দিয়াছেন—

পরকিয়া রতি হয় নিষ্কাম কৈতব।

ভৃঙ্গরত্নাবলী।

অতএব বাহিরের দ্বারটি পরিত্যাগ করা অর্থে সকাম সাধনা অবলম্বন না করা। এখন ভিতরের তিনটি দ্বার কি? সকাম সাধনা পরিত্যাগ করিয়া পরকীয়া বা নিষ্কাম সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে। সহজিয়া মতে এই পরকীয়া ত্রিবিধ,—(১) কর্ম্মী পরকীয়া, (২) জ্ঞানী পরকীয়া, (৩) শুদ্ধ পরকীয়া।

তন্মধ্যে—

কর্ম্মী, জ্ঞানী মিছাভক্ত না হবে তার অনুরক্ত
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।

বিপুঃ ১১৬৩।

অর্থাৎ কর্ম্মী ও জ্ঞানী পরকীয়া পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পরকীয়া আশ্রয় করিতে হইবে। ইহাই " চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া, একের কাছেতে রয় " এই পদাংশে বলা হইয়াছে।

কর্ম্মীদের বিশেষত্ব সহজিয়া গ্রন্থাদিতে এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

ভক্তিপরায়ণ হৈয়া নানা কর্ম্ম করে।
কর্ম্মবন্ধে সদা ফিরে কর্ম্মী বলি তারে॥

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

যাহারা ভক্তিপরায়ণ হইয়াও কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করে তাহাদিগকে কর্ম্মী বলে। এই পন্থা সহজিয়াদের অনুমোদিত নহে। আর—

জ্ঞানী পরকীয়া ধর্ম্ম কহে মায়াশ্রিতে।
ইহার প্রমাণ দেখ শ্রীমৎভাগবতে॥

ঐ

ভাগবতের ১০।৩৩।৩৭ শ্লোকে আছে যে নারায়ণ যখন গোপীদিগকে লইয়া বৃন্দারণ্যে বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজ ঐশ্বরিক শক্তি-প্রভাবে গোপীদের অনুরূপ মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ভগবানের এই যে ঐশ্বর্য্যলীলার ধারণা, ইহাই জ্ঞানী পরকীয়ার ভিত্তি। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

ভগবানের পরকীয়া ভরত-মুখে শুনি।
শুদ্ধ পরকীয়া নহে, পরকীয়া জ্ঞানী॥
জ্ঞান মার্গে পরকীয়া ভগবান্ কৈল। ঐ

ইহাতে ঈশ্বরত্বের ধারণা থাকে বলিয়া সহজিয়া মতে ইহা স্বকীয়া পর্য্যায়ভুক্ত—

ঈশ্বরত্ব ভজন করয়ে যেই জন।
স্বকীয়া করয়ে তারা জানিবে কারণ॥

বিপুঃ ৫৯১, ১০ পৃঃ

এবং ইহা বৈধী সাধনার অন্তর্গত—

কেবল বিধি মার্গে এই জ্ঞানী পরকীয়া।

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ৮ পৃঃ।

অতএব রাগানুগমতাবলম্বী পুর্ণ মাধুর্য্যের উপাসক সহজিয়ারা উক্ত উভয় পন্থাই পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পরকীয়া অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী। শুদ্ধ পরকীয়া সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত এই—

বিশুদ্ধ সত্বের কহি শুদ্ধ পরকীয়া।

বিপুঃ ২৫৩৩, ৫ পৃঃ।

ইহার বিশেষত্ব এই যে—

অখণ্ড নিষ্কাম তার স্বাভাবিক রতি।
সেই স্বাভাবিক রতি চৈতন্য গোসাঞি॥

ভৃঙ্গরত্নাবলী, ১১ পৃঃ।

অর্থাৎ চৈতন্যদেব যেরূপ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভাব অবলম্বন করার নাম শুদ্ধ পরকীয়া। ইহাই সহজিয়াদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বনীয় পন্থা, এই বিধিই এই পদাংশে দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়তঃ। বাহিরের দ্বারটি বৈধী সাধনা, আর ভিতরের দ্বারত্রয় রাগানুগ মতের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ক্রিয়াকাণ্ড-সমন্বিত সাধনাকে বৈধী বলে—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

চরিতামৃত, মধ্যের দ্বাবিংশে।

রাগহীন বলিয়া ব্রজভাবের ভজনায় ইহার স্থান নাই—

বিধি ভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।

ঐ, আদির তৃতীয়ে।

অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—

ছাড় অন্য জ্ঞান কর্ম্ম বিধি আচরণ।
নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম স্বকীয়া সাধন॥

রত্নসার, ৩৮ পৃঃ।

অন্যত্র—

বিধিপথ পরিত্যজ রাগানুগ হয়ে ভজ
রাগ নৈলে মিলে না সে ধন।

প্রেমানন্দলহরী, ৬ পৃঃ।

বাহিরের এই সকল আচার-নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের প্রেমভক্তিজাত রাগানুগ ভজন অবলম্বন করিতে হইবে। এই রাগানুগ ত্রিবিধ—(১) কায়িক, (২) বাচিক, এবং (৩) মানসিক।

সেই রাগানুগ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
কায়িকী, বাচিকী দুই, মানসিক আর॥

রাগানুগ-বিবৃতি, ꣲ পৃঃ।

তন্মধ্যে—

মনেতে করহ রতি শ্রীরূপ পরাণ-পতি
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর সার।

অমৃতরত্নাবলী, ৮ পৃঃ।

অন্যত্র—

রাগমই আত্মাতে বিহার করেন। বিপুঃ ৫৬১।

এবং—

নিজসুখ নাই মাত্র আত্মাতে রমণ।
রমিলে করিতে হয় এ সব আজন॥

রত্নসার, ৮৮ পৃঃ।

অতএব কায়িক ও বাচিক ভজন পরিত্যাগ করিয়া মানসিক ভজন অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই এই পদাংশে বিবৃত হইল।

তৃতীয়তঃ। এই দ্বারতত্ত্বের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে।

চরিতামৃতে আছে—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥

মধ্যের অষ্টমে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, আর স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা। এই অন্তরঙ্গা শক্তি আবার ত্রিবিধ—

সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥ ঐ

তন্মধ্যে—

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম।
আনন্দচিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥ ঐ

অতএব দেখা যাইতেছে যে বাহিরের দ্বারটি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি; আর অন্তরঙ্গা শক্তির সৎ, চিৎ, আনন্দরূপ ত্রিবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে প্রেম আনন্দ-চিন্ময় রস বলিয়া রাগানুগ সাধনায় তাহাই অবলম্বনীয়, ইহাই এই পদাংশে বিবৃত হইল।

চতুর্থতঃ। এই পদের ৪-১১ পংক্তির তান্ত্রিক মতের ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে। শিবসংহিতার পঞ্চম পটলের ১০১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"নিজ দেহস্থ শিব ত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি বহিস্থ দেবকে পূজা করে, সেই ব্যক্তি হস্তস্থ ভক্ষ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণধারণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া থাকে।" অতএব বহিস্থ দেবকে পূজা করা (তাহার আনুসঙ্গিক ধ্যান পূজাদি সহ) বহিরঙ্গ সাধনার অন্তর্গত। ইহাই রূপকভাবে বাহিরের দ্বার বলিয়া কথিত হইয়াছে। তান্ত্রিকেরা এই বহিরঙ্গ সাধনা পরিত্যাগ করিয়া দেহস্থ শিবকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইহাই অন্তরঙ্গ সাধনার বিষয়ীভূত। এই সাধনায় "বুদ্ধিমান্ যোগী ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে সংযত করিয়া অধিষ্ঠিত থাকিবে" (ঐ, ১২৮ শ্লোক), ইহাও বাহিরের দ্বার রুদ্ধ করিতে বলার অর্থ হইতে পারে। মস্তকে যে সহস্রদল-কমল রহিয়াছে, তাহার নীচে এক চন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান আছে (ঐ, ১৩৮ শ্লোঃ), তাহা হইতে সর্ব্বদা অমৃত ক্ষরিত হইতেছে (ঐ, ১৩৯ শ্লোঃ), ইহাই "চান্দের কাছে অবলা আছে" বলিবার তাৎপর্য্য। মস্তকস্থ কপালরন্ধ্রে ষোড়শকলাযুক্ত

সুধারশ্মিসমন্বিত হংসনামক নিরঞ্জনকে ধ্যান করিতে হয় (ঐ, ১৯১ শ্লোঃ), এবং সহস্রার কমল হইতে যে সুধাধারা বিনির্গত হয়, সাধক সর্ব্বদা তাহা পান করিয়া মৃত্যুকে জয় করেন (ঐ, ২০২), এ জন্যই চান্দের কাছে যে অবলা আছে, তাহাকেই পৃথিবীর সার বলা হইয়াছে। দেহমধ্যস্থ প্রধান নাড়ী তিনটি—ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না, ইহারাই ভিতরের তিন দ্বার বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইড়া অমৃতবাহী (ঐ, ১৪০ শ্লোঃ), আর মূলাধারে যে রবি অবস্থিত আছে, তাহা হইতে জলময় বিষ সর্ব্বদা ক্ষরিত হইয়া পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চারিত হইতেছে (ঐ, ১৪৫-১৪৬ শ্লোঃ), এবং এই উভয় নাড়ীই আজ্ঞাপদ্মে মিলিত হইয়াছে, এ জন্যই বলা হইয়াছে যে "বিষেতে অমৃতে একত্র মিলন" ইত্যাদি। তন্ত্রের উপদেশ এই যে সুষম্নার শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিতে হয়, এ জন্যই বলা হইয়াছে যে "চতুর হইয়া দুইকে (অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলাকে) ছাড়িয়া একের (অর্থাৎ সুষুম্নার) কাছেতে থাক" ইত্যাদি। কিন্তু তান্ত্রিকমতের এই ব্যাখ্যা শক্তি-সাধন ব্যাপার যতটা নির্দ্দেশ করে, পীরিতি-সাধন প্রক্রিয়া ততটা করে না।

পং ১২-১৫। আম সুস্বাদু ফল বটে, কিন্তু তাহার বহির্দ্দেশ কটুছাল-দ্বারা আচ্ছাদিত। যে আম খাইতে জানে, সে বাহিরের ছাল পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের অমৃতোপম রস আস্বাদন করে। প্রকৃত প্রেমিকেরাও সেইরূপ বাহিরের সৌন্দর্য্যে অভিভূত না হইয়া, সারভূত রস আস্বাদন করিতেই যত্নবান্ হয়। বাহিরের দ্বার পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের দ্বারে প্রবেশ করিবার যে নির্দ্দেশ পূর্ব্ববর্ত্তী পদাংশে দেওয়া হইয়াছে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই উপমা প্রদত্ত হইল।

দ্রষ্টব্য :—পরিষদের পদাবলীতে ইহার পরে যে চারি পংক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (এই পদের ১২নং পাঠান্তর দ্রষ্টব্য), তাহার ভাব চরিতামৃত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উক্ত গ্রন্থে মধ্যের অষ্টমে আছে—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

পরবর্ত্তী চারি পংক্তিও চরিতামৃতের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে, যথা—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ মধ্যের অষ্টমে।

পরবর্ত্তী কালে এই যোজনা হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় এই আট পংক্তি ৩৪৩৬, এবং ২৫২০ নং পুঁথিদ্বয়ে নাই।

পং ১৬-১৯। সহজ কি, তাহা নির্দ্দেশ করাই আলোচ্য পদটির উদ্দেশ্য। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার পরে কবি নিজেই বলিতেছেন যে তাঁহার সহজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তিনি দেখিতেছেন যে ইহা বড়ই জটিলতাপূর্ণ। নিজেকে জানিয়া অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যদি সুজনের সঙ্গে পীরিতি করা যায়, তাহা হইলে ইহার গূঢ়মর্ম্ম জানা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ যাঁহারা নিজেকে জানেন, এবং মনের অন্ধকারও দূরীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যেও এক লক্ষে একজন সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন মাত্র। এইরূপ সাধকগণও শ্রীরূপের কৃপা না হইলে সহজবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন না।

এখানে "শ্রীরূপ" শব্দটির ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাদ্বারা শ্রীরূপ-মঞ্জরীকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ইনি কে তাহাই আলোচ্য বিষয়। সহজিয়ারা প্রেমমার্গীয় উপাসক, ইহার মূলতত্ত্ব এই যে রূপ, প্রেম, ও আনন্দ পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। সহজিয়ারা বলেন—"রসেতে রূপের জন্ম প্রেমের আলয়" (অমৃতরত্নাবলী), অর্থাৎ প্রেমের গৃহে রসেতে রূপের জন্ম, অথবা প্রেমের আশ্রয়ে রসের অনুভূতি হইতেই রূপের উদ্ভব হয়। কোন একটি বস্তু সুন্দর, ইহা যখনই আমরা অনুভব করি, তখনই বুঝিতে হইবে যে সেই বস্তুটির প্রতি আমরা আকৃষ্ট হইয়াছি, এবং তাহাতে রসানন্দও উপভোগ করিয়াছি। এইরূপ আনুকূল্য দৃষ্টি না হইলে রূপের উপলব্ধি হয় না। বস্তুতঃ প্রেমই রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অন্যে সুন্দর না বলিলেও মাতা তাহার পুত্রটিকে শ্রীমান্ বলিয়াই জানেন, কারণ তিনি স্নেহের সহিত আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে নিরীক্ষণ করেন। সেই দৃষ্টি যাহার নাই, তাহার নিকটেই উক্ত বালক রূপহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব প্রেমের সাধনায় রূপের অনুভূতিই সফলতার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে সমগ্র জগতে রূপের সত্তা অনুভব করিতে পারে, সেই প্রেমিক এবং প্রকৃত রসিক। এই জন্যই সহজিয়ারা রূপধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছেন, এবং অশরীরী এই রূপের মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া শ্রীরূপ-মঞ্জরীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সহজিয়াদের "অনুমতি দেবী," অর্থাৎ তাঁহার কৃপা না হইলে কেহই সহজধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা বুঝাইবার জন্যই আলোচ্য পদাংশে শ্রীরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে।

অন্যত্র—

শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ-বান্ধা।
চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৭৮২।

এবং—

শ্রীরূপ আশ্রয়ধর্ম্ম যেই জন লয়।
তবে সেই রাগধর্ম্ম তাহাতে উদয়॥
শ্রীরূপের রূপ হয় নির্ম্মল তার রতি।
রাগধর্ম্ম না হইলে ব্রজে নাহি গতি॥
সেই ব্রজ-অধিকারী শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
নিত্য রসরূপ তিঁহো রাগ অধিকারী॥
তাহা বিনে রাগ বস্তু ব্রজে নাহি আর।
ব্রজ-অধিকারী তিঁহো রাগধর্ম্ম-সার॥ ইত্যাদি।
অমৃতরত্নাবলী।

সিদ্ধ দেহে গুরু শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
যাঁহার কৃপাতে পাই শ্রীরাধিকার চরণ-মাধুরী॥
সহজতত্ত্বগ্রন্থ।